পিশাচ কাহিনি

কিংবদন্তীর প্রেত

অনীশ দাস অপু





অবিশ্বাস্য এক পিশাচ উপন্যাস

কিংবদন্তীর প্রেত

অনীশ দাস অপু

সুন্দরী মেয়েটির ঘাড়ের টিউমারটি আপাত দৃষ্টিতে ক্ষতিকর কিছু মনে হচ্ছিল না। কিন্তু ওটা যখন দ্রুত বেড়ে চলল, সিদ্ধান্ত নেয়া হলো অপারেশন করে ফেলে দেয়া হবে টিউমার। এমন সময় ওটা নড়াচড়া শুরু করে দিল...তারপর এ টিউমারকে ঘিরে ঘটতে শুরু করল অকল্পনীয় এবং ভয়ঙ্কর সব ঘটনা।

কারণ সাধারণ টিউমার ওটা নয়, ওর মধ্যে জন্ম নিতে চলেছে কিংবদন্তীর প্রেত—ম্যানিটু। ম্যানিটুর ব্ল্যাক ম্যাজিক আর আমাদের বিজ্ঞানের মধ্যে শুরু হয়ে গেল মরণপণ লড়াই...এমন রুদ্ধশ্বাস পিশাচ কাহিনি আপনি কখনও পড়েছেন কিনা সন্দেহ!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পূর্বাভাস

ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন। মুখ না তুলেই ডেস্কে, রিসিভারে হাত বাড়ালেন ড. রেমণ্ড হফম্যান। হাতটা এগিয়ে গেল কাগজের তাড়া, কালির বোতল, গত হপ্তার পুরানো খবরের কাগজ আর দোমড়ানো-মোচড়ানো স্যাণ্ডউইচের প্যাকেটের মাঝ দিয়ে। স্পর্শ পেল রিসিভারের। তুলল।

কানে রিসিভার ঠেকালেন ড. রেমণ্ড। চেহারায় বিরক্তি। 'ড. রেমণ্ড! রিচার্ড বলছি।'

'তো? আমি দুঃখিত ড. রিচার্ড, এ মুহূর্তে খুব ব্যস্ত আছি।'

'আপনাকে কাজের সময় বিরক্ত করতে চাইনি ড. রেমণ্ড। আমার কাছে এক পেশেন্ট এসেছে। ওর শারীরিক অবস্থার কথা শুনলে রোগিণীকে হয়তো একবার দেখতে ইচ্ছে করবে আপনার।'

নাক টানলেন ড. রেমণ্ড, চোখ থেকে খুলে নিলেন রিমলেস গ্লাস।

'কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'শুনুন, ড. রিচার্ড, আমার কাঁধে পাহাড় সমান কাজের বোঝা। এ মুহূর্তে–' ড. রিচার্ড সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। বললেন, 'কিন্তু কেসটা আপনাকে সত্যি আগ্রহী করে তুলবে, ড. রেমণ্ড। আমার রোগিণীর টিউমার হয়েছে।'

'তাতে কী হলো?'

'টিউমারটা তার ঘাড়ের ওপর। মেয়েটি ককেশিয়ান, বয়স তেইশ। তার আগে কখনও টিউমার হয়নি, বিনাইন কিংবা ম্যালিগন্যান্ট কোনটাই না।'

'আর?'

'টিউমারটা নড়াচড়া করছে,' জানালেন ড. রিচার্ড। 'দেখলে মনে হয় চামড়ার নীচে জ্যান্ত কিছু একটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।' বলপেন দিয়ে কাগজে আঁকিবুকি কাটছিলেন ড. রেমণ্ড। কথাটা শুনে কপালে

ভাঁজ পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, 'এক্স-রে রিপোর্ট কী বলে?'

'কুড়ি মিনিটের মধ্যে রিপোর্ট পেয়ে যাব।'

'প্যালপিটেশন?'

'অন্য আর দশটা টিউমারের মতই দেখতে। পার্থক্য কেবল এটা মোচড় খায়।'

'আপনি পরীক্ষা করে দেখেছেন? স্রেফ ইনফেকশনও হতে পারে।'

'এক্স-রে রিপোর্ট কী বলে আগে দেখি।'

কলমের পাছার দিকটা মুখে পুরে অন্যমনস্কভাবে চিবুতে লাগলেন ড. রেমণ্ড হফম্যান। চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়া বইগুলোর কথা মনে করার চেষ্টা করছেন। ওসব বইতে এ ধরনের কোনও কেস নিয়ে কি কিছু লেখা ছিল? কিংবা জ্যান্ত টিউমারের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও প্রবন্ধ? কিন্তু এ মুহূর্তে সেরকম কিছু মনে পড়ছে না।

'ড. রেমণ্ড?'

'ও, হ্যাঁ, শুনছি। আচ্ছা, আমি আসছি।'

ফোন রেখে চেয়ারে হেলান দিলেন ড. রেমণ্ড। হাত দিয়ে চোখ ঘষছেন। আজ সেন্ট ভ্যালেনটাইন ডে। বাইরে, নিউ ইয়র্ক মহানগরীর রাস্তায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে মাইনাস আট ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। মাটিতে ছ'ইঞ্চি পুরু বরফ। আকাশের রঙ ধাতব বর্ণ, থমথমে। রাস্তায় গাড়ি আর গাড়ি। সিস্টারস অভ জেরুজালেম হাসপাতালের আঠারো তলার ওপর দিয়ে শহরটাকে অদ্ভুত এবং আলোকজ্জ্বল লাগছে।

হিটিং সিস্টেমে বোধহয় কোনও সমস্যা হয়েছে। ঘর ঠিকমত গরম হচ্ছে না। ড. রেমণ্ড গায়ে ওভারকোট চড়ালেন। তাঁর বয়স চল্লিশ। খাড়া নাক, ডগাটা স্ক্যালপেলের মতই ছুঁচলো, মাথা ভর্তি এলোমেলো বাদামী চুল। তাকে অটো মেকানিকের মত দেখাচ্ছে। দেখে বোঝার জো নেই এই মানুষটি দেশের সবচেয়ে বড় টিউমার বিশেষজ্ঞ।

ড. রেমণ্ডের অফিসের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল মোটাসোটা, সাদা চুলের এক মহিলা, চোখে চশমা। তার এক হাতে একগাদা কাগজপত্র, অপর হাতে কফির কাপ। 'আর খানিকটা

পেপারওয়ার্ক বাকি আছে, ড. রেমণ্ড। আপনার জন্য কফিও এনেছি। শরীরটা চাঙা লাগবে।'

'ধন্যবাদ, মেরী।' মহিলার নিয়ে আসা নতুন ফাইল খুললেন ডাক্তার। আবার নাক টানলেন। 'যীশাস, এ জিনিসে চোখ বুলিয়েছ তুমি? আমি একজন কনসালট্যান্ট, ফাইলিং ক্লার্ক নই। শোনো, এগুলো ড. রিজওয়ের টেবিলে রেখে এসো। সে পেপাওয়ার্ক খুব ভালবাসে। নিজের গায়ের চামড়ার চেয়ে তার পছন্দ কাগজ-পত্র।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেরী। 'ড. রিজওয়েই এগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'

চেয়ার ছাড়লেন ড. রেমণ্ড। ওভারকোটে এ মুহূর্তে তাঁকে দেখাচ্ছে 'দ্য গোল্ড রাশ'-এর চার্লি চ্যাপলিনের মত। তিনি হতাশ চেহারা নিয়ে ফাইলে আঙুল দিয়ে ঠোকর দিলেন। ওটার আঘাতে ধরাশায়ী হলো রেমণ্ডের মা'র পাঠানো ভ্যালেনটাইন কার্ডখানা।

'ঠিক আছে। পরে ফাইল দেব'খন। আমি এখন নীচে যাচ্ছি ড. রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করতে। তার এক পেশেন্ট এসেছে। আমাকে অনুরোধ করেছে পেশেন্টকে যেন একবার দেখে দিই।'

'ফিরতে দেরি হবে, ডক্টর?' জিজ্ঞেস করল মেরী। 'সাড়ে চারটায় আপনার একটা মীটিং আছে।'

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সহকারীর দিকে তাকালেন ড. রেমণ্ড, যেন মহিলাকে চিনতে পারছেন না।

'দেরি? না, মনে হয় না দেরি হবে। শেষ হলেই চলে আসব।' অফিস থেকে বেরিয়ে নিয়ন বাতির আলোয় উজ্জ্বল করিডরে পা রাখলেন ড. রেমণ্ড। সিস্টারস অভ জেরুজালেম অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি প্রাইভেট হাসপাতাল। এ হাসপাতালের করিডরে কখনও কার্বলিক কিংবা ক্লোরোফর্মের গন্ধ ভেসে বেড়ায় না। করিডরে পুরু লাল কার্পেট বিছানো, প্রতিটি কিনারে তাজা ফুলের ফ্লাওয়ার ভাস সাজানো। হাসপাতাল নয়, দেখলে মনে হয় এটি একটি হোটেল যেখানে মধ্যবয়স্ক এক্সিকিউটিভরা তাদের সেক্রেটারিদের নিয়ে সাপ্তাহিক ছুটিতে গোপনে স্ফূর্তি করতে আসে।

ড. রেমণ্ড এলিভেটরে ঢুকে পনেরো তলার বোতাম টিপলেন।

তাকালেন এলিভেটরের আয়নায়। নিজের রোগীদের চেয়েও তাঁকে বেশি অসুস্থ লাগছে। তাঁর আসলে ছুটি নেয়া উচিত। মা তাঁকে ফ্লোরিডা যেতে বলছেন, বোন থাকে সানডিয়োগোতে। ওখানেও যাওয়া যায়।

এলিভেটর এসে থামল পনেরো তলায়। খুলে গেল দরজা। ড. রেমণ্ড এলিভেটর থেকে বেরুলেন। সুইংডোর ঠেলে ঢুকলেন ড. রিচার্ডের অফিসে। ড. রিচার্ড প্রায় তাঁর সমবয়েসী, বেঁটে, শক্ত, পেশীবহুল শরীর। সাদা কোটটা গায়ে টাইট হয়। মুখটা প্রকাণ্ড ড. রিচার্ডের, চাঁদের মত গোল, তাতে অসংখ্য বুটি বুটি দাগ। নাকটা ভোঁতা। একসময় হাসপাতাল দলের হয়ে ফুটবল খেলতেন। কিন্তু হাঁটুর মালাইচাকিতে ব্যথা পাবার পরে ছেড়ে দিয়েছেন খেলা। আজকাল একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

'আপনি এসেছেন খুব খুশি হয়েছি,' হাসলেন ড. রিচার্ড কক্স। 'এটা সত্যি খুব অদ্ভুত একটা কেস। আর এ কেস আপনারই দেখা উচিত কারণ আপনি হলেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় টিউমার এক্সপার্ট।'

'এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে,' বললেন ড. রেমণ্ড। 'তবু প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ।'

ড. রিচার্ড কানের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'এক্স-রে রিপোর্ট অল্পক্ষণের মধ্যেই পেয়ে যাব। তবে কী করব বুঝতে পারছিলাম না।'

'পেশেণ্টকে একবার দেখা যায়?' জিজ্ঞেস করলেন ড. রেমণ্ড।

'নিশ্চয়। রোগিণী আমার ওয়েটিং-রুমে বসে আছে। আপনি বরং ওভারকোটটা এখানে খুলে রাখুন। নইলে আমার পেশেণ্ট দেখলে ভাববে আপনাকে আমি রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসেছি।'

ড. রেমণ্ড তাঁর শ্রীহীন কালো কোটটা র‍্যাকে ঝোলালেন তারপর ড. রিচার্ডের পেছন পেছন ঝলমলে ওয়েটিং-রুমে ঢুকলেন। ঘর সাজানো আর্মচেয়ার, পত্রিকা, ফুল আর সুদৃশ্য একটি অ্যাকুরিয়াম দিয়ে। ভেনেশিয়ান ব্লাইণ্ডের ফাঁক দিয়ে ড. রেমণ্ড বিকেলের মুখ গোমড়া আকাশের তুষারপাত দেখলেন।

ঘরের এক কোণে বসে একহারা গড়নের, কালো চুলের একটি

মেয়ে *'টাইম'* সাময়িকী পড়ছে। লাবণ্যময়ী এবং সুশ্রী। পরনে কফি রঙা সাধারণ একটি ড্রেস। সে যে নার্ভাস হয়ে আছে বোঝা যায় অ্যাসট্রে বোঝাই আধপোড়া সিগারেট দেখে। ঘর ভর্তি হয়ে আছে সিগারেটের ধোঁয়ায়।

'মিস রেনল্ডস,' বললেন ড. রিচার্ড, 'ইনি ড. রেমণ্ড। ড. রেমণ্ড টিউমার বিশেষজ্ঞ। আপনাকে উনি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইছেন।'

শ্যারন রেনল্ডস পত্রিকাটি টেবিলে নামিয়ে রেখে হাসল। 'শিওর,' নিউ ইংল্যাণ্ডের অ্যাকসেন্টে বলল সে। অভিজাত পরিবারের মেয়ে, অনুমান করলেন ড. রেমণ্ড। এবং নিশ্চয় পয়সাঅলা। অবশ্য বড়লোক না হলে সিস্টারস অভ জেরুজালেমে চিকিৎসা করার কথা ভাবাও যায় না।

'একটু সামনে ঝুঁকে আসুন তো,' বললেন ড. রেমণ্ড। সামনে ঝুঁকল শ্যারন, ওর ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো উঁচু করে ধরলেন ডাক্তার।

ঘাড়ের ঠিক গর্তের মধ্যে ফুলে রয়েছে গোলাকার একটি মাংসপিণ্ড, আকার এবং আয়তনে কাচের পেপারওয়েটের সমান। দেখতে স্বাভাবিক টিউমারের মতই লাগছে। 'কদ্দিন ধরে টিউমারটা আছে?' জিজ্ঞেস করলেন হফম্যান।

'দু'তিন দিন হলো,' জবাব দিল শ্যারন। 'ওটা আকারে বাড়ছে দেখেই আমি ডাক্তার রিচার্ডের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম–ভেবেছি ক্যান্সার-ট্যান্সার হলো কীনা।'

ড. রেমণ্ড তাকালেন ড. রিচার্ডের দিকে। ভুরু কুঁচকে গেছে তাঁর। 'দু'তিন দিন? আপনি শিওর?'

'জ্বী,' বলল মিস রেনল্ডস। 'আজ তো শুক্রবার, না? আমি মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখি আমার টিউমার হয়েছে।'

ড. রেমণ্ড হাত দিয়ে মৃদু চাপ দিলেন টিউমারের গায়ে। শক্ত। তবে নড়াচড়া করল না টিউমার।

'ব্যথা লাগে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'সুড়সুড়ি লাগে শুধু।'

ড. রিচার্ড বললেন, 'আমি টিউমারে হাত দেয়ার সময় একই

কথা বলেছিল ও।'

মিস রেনল্ডসের চুল ছেড়ে দিলেন ড. রেমণ্ড। ওকে সোজা হয়ে বসতে বললেন। একটা আর্মচেয়ার টেনে নিলেন তিনি, পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করলেন, চেয়ারে কাগজ রেখে শ্যারনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নোট নিলেন।

'টিউমারটা যখন দেখলেন তখন কতবড় ছিল ওটা?'

'খুব ছোট। সীমের বিচির মত।'

'ওটা কি সারাক্ষণই বড় হচ্ছিল নাকি বিশেষ সময়ে?'

'শুধু রাতের বেলা বড় হয়। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি ওটা বড় হয়ে গেছে।'

ড. রেমণ্ড দ্রুত নোট নিচ্ছেন।

'স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল কি ব্যাপারটা? ওটাকে কি এখন টের পাচ্ছেন?'

'বেশিরভাগ সময় ওটাকে স্বাভাবিক টিউমার বলেই মনে হয়। তবে মাঝে মাঝে মনে হয় ওটা নড়াচড়া করছে।'

মেয়েটির গাঢ়, কালো চোখে ভয়ের চেয়েও বেশি কিছু ফুটল।

'কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে তারপর নিশ্চল হয়ে যায়।'

'ক'বার ঘটেছে এরকম?'

'দিনে চার-পাঁচবার।'

ড. রেমণ্ড আরও কিছু নোট নিলেন, ঠোঁট কামড়াচ্ছেন।

'মিস রেনল্ডস, গত ক'দিনে কি আপনার স্বাস্থ্যের কোন অবনতি বা পার্থক্য লক্ষ করেছেন–এ টিউমার হবার পর থেকে?'

'একটু একটু ক্লান্তি লাগে শুধু। রাতে ভাল ঘুমও হয় না। তবে শরীরের ওজন হারাইনি বা অন্য কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি।'

'হুমম,' ড. রেমণ্ড আরও কিছু নোট নিলেন কাগজে, তারপর একবার ওতে চোখ বুলালেন, 'আপনার ধূমপানের অভ্যাস কীরকম?'

'দিনে আধ প্যাকেটের বেশি নয়। আমি খুব একটা সিগারেট খাই না। তবে নার্ভাস লাগছে পড়েছি বলে এখন ঘনঘন সিগারেট খাচ্ছি।'

ড. রিচার্ড জানালেন, 'অল্প ক'দিন আগে ও এক্স-রে রিপোর্ট

করেছে। কোনও সমস্যা নেই।'

ড. রেমণ্ড প্রশ্ন করলেন, 'মিস রেনল্ডস, আপনি কি একা থাকেন? কোথায় থাকেন?'

'আমার খালার সঙ্গে থাকি এইটি টু স্ট্রীটে। একটা রেকর্ড কোম্পানিতে আছি পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট হিসেবে। নিজেই বাসা নিয়ে থাকতাম কিন্তু বাবা-মা বললেন খালার সঙ্গে থাকলেই ভাল হবে। খালার বয়স চৌষট্টি। খুব ভাল মানুষ। আমরা খুব ভাল আছি।'

মাথা নামিয়ে ড. রেমণ্ড বললেন, 'এসব প্রশ্ন করছি বলে কিছু মনে করবেন না, মিস রেনল্ডস। এসব প্রশ্ন করার মানে আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনার খালা কি সুস্থ আছেন? আপনাদের অ্যাপার্টমেন্টটি কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন? তেলাপোকার যন্ত্রণা, পচা খাবারের দুর্গন্ধ ইত্যাদি নেই তো ঘরে?'

প্রায় হেসে ফেলল শ্যারন। এই প্রথম মেয়েটিকে হাসতে দেখলেন ড. রিচার্ড। 'আমার খালা একজন ধনবতী নারী, ড. রেমণ্ড। আমাদের বাসায় একজন ফুল-টাইম ক্লীনার এবং একজন কাজের বুয়া আছে। প্রথমজন ঘরদোর ধুয়ে মুছে ঝকঝকে তকতকে করে রাখে, দ্বিতীয়জন রান্না করে। এবং সে কখনও খাবারের আবর্জনা জমিয়ে রাখে না।'

মাথা দোলালেন ড. রেমণ্ড। 'বেশ। আপাতত আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই। চলুন, ড. রিচার্ড, মিস রেনল্ডসের এক্স-রে রিপোর্ট দেখি।'

ড. রিচার্ডের অফিসে ফিরে এলেন দু'জনে। বসলেন। ড. রিচার্ড পকেট থেকে একটি চুয়িংগাম বের করে দাঁতের ফাঁকে ফেললেন।

'কী বুঝলেন, ড. রেমণ্ড?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. রেমণ্ড। 'এখন পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারিনি। এই টিউমারটা মাত্র দু'তিনদিনে এত বড় হয়ে গেছে। এত কম সময়ে কোনও টিউমারকে এতবড় হতে দেখিনি আমি। তারপর ওটা আবার নাকি নড়াচড়াও করে! আপনি ওটাকে নড়াচড়া করতে দেখেছেন?'

'দেখেছি,' বললেন ড. রিচার্ড। 'ঘাড়ের চামড়ার নীচে কিলবিল

করছিল।'

'ঘাড় নাড়ানোর কারণেও ওরকম হতে পারে। তবে এক্স-রে রিপোর্ট না দেখা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন দু'জনে। ড. রেমণ্ডের শীত শীত লাগছে। কেমন টেনশনও হচ্ছে। কখন বাড়ি ফিরবেন ভাবছেন। গতকাল রাত দুটো পর্যন্ত হাসপাতালে থাকতে হয়েছে তাঁকে, ফাইল আর পরিসংখ্যান নিয়ে ধস্তাধস্তি করেছেন। আজ রাতেও বোধহয় বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। নাক টানলেন তিনি, ক্ষয়ে যাওয়া নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে।

পাঁচ ছ'মিনিট পরে খুলে গেল অফিসের দরজা। হাতে বাদামী রঙের বড় একখানা খাম নিয়ে ঘরে ঢুকল রেডিওলজিস্ট। মেয়েটি লম্বা এক নিগ্রো, খাটো চুল, মুখে হাসির 'হ'ও নেই।

'কী দেখলে, সেলেনা?' 'খামটা হাতে নিলেন ড. রিচার্ড।

'দেখে কিছুই বুঝতে পারিনি, ডক্টর,' জানাল সেলেনা।

ড. রিচার্ড খাম খুলে কালো এক্স-রে ফিল্ম বের করে ক্লিপ দিয়ে ওটাকে টাঙিয়ে নিলেন। জ্বাললেন বাতি। শ্যারন রেনল্ডসের মাথার খুলির একটা পাশ দেখা যাচ্ছে পেছন থেকে। টিউমারটি বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার–বড়সড় কালো একটা পিণ্ড। তবে ভেতরে আঁশের বদলে জট পাকিয়ে রয়েছে টিস্যু আর হাড়।

'এদিকটাতে দেখুন,' বলপেন দিয়ে ইংগিত করলেন ড. রিচার্ড। 'মনে হচ্ছে এক ধরনের হাড়ের শিকড়, ঘাড়ের সঙ্গে টিউমারটাকে চেপে ধরে রেখেছে। কী এটা?'

'বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারছি না,' সরল স্বীকারোক্তি ড. রেমণ্ডের। 'এরকম জিনিস জীবনেও দেখিনি। এটাকে টিউমার বলেই তো মনে হচ্ছে না।'

শ্রাগ করলেন ড. রিচার্ড। 'ঠিক আছে, বুঝলাম এটা টিউমার নয়। তা হলে এটা কী?'

এক্স-রের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন ড. রেমণ্ড। টিস্যু এবং হাড়গুলো এখনও কোনও আকার পায়নি। তা ছাড়া এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে জড়িয়ে রয়েছে যে বোঝা মুশকিল জিনিসটা কী।

এখন করণীয় একটাই রয়েছে আর তা হলো অপারেশন। ওটাকে কেটে বের করে তারপর পরীক্ষা করে দেখবেন। আর যে হারে জিনিসটা আয়তনে বেড়ে চলেছে, দ্রুত অপারেশনই মঙ্গল।

ড. রিচার্ডের ডেস্কের ফোন তুললেন ড. রেমণ্ড। 'মেরী? শোনো, আমি এখনও ড. রিচার্ডের অফিসে আছি। একটু খোঁজ নিয়ে দেখো তো ড. গিলবার্ট একটা অপারেশন করতে পারবেন কি না। দ্রুত করতে হবে অপারেশন।...হ্যাঁ, টিউমার, ম্যালিগন্যাণ্ট। তাড়াতাড়ি অপারেশন করা না গেলে সমস্যা হতে পারে। আচ্ছা, রাখলাম। ধন্যবাদ।'

'ম্যালিগন্যাণ্ট?' প্রশ্ন করলেন ড. রিচার্ড। 'আমরা কী করে বুঝলাম যে ওটা ম্যালিগন্যাণ্ট?'

মাথা নাড়লেন ড. রেমণ্ড। 'আমরা জানি না। তবে ওটা বিপজ্জনক নাকি ক্ষতিকর নয় না জানা পর্যন্ত ধরে নিচ্ছি জিনিসটা বিপজ্জনক।'

'জিনিসটা যে কী যদি জানা যেত!' গম্ভীর মুখে বললেন ড. রিচার্ড। 'আমি মেডিকেল ডিকশনারি তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেও এরকম কিছুর খোঁজ পাইনি।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসলেন ড. রেমণ্ড, 'হতে পারে এটা নতুন কোনও রোগ। হয়তো রোগটার নামকরণ করা হবে আপনার নামে। রিচার্ড রোগ। দ্রুত বিখ্যাত হয়ে যাবেন। আপনি তো সবসময় বিখ্যাত হতে চান, তাই না?'

'এ মুহূর্তে আমি যা চাই তা হলো এক কাপ কফি আর গরম বিফ স্যাণ্ডউইচ। নোবেল প্রাইজ পরে পেলেও চলবে।' ফোন বাজল। রিসিভার তুললেন ড. রেমণ্ড।

'মেরী? ওহ্, ঠিক আছে। খুব ভাল কথা। হ্যাঁ, অসুবিধে নেই। ড. গিলবার্টকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ো।'

'ডাক্তার ফ্রী আছেন?' জানতে চাইলেন রিচার্ড।

'কাল সকাল ১০টায় অপারেশন করবেন জানিয়েছেন। যাই, খবরটা মিস রেনল্ডসকে দিয়ে আসি।'

ডাবল ডোরের দরজা ঠেলে ওয়েটিং-রুমে ঢুকলেন ড. রেমণ্ড। মিস রেনল্ডস আগের জায়গাতেই বসে আছে, হাতে আধ-খাওয়া

সিগারেট, কোলে খুলে রাখা পত্রিকার পাতায় শূন্য দৃষ্টি। পড়ছে না।

'মিস রেনল্ডস?'

চমক ভাঙল শ্যারনের। মুখ তুলে চাইল। 'জ্বী?'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মেয়েটির পাশে বসলেন ড. রেমণ্ড। হাত জোড়া কোলের ওপর। চেহারাটাকে গম্ভীর এবং শক্ত করে তুলতে চাইলেন। কিন্তু এমন শ্রান্ত তিনি, চেহারায় ক্লান্তি ছাড়া কিছুই ফুটল না।

'শুনুন, মিস রেনল্ডস, আমার মনে হচ্ছে আপনার একটা অপারেশন দরকার হবে। পিণ্ডটা দেখে যদিও ভয় পাবার কিছু নেই তবে যে হারে ওটা বেড়ে চলেছে তাতে ওটাকে যত তাড়াতাড়ি শরীর থেকে কেটে বাদ দেয়া যায় ততই ভাল।'

মাথার পেছনে হাত নিয়ে গেল শ্যারন, টিউমার স্পর্শ করে মাথা ঝাঁকাল। 'জ্বী, আমি বুঝতে পারছি।'

'কাল সকাল আটটার মধ্যে এখানে চলে আসুন। ড. গিলবার্ট আপনার টিউমার অপারেশন করবেন। উনি খুব ভাল সার্জন। আপনার মত টিউমার অপারেশন তাঁর কাছে ডাল-ভাত।'

হাসার চেষ্টা করল শ্যারন। 'সে আপনাদের দয়া। ধন্যবাদ।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ড. রেমণ্ড। 'আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না। কারণ আমি কেবল আমার কর্তব্য পালন করছি। আর আপনার অবস্থা স্বাভাবিক আছে এরকম কিছু আমি বলতে চাই না। তবে আমরা যে পেশায় আছি এখানে অস্বাভাবিক অনেক কিছুই ঘটে। আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন।'

অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ঘাড় মুচড়ে ভাঙল শ্যারন। নিজের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিল। 'আমার বিশেষ কিছু কি দরকার হবে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'ধরুন নাইটড্রেস কিংবা কম্বল টম্বল জাতীয় কিছু।'

হাসলেন ড. রেমণ্ড। 'সঙ্গে একজোড়া চপ্পলও নিয়ে আসবেন। কারণ সারাক্ষণ আপনাকে আমরা বিছানায় শুইয়ে রাখব না।'

'ঠিক আছে,' বলল শ্যারন। ড. রেমণ্ড ওর জন্য ঘরের দরজা খুলে দিলেন। মেয়েটি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, পা বাড়াল এলিভেটরে। ওর গমনপথে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন

ডাক্তার।

করিডরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন ড. রেমণ্ড, তঁর ধ্যান ভাঙলেন ড. রিচার্ড। দরজা খুলে উঁকি দিলেন।

'ড. রেমণ্ড?'

'বলুন?'

'একটু ভেতরে আসুন। জিনিসটা একবার দেখে যান।'

তিনি ক্লান্ত পায়ে ড. রিচার্ডকে অনুসরণ করে তাঁর অফিসে ঢুকলেন। তিনি যখন শ্যারনের সঙ্গে কথা বলছিলেন ওই সময় ড. রিচার্ড মেডিকেল রেফারেন্স বই ঘেঁটে দেখেছেন। তাঁর ডেস্কের সর্বত্র ছড়ানো-ছিটানো ডায়াগ্রাম আর এক্স-রে-র প্লেট।

'কিছু পাওয়া গেল?' জানতে চাইলেন ডাক্তার। 'বুঝতে পরছি না। পুরো ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর লাগছে।'

ড. রিচার্ড ড. রেমণ্ডের হাতে ভারী একটি টেক্সট বই তুলে দিলেন। একটা পৃষ্ঠা খুলে দেখালেন। পৃষ্ঠা ভর্তি নানান চার্ট এবং ডায়াগ্রাম। কপালে ভাঁজ পড়ল ড. রেমণ্ডের। সতর্কতার সঙ্গে ওগুলো পরীক্ষা করলেন। তারপর লাইট-বক্সের কাছে গিয়ে আবার উঁকি দিলেন মিস রেনল্ডসের এক্স-রে-র ছবিতে।

'আশ্চর্য তো!' মন্তব্য করলেন তিনি।

নিতম্বে হাত রেখে দাঁড়ানো ড. রিচার্ড মন্তব্য শুনে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'ঠিকই বলেছেন। খুবই অদ্ভুত। কিন্তু নিশ্চয় স্বীকার করবেন জিনিসটা অনেকটা ওরকম দেখতে?'

বই বন্ধ করলেন ড. রেমণ্ড। 'কিন্তু আপনার কথা যদি সত্যি হয় তা হলে—মাত্র দু'দিনের মধ্যে?'

'যদি এরকম কাণ্ড ঘটা অস্বাভাবিক না হয় তা হলে অন্য সব কিছু ঘটাও স্বাভাবিক।'

হাসপাতালের পনেরো তলায় নিজেদের অফিসে শুকনো মুখে, এক্স-রে-র দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন দুই ডাক্তার। বুঝতে পারছেন না কী করবেন।

'এটা কোনও ভেলকি নয়তো?' অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করলেন ড. রিচার্ড।

ডানে-বামে মাথা নাড়লেন ড. রেমণ্ড। 'এটা কোনও ভেলকি নয়।

কেন এটা ভেলকি হতে যাবে? কীসের জন্য? আমি জানি না। তবে লোকে কতরকম ভেলকি দেখাতেই তো পছন্দ করে।'

'এটা যে ভেলকি হতে পারে তার কোনও কারণ দেখাতে পারবেন কি?'

মুখ বিকৃত করলেন ড. রিচার্ড। 'আপনি সত্যি বিশ্বাস করছেন এটা বাস্তব কিছু?'

'জানি না,' জবাব দিলেন ড. রেমণ্ড। 'হয়তোবা এটা বাস্তবই। দশ লাখে হয়তো একটা এরকম ঘটে।'

আবার বইটি খুললেন তাঁরা। আবারও পরখ করলেন এক্স-রে, মিস রেনল্ডসের টিউমারের সঙ্গে ডায়াগ্রামের যতই তুলনা করলেন ততই খুঁজে পেলেন মিল। Clinical Gynaecology'র বর্ণনা অনুসারে, শ্যারনের ঘাড়ের পেছনে টিস্যু এবং হাড় নিয়ে যে জিনিসটি বেড়ে উঠছে তা একটি মানব ভ্রুণ এবং আকার দেখে অনুমান করা যাচ্ছে, ওটার বয়স প্রায় আট হপ্তা।

এক

আপনি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন? জ্যোতিষ শাস্ত্রে আস্থা আছে? না থাকলেও অসুবিধা নেই। আপনার যে কোনও সমস্যা-হোক সেটা পারিবারিক কিংবা অফিশিয়াল, আমার কাছে আসুন। ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে, পনেরো দিনের গ্যারান্টিতে আপনার যে কোনও সমস্যার সমাধান করে দেব। বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার অফিসে একবার আসুনই না। আমি ট্যারট কার্ড দেখে বলে দেব আগামী সাত দিনে আপনার জীবনে কী ঘটতে যাচ্ছে। পাথরে ভাগ্য ফেরায় শুনেছেন নিশ্চয়। আমার কাছ থেকে পাথর নিয়ে যাবেন। ফিরে যাবে ভাগ্য। কী, ভাবছেন বকোয়াস ঝাড়ছি? বিশ্বাস না হলে আমার মক্কেলদের জিজ্ঞেস করতে পারেন। তাঁদেরকে শুধু জিজ্ঞেস করবেন অলোকদ্রষ্টা অলোক চৌধুরী জ্যোতিষী হিসেবে কেমন? তাঁরা যদি আমার প্রশংসা করে আপনার কানের পোকা নড়িয়ে না দেয় তো আমার নাম পাল্টে...শুধু আমার নাম না, আমার বাপের নামও পাল্টে রাখব।

সিস্টারস অভ জেরুজালেম হাসপাতালে যে মুহূর্তে শ্যারন রেনল্ডসের সঙ্গে কথা বলছিলেন ড. রেমণ্ড এবং রিচার্ড, ওই মুহূর্তে আমি ট্যারট কার্ড দেখে বলে দিচ্ছিলাম মিসেস টেরি ড্রিয়ারির আগামী হপ্তাটা কেমন যাবে।

আমরা বসে আছি আমার টেনথ অভিন্যুর ফ্ল্যাটে, সবুজ টেবিলটি ঘিরে। আমার বাসাতেই অফিস। জানালার পর্দা টেনে দেয়ার ফলে ঘরটি ছায়াময়। ধূপ জ্বলছে। অ্যান্টিক অয়েল-ল্যাম্প রহস্যময় ছায়া ফেলছে দেয়ালে। মিসেস টেরি ড্রিয়ারির বয়স পঁয়ষট্টি। কড়া পারফিউমের গন্ধ আসছে পরনের শেয়ালের চামড়ার কোট দিয়ে। তিনি প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় আসেন আগামী এক হপ্তা তাঁর কেমন যাবে

জানার জন্য।

আমি ট্যারট কার্ডগুলো কেলটিক ক্রসে রাখতেই তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন, নাক টেনে আমার দিকে গলা বাড়িয়ে দিলেন. মথখেকো আরমিনের (আরমিন কি জানেন তো? এক ধরনের প্রাণী। এদের লোম গরমের সময় বাদামী এবং শীতকালে সাদা হয়ে যায়) মত। যেন শিকারের গন্ধ পেয়েছেন। জানি তিনি ভেতরে ভেতরে কৌতূহলে মরে যাচ্ছেন আমি কার্ডে কী দেখেছি তা জানার জন্য। কিন্তু আমি আগে কখনও কোনওরকম ইংগিত দিই না। সাসপেন্স জিইয়ে রাখি। ভুরু কোঁচকাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলি, ঠোঁট কামড়াতে থাকি, এমন ভান দেখাই যেন অদৃশ্য কোনও শক্তির সঙ্গে আমার যোগাযোগ হচ্ছে। এটুকু রহস্য করতেই হয়। সাদামাটাভাবে জবাব দিলে মক্কেলরা আমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। শত হলেও ত্রিশ ডলারের মামলা!

কিন্তু আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না মিসেস টেরি। শেষ কার্ডখানা টেবিলে রাখার পরে সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেখলেন মি. অলোক? ড্যাডির ব্যাপারে কিছু লেখা আছে?'

'ড্যাডি' তাঁর বাপ নয়, স্বামীর ডাক নাম। মোটাসোটা, একগুঁয়ে স্বভাবের এক সুপার মার্কেট ম্যানেজার। সারাদিন সিগারেট ফুঁকে চলেছেন। হাত-টাত দেখায় তাঁর একদমই বিশ্বাস নেই। মিসেস টেরি মুখ ফুটে কখনও কিছু বলেননি তবে তাঁর কথা শুনে অনেক আগেই বুঝে নিয়েছি, 'ড্যাডি' কবে পটল তুলবেন সে অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছেন বৃদ্ধা। স্বামী মারা গেলেই তাঁর টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি সবকিছু তিনি একা ভোগ করতে পারবেন।

আমি ট্যারট কার্ডে মনোসংযোগের ভান করলাম। ট্যারট কার্ড দেখা শিখেছি 'Tarrot made Easy' বই পড়ে। এ বই পড়ে আমার মত অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে। তবে তারা ভবিষ্যদ্বাণী করার স্টাইলটা জানে না, আর আমি খুব ভালভাবে রপ্ত করে নিয়েছি কৌশলটি। দীর্ঘ দশ বছরের পরিশ্রমের ফসল আরকী। দেশে থাকতে রহস্যপত্রিকা'য় *'ভাগ্যের চাকা'* নামে একটি বিভাগে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী পাঠকদের নানান প্রশ্নের জবাব দিতাম। কারও ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যেত, কারওটা মিলত না। আমার অফিস ছিল বিজয় নগরে। নিজের অফিস না, বড় ভাই দয়া করে তাঁর অ্যাডফার্মের

অফিসের স্টোর রুমটা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। বেশিরভাগ সময় অফিসে বসে মাছি মারতাম। কখনও কখনও দু'একজন ক্লায়েন্ট আসত। কম পয়সায় তাদের হাত দেখে দিতাম। আর খালি ভাবতাম কবে এ দেশ ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমাব। কারণ বুঝতে পারছিলাম দেশে আমার কিছুই হবে না। সারা জীবন মাছি মারা জ্যোতিষী হয়েই থাকতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতাও তেমন নেই যে মোটামুটি একটা চাকরির জন্য আবেদনের সুযোগ পাব। তারচেয়ে যদি একবার আমেরিকায় যেতে পারি, কোনও হোটেল বা রেস্তোরাঁয় ডিশ ধুয়ে দিলেও তো কড়কড়ে ডলার...আহ্, আমেরিকা!

আমার স্বপ্নের দেশে যাবার সুযোগ আকস্মিক ভাবেই হয়ে গেল। রহস্যপত্রিকার একনিষ্ঠ ভক্ত, মার্কিন দূতাবাসের এক মাঝ বয়েসী কর্মকর্তা মলিন চেহারা নিয়ে একদিন আমার অফিসে এলেন হাত দেখাতে। দাম্পত্য সমস্যায় ভুগছেন ভদ্রলোক। দশ বছরের সংসার ভেঙে যায় যায় অবস্থা। আমি তাঁর দাম্পত্য সম্পর্ক জোড়া লাগানোর জন্য কিছু সুপরামর্শ দিলাম এবং ওপালের একটি আংটি পরতে বললাম। আশ্বাস দিলাম পনেরো দিনের মধ্যে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ মিলবে। এক মাস পরে ভদ্রলোক আবার এলেন আমার অফিসে। পাঁচ কেজি মিষ্টিসহ। খুশিতে ঝলমল করছে চেহারা। জানালেন আমার পাথর নাকি তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। দাম্পত্য সমস্যা তো মিটেছেই, গত হপ্তায় তাঁর একটা প্রমোশনও হয়েছে। হাসতে হাসতে বললেন, 'একদিন আমার বাসায় আসুন, আলোক সাহেব। তিনজনে মিলে চুটিয়ে আড্ডা দেব।'

ভদ্রলোকের বাসায় আমার যাওয়া হয়নি। গিয়েছিলাম তাঁর অফিসে। মার্কিন ভিসার জন্য। নিউ ইয়র্কে আমার এক খালাতো বোন থাকে। অনেক দিন ধরেই তাকে তোয়াজ করছিলাম আমাকে যেন সে আমেরিকায় নিয়ে যায়। সে ওখান থেকে আমার স্পন্সর করতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু ভিসা না পেলে তো আর যেতে পারব না।

মোমিন সাহেব মানে মার্কিন দূতাবাসের সেই কর্মকর্তা আমাকে দুই বছরের ভিসার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে চলে এলাম আমার স্বপ্নের দেশে। কিছুদিন খালাতো বোনের বাসায় ছিলাম। তার একটা জেনারেল স্টোর আছে, আমাদের ভাষায় মুদি দোকান।

ওখানে কাজ করতাম। অবসরে লোকজনের হাত-টাত দেখে দিতাম। আমেরিকানরাই আমার কাছে বেশি আসত। শুরুতে পয়সা-টয়সা নিতাম না। পরে দেখি জেনারেল স্টোরে কাজ করে যে বেতন পাই, তারচেয়ে বেশি পয়সা আসছে লোকের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে। শেষে খালাতো বোনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে আসি টেনথ এভিন্যু'র এই ফ্লাটে। শুরু করে দিই হাত দেখার ব্যবসা। একলা মানুষ আমি। চলে যাচ্ছে বেশ। পাঁচ বছর হয়ে গেল এ দেশে। প্রতিবছর ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন করিয়ে নিচ্ছি। শীঘ্রি দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই।

এই দেখুন, কাজের কথা বাদ দিয়ে এতক্ষণ শুধু ভ্যাজর ভ্যাজর করে গেলাম। আসলে হাত দেখার সময় প্রচুর কথা বলতে হয়তো, স্বভাবটা হয়ে গেছে ক্যানভাসারদের মত। যাকগে, গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে এবারে আসল কাহিনিতে ফিরে আসি।

ও, হ্যাঁ, আমি দেখতে কেমন, বয়স কত ইত্যাদি কিছুই তো বলা হয়নি।

আমার বয়স পঁয়ত্রিশ, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত। গায়ের রঙ শ্যামলা। চেহারা সুরত খুব একটা খারাপ না। মোটামুটি সুদর্শনই বলা যায়। খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট। উঁচু চোয়াল। তবে মাথার চুল পাতলা হয়ে একটু আধটু টাকের আভাস দিচ্ছে। আমি হাত দেখার সময় সবুজ স্যাটিনের একটি আলখেল্লা পরে থাকি, তাতে চাঁদ-তারা জ্বলজ্বল করে। মাথায় একটি হ্যাটও থাকে। তাতে লেখা অলোকদ্রষ্টা অলোক চৌধুরী। তবে হ্যাটও পরি কেবল হাত দেখার সময়। কাগজে নিয়মিত আমার যে বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয় তাতে লেখা থাকে: *অলোকদ্রষ্টা অলোক চৌধুরী, হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে দেয়া হয়, জেনে নিন আপনার আগামী দিনগুলো কেমন যাবে।*

খালাতো বোনের মুদির দোকানের কাজ ছেড়ে আমার বছর খানেকের মধ্যে ফরচুন টেলার হিসেবে মোটামুটি একটা পরিচিতি চলে আসে আমার। দুই বছরের মাথায় কিনে ফেলি ঝাঁ চকচকে একটি মারকারী কুগার। তবে বাড়ি কেনার সামর্থ্য এখনও হয়ে উঠতে পারিনি। ভাড়া বাড়িতেই থাকছি। তবে আমার জন্মস্থান বরিশালে একখণ্ড জমি কিনেছি। ইচ্ছে আছে ওখানে দোতলা একটি বাড়ি বানাব।

আমার কাছে যারা হাত দেখাতে আসে, বেশিরভাগ মধ্যবয়স্ক মহিলা। তারা তাদের নিস্তরঙ্গ মধ্য-জীবনে তরঙ্গময় কোনও ঘটনা ঘটবে কিনা জানার জন্য হাঁ করে থাকে।

'তো?' মিসেস টেরি ড্রিয়ারি বলীরেখা পড়া আঙুল দিয়ে তাঁর কুমিরের চামড়ার পকেট বুকটি খামচে ধরলেন। 'আপনি কী দেখলেন, মি. অলোক?'

আমি গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লাম। 'আজ কার্ডের চেহারা বিশেষ ভাল নয়, ডিয়ার মিসেস ড্রিয়ারি। নানান ওয়ার্নিং দিচ্ছে কার্ডগুলো। বলছে আপনি ভবিষ্যৎ নিয়ে এত বেশি চিন্তায় আছেন যে যখন সত্যি সে দিনগুলো আসবে, আপনি দিনগুলো তেমন একটা উপভোগ করতে পারবেন না। আমি সিগার মুখে স্থূলকায় এক ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি—উনি নিশ্চয় ড্যাডি হবেন। চোখ-মুখ করুণ করে কী যেন বলছেন। টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কিছু একটা।'

'ও কী বলছে? কার্ড দেখে কি বলা যাবে কী বলছে ড্যাডি?' ফিসফিস করলেন মিস্ ড্রিয়ারি। আমি 'টাকা' শব্দটি উচ্চারণ করলেই উনি এমনভাবে লাফিয়ে ওঠেন যেন গরম চুল্লিতে তাঁকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তরুণীরাও আসে আমার কাছে। তাদের টাকা-পয়সার প্রতি লোভ থাকাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু এই বুড়িগুলো যখন 'টাকা টাকা' করে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ফেলে তখন এদের ওপর আমার শুধু বিতৃষ্ণাই জন্মায়। 'উনি দামী কী একটা জিনিস নিয়ে কথা বলছেন,' আমি আমার বিশেষ শূন্যগর্ভ কণ্ঠে বলে চললাম। 'খুব মূল্যবান কিছু একটা। আমি জানি ওটা কী। আমি এখন ওটা দেখতে পাচ্ছি। উনি বলছেন টিনজাত স্যামনের দাম অনেক বেশি। তাঁর ধারণা লোকে এত দাম দিয়ে এ মাছ কিনতে চাইবে না।'

'অ,' বিরক্তি প্রকাশ পেল বৃদ্ধার কণ্ঠে। আমি আজ সকালে সুপার মার্কেট রিপোর্ট-এ দেখেছি স্যামন মাছের দাম বাড়ছে। আগামী হপ্তায় যখন ড্যাডি এ নিয়ে ঘ্যানরঘ্যানর করবেন, আমার কথা মনে পড়ে যাবে মিসেস ড্রিয়ারির। আমার অলোকদৃষ্টির প্রতি তাঁর ভক্তি বেড়ে যাবে বহু গুণ।

'আর আমি?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ড্রিয়ারি। 'আমার কী হবে?'

আমি চেহারা থমথমে করে কার্ডগুলোর দিকে তাকালাম। 'এ

হপ্তাটা ভাল যাবে বলে মনে হচ্ছে না। একদমই ভাল কাটবে না। সোমবার আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হবে। পায়ের ওপর কিছু একটা পড়তে পারে। তবে মারাত্মক কিছু না। ব্যথার চোটে রাতে ঘুমাতে পারবেন না। মঙ্গলবার আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে যথারীতি তাস খেলবেন। কেউ একজন আপনার সঙ্গে প্রতারণা করবে যদিও আপনি ধরতে পারবেন না সে কে। কাজেই অল্প টাকায় বাজি ধরবেন, কোনরকম ঝুঁকিতে যাবেন না। বুধবার বাজে একটা ফোন পাবেন আপনি। সম্ভবত অশ্লীল। বৃহস্পতিবার যা-ই খান না কেন, হজমে গুণ্ডগোল হবে। আফসোস হবে কেন মরতে ওসব খেতে গিয়েছিলেন।'

প্রাণহীন, ধূসর চোখ দিয়ে আমাকে দেখছেন মিসেস ড্রিয়ারি। 'সত্যি এতটা খারাপ যাবে এ হপ্তাটা?'

'না-ও যেতে পারে। ভুলবেন না কার্ড ভবিষ্যৎ বলার পাশাপাশি মানুষকে সাবধানও করে দেয়। আপনি এ চোরা-গর্তগুলো এড়িয়ে যেতে পারলে হপ্তাটা অতটা খারাপ যাবে না।'

'থ্যাংক গড,' বললেন মহিলা। 'তবু মনে একটু শান্তি পেলাম।'

'আত্মারা আপনার মঙ্গল কামনা করবে, মিসেস ড্রিয়ারি,' আমি আমার বিশেষ কণ্ঠে বললাম। 'ওরা আপনার ওপর লক্ষ রাখবে, আপনার কোনও ক্ষতি হতে দেবে না। আপনি যদি আত্মাদের সম্মান করেন, ওরাও আপনাকে সম্মান করবে।'

চেয়ার ছাড়লেন বৃদ্ধা। 'মি. অলোক, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। এখন ভাল্লাগছে আমার। আগামী হপ্তায় আবার কি দেখা করা যাবে?'

আমি মৃদু হাসলাম। 'অবশ্যই দেখা করা যাবে, মিসেস ড্রিয়ারি। এ হপ্তার আধ্যাত্মিক বাণীর কথা ভুলবেন না যেন।'

'অবশ্যই ভুলব না। এ হপ্তার বাণীটি কি, মি. অলোক?'

আমি টেবিলে রাখা জীর্ণ একটি খাতা তুলে নিলাম। 'আপনার এ হপ্তার বাণী হলো: *'সাবধানে গাছের যত্ন নিন, ফল নিজেই জন্মাবে।'*

মিসেস ড্রিয়ারির কোঁচকানো মুখে আবছা হাসি ফুটল। 'দ্যাটস বিউটিফুল, মি. অলোক। আমি ঘুম থেকে উঠেই কথাটা আবৃত্তি করব। চমৎকার, চমৎকার একটি সেশনের জন্য ধন্যবাদ।'

'দ্য প্লেজার,' বললাম আমি, 'ইজ অল মাইন।'

এলিভেটর পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম মিসেস ড্রিয়ারিকে। হাত তুলে বিদায় জানালাম। মহিলা এলিভেটরে ঢুকতেই ফিরে এলাম নিজের ঘরে। জ্বেলে দিলাম বাতি। ধূপকাঠি নেভালাম। তারপর টিভির সুইচ অন করলাম। সময় ও সুযোগ থাকলে আমি টিভি সিরিজ '*কোজাক*' পারতপক্ষে মিস করি না।

আইসবক্স খুলে একটা বিয়ারের ক্যান হাতে নিয়েছি মাত্র, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। থুতনি দিয়ে ফোন চেপে ধরে ক্যান খুলতে খুলতে কথা বলতে লাগলাম। অপর প্রান্তের নারী কণ্ঠটি মনে হলো নার্ভাস। একমাত্র নার্ভাস মহিলারাই অলোকদৃষ্টি অলোক চৌধুরীর সাহায্য প্রার্থনা করে।

'মি. অলোক?'

'অলোক আমার নাম, অলোকদৃষ্টি আমার কাম।'

'মি. অলোক, আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। একমাসের ভাগ্যগণনার জন্য আমার চার্জ ত্রিশ ডলার, এক বছরের জন্য চল্লিশ ডলার আর সারা জীবনের ভাগ্যের কথা জানতে চাইলে ষাট ডলার দিতে হবে।'

'কাল আমার ভাগ্যে কী আছে শুধু তা-ই জানতে চাইছি।' কণ্ঠটি মিষ্টি, সুরেলা এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমি কল্পনায় দেখলাম চাকরি হারানো কোনও গর্ভবতী তরুণী সেক্রেটারি কথা বলছে।

'ওয়েল, ম্যাডাম। আমার কাজই তো ভাগ্য গণনা। আপনি কখন আসতে চান?'

'রাত ন'টায়। খুব কি দেরি হবে?'

'আমার জন্য সন্ধ্যা ছ'টা যা রাত ন'টাও তাই। আপনি স্বচ্ছন্দে চলে আসুন। আপনার নামটা জানতে পারি, প্লীজ?'

'রেনল্ডস। শ্যারন রেনল্ডস। ধন্যবাদ, মি. অলোক। আমি ন'টার মধ্যে আপনার ওখানে আসছি।'

আপনাদের হয়তো অবাক লাগতে পারে ভেবে শ্যারনের মত বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে আমার মত হাতুড়ে জ্যোতিষীর কাছে কেন আসছে। কিন্তু জনাব, আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস না করলে বুঝতে পারবেন না মানুষ যখন অজানা বিপদে পড়ে যায় তখন খড়কুটো আঁকড়ে ধরেও

ভেসে থাকতে চায়। বিশেষ করে অসুস্থতা, মৃত্যু এসব বিষয় নিয়ে লোকে এমন শংকিত থাকে, জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে জানতে চায় তারা নীরোগ থাকতে পারবে কিনা, কতদিন তাদের আয়ু ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন সার্জন নিজের কাজে যতই ভাল এবং দক্ষ হোক না কেন, যখন জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন আসে সে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে না রোগী বেঁচে থাকবে নাকি মরে যাবে।

ডাক্তার যখন বলেন, 'ম্যাডাম, আপনার মস্তিষ্ক যদি আর ইমপালস না দেয়, তা হলে ধরে নিতে পারেন আপনার আয়ু শেষ,' কাজটা তিনি ঠিক করেন না।

মৃত্যু খুব ভীতিকর, বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে যারা বিশ্বাস করতে চায় ওষুধ এবং সার্জারীর মাধ্যমে তারা বেঁচে যাবে। তারা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে, অন্তত প্রেতলোকে তাদের বিশ্বাস আছে যেখানে নাকি তাদের বহু আগে গত হওয়া পূর্বপুরুষদের শোকাতুর প্রেতাত্মারা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শ্যারন রেনল্ডস যখন আমার ঘরের দরজায় নক্ করল, আমি দোর খুলে সেই মৃত্যু-ভীতিটিই দেখলাম ওর চোখে। এমন প্রকটভাবে ভয়টা ফুটে আছে চেহারায় যে সবুজ আলখেল্লা আর হাস্যকর সবুজ টুপি মাথায় চাপিয়ে মেয়েটির সামনে দাঁড়াতে আমার রীতিমত লজ্জাই লাগছিল। চমৎকার একহারা গড়নের একটি তরুণী, চোখা নাক মুখ, হাই স্কুলে দৌড় প্রতিযোগিতায় যে সব অ্যাথলেট মেয়ে সবসময় প্রথম হয় তাদের মত। এমন বিনয়ের সাথে আমার সঙ্গে কথা বলল শ্যারন যে আমার অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল।

'আপনিই মি. অলোক চৌধুরী?' জিজ্ঞেস করল ও।

'জ্বী, অলোকদ্রষ্টা অলোক চৌধুরী। বাকিটা আপনি জানেন।'

নিঃশব্দে আমার ঘরে ঢুকল শ্যারন, চোখ বুলাল ধূপ কাঠির বার্নার, হলদেটে খুলি আর জানালার পর্দায়। আমার হঠাৎ মনে হলো আমার ঘরটা বড্ড কৃত্রিমভাবে সাজানো। তবে মেয়েটি তেমন কিছু লক্ষ করল না। আমি তাকে বসার জন্য একটি চেয়ার টেনে দিলাম। অফার করলাম সিগারেট। সিগারেট ধরানোর সময় লক্ষ করলাম ওর হাত কাঁপছে।

'তো, মিস রেনল্ডস,' বললাম আমি তাকে। 'আপনার সমস্যাটা

কী?'

'কীভাবে যে ব্যাপারটা ব্যখ্যা করব বুঝতে পারছি না। আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ওরা কাল সকালে আমার অপারেশন করবে। কিন্তু ওদেরকে সব কথা আমি বলতে পারিনি।'

আমি চেয়ারে হেলান দিলাম। মুখে সাহস যোগানোর হাসি ফোটালাম। 'তা হলে আমাকে বলুন।'

'বিষয়টি খুব জটিল,' নরম, হালকা গলায় বলল শ্যারন। 'আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা–' থেমে গেল সে।

পায়ের ওপর পা তুলে দিলাম আমি। 'হ্যাঁ, বলুন। কিছু একটা কী?'

ভীরু ভঙ্গিতে একটা হাত ঘাড়ের পেছনে নিয়ে গেল শ্যারন। 'দিন তিনেক আগে–মঙ্গলবার সকালে আমি ভেবেছিলাম এটা–এখানে মানে পুরো ঘাড় জুড়ে কেমন অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছিল। পিণ্ডের মত ফুলে ওঠে জিনিসটা। সাংঘাতিক খারাপ কিছু হলো কিনা ভেবে আমি খুব ঘাবড়ে যাই। তারপর হাসপাতালে গেলাম পরীক্ষা করাতে।'

'ও, আচ্ছা,' সহানুভূতির সুরে বললাম আমি। জ্যোতিষী হিসেবে সাফল্য পেতে হলে আপনার মক্কেলের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করতেই হবে। হস্তরেখাবিদের সাফল্যের ৯৮ ভাগ নির্ভর করে এর ওপর। 'ডাক্তার কী বললেন আপনাকে?'

'বললেন চিন্তার কিছু নেই। অথচ অপারেশনের ব্যাপারে তাঁদেরকে কেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগল আমার।'

হাসলাম আমি, 'তা হলে এর মধ্যে আমার ভূমিকাটি কী?'

'আমার খালা বারকয়েক আপনার কাছে এসেছেন, মি. অলোক। আমি খালার সঙ্গে থাকি। উনি জানেন না আমি আপনার কাছে এসেছি। তবে উনি আপনার প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ, ভাবলাম একবার নিজে এসে হাতটা দেখিয়ে যাই।'

আমার হাত দেখার গুণাগুণ লোক মুখে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে জেনে আনন্দই লাগল। মিসেস ক্রেমার চমৎকার একজন মানুষ। এই বৃদ্ধাটির বিশ্বাস, তাঁর মৃত স্বামী প্রেতলোক থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। মাসে বার দুই/তিন আমার কাছে আসেন মহিলা। জানান তাঁর প্রিয় প্রয়াত স্বামী তাঁকে অনন্তলোক থেকে মেসেজ পাঠিয়েছেন।

আর এ ঘটনা ঘটে স্বপ্নের মধ্যে। মিসেস ক্রেমার শুনতে পান তাঁর স্বামী মাঝরাতে তাঁর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছেন। আর তার পরপরই তিনি চলে আসেন টেনথ অভিন্যুতে, আমার এ ফ্ল্যাটে। আমারও পকেটে কড়কড়ে কয়েকটা ডলার চলে আসে। ব্যবসা ভালই।

'আমি কি আপনার জন্য কার্ড পড়ে দেব?' একটা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলাম আমি। ভুরু জোড়া ইচ্ছে করে একটু বাঁকিয়ে রেখেছি যাতে শয়তানের ভুরুর মত লাগে দেখতে। এতে আমার মক্কেলদের মধ্যে আমার প্রতি একটা সমীহভাব তৈরি হয়।

মাথা নাড়ল শ্যারন রেনল্ডস। তার মত এত সিরিয়াস এবং দুশ্চিন্তায় আধমরা মক্কেল আমার কাছে আর আসেনি। মনে মনে প্রার্থনা করলাম মেয়েটা যেন আবার আমাকে অতিপ্রাকৃতিক কিছু একটা করার জন্য অনুরোধ করে না বসে।

'আমার সমস্যা স্বপ্ন নিয়ে, মি. অলোক। যেদিন থেকে ঘাড়ের মধ্যে পিণ্ডটা গজাতে লাগল, আমি ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন দেখছি। প্রথম রাতে ভেবেছি সাধারণ কোনও দুঃস্বপ্ন। কিন্তু প্রতিরাতে একই স্বপ্ন দেখছি। আর প্রতিরাতে স্বপ্নটা আরও পরিষ্কার হচ্ছে। আজ রাতে বিছানায় যাবার সাহস হবে কি না জানি না। কারণ ঘুমালেই বিকট স্বপ্নটা দেখব। আর যত দিন যাচ্ছে, স্বপ্নের দৃশ্যগুলো ততই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এবং ওগুলো আরও ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে হাজির হচ্ছে আমার কাছে।'

আমি চিন্তিত ভাবে নাকের ডগা ধরে টানতে লাগলাম। আমি কোন কিছু নিয়ে ভাবার সময় এরকম করি। এটা আমার একটা বদভ্যাস

'মিস রেনল্ডস, বহু লোক একই রকম স্বপ্ন একাধিকবার দেখে। এর কারণ হলো কোনও একটি বিষয় নিয়ে তারা বারবার চিন্তা করে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

আমার দিকে ডাগর ডাগর, গভীর, চকোলেট-বাদামী রঙের চোখ মেলে তাকিয়ে রইল শ্যারন। 'আমার স্বপ্নটা ওরকম কিছু নয়, মি. অলোক। স্বপ্নটা বড্ড বাস্তব। সাধারণ স্বপ্নে মনে হয় ব্যাপারটা আপনার মাথার মধ্যে ঘটছে। কিন্তু আমার এ স্বপ্নটাকে মনে হয় আমার মাথার ভেতরে এবং বাইরে সবজায়গাতেই যেন ঘটছে।'

'স্বপ্নটার কথা বলুন, শুনি।'

'স্বপ্নটার শুরু সবসময় একই রকম ভাবে। আমি স্বপ্নে দেখি একটি অদ্ভুত দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছি। শীতল। প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাতাসটাকে অনুভব করতে পারি আমি যদিও আমার বেডরুমের জানালাগুলো সবসময় বন্ধ থাকে। দেখি তখন রাত। চাঁদ উঠেছে মেঘের পেছনে। দূরে, জঙ্গল ছাড়িয়ে একটি নদী দেখতে পাই, তবে ওটা সমুদ্রও হতে পারে। চাঁদের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে পানি। আমি আমার চারপাশে তাকাই। সারি সারি অন্ধকার কুটির দেখতে পাই। মনে হয় আমি একটি গ্রামে এসে পড়েছি, প্রাচীন কোনও গাঁয়ে। তবে আশপাশে কাউকে চোখে পড়ে না আমার।

'তারপর আমি ঘাসের মাঠ পেরিয়ে নদী বা সাগরের দিকে হাঁটতে থাকি। আমি রাস্তা চিনতে পারি কারণ অনুভব করি এ অদ্ভুত দ্বীপে কেটেছে আমার সারা জীবন। টের পাই ভয় পেয়েছি আমি, তবে একই সঙ্গে অনুভব করি আমার ভেতরে গোপন কোনও শক্তি লুকিয়ে আছে এবং ওই শক্তির কারণে আমি ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারি। আমার ভয় লাগে অজানা, অচেনা কিছুকে যেগুলোকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

'আমি নদীতে পৌঁছে যাই। দাঁড়িয়ে থাকি তীরে। তখনও ভীষণ ঠাণ্ডা। পানিতে তাকিয়ে দেখি তীর থেকে খানিক দূরে নোঙর করে আছে অন্ধকার, পাল তোলা প্রকাণ্ড একটি জাহাজ। স্বপ্নে ওটাকে সাধারণ জাহাজ মনে হলেও আমি ওটাকে প্রচণ্ড ভয় পেতে থাকি। ওটাকে আমার অদ্ভুত এবং অচেনা মনে হতে থাকে, যেন অন্যভুবন থেকে আসা কোনও ফ্লাইং সসার।

'আমি নদী-তীরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর দেখি জাহাজ থেকে একটি ছোট নৌকা ভাসানো হয়েছে পানিতে, তীরে আসছে। নৌকায় কে আছে দেখতে পাই না আমি। আমি ঘাসের ওপর পা ফেলে দৌড়াতে শুরু করি, ফিরে আসি গাঁয়ে। একটি কুটিরে ঢুকে পড়ি। কুটিরটি মনে হয় খুব পরিচিত। যেন আমি আগে ওখানে থাকতাম। আমি প্রায় বিশ্বাস করে ফেলি ওটা আমার কুটির। কুটিরে ভেষজ আর ধূপের মিশেল দেয়া একটি গন্ধ নাকে ধাক্কা মারে।

'আমার ভেতরে প্রচণ্ড একটা ব্যাকুলতা জেগে ওঠে কিছু একটা করার জন্য। তবে কাজটা কী জানি না আমি। কিন্তু কাজটা আমাকে করতেই হবে। আর কাজটার সঙ্গে নৌকার ভীতিকর লোকগুলোরও

যেন একটা সম্পর্ক রয়েছে। আমার ভেতরে ভয় ক্রমে বেড়েই চলে। আমার মনে হতে থাকে জাহাজ থেকে ভয়ানক কিছু একটা বেরিয়ে আসবে যার পরিণতি হবে ভয়ংকর। ওই জাহাজে ভিন্ন ধরনের কিছু একটা আছে, সে খুব শক্তিশালী, তার আছে জাদুর শক্তি। আমি তার পরিচয় জানার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে যায়।'

একটা রুমাল ধরে মোচড়াচ্ছে মিস রেনল্ডস। তার গলার স্বর নরম, হালকা কিন্তু বলার ভঙ্গিটা অত্যন্ত দৃঢ় যেন সে যা বলছে তা সব মন থেকে বিশ্বাস করে। আর এ ব্যাপারটি আমাকে কেমন একটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল। ও কথা বলছে, আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। অনুমান করি শ্যারন ভাবছে স্বপ্নের প্রতিটি ব্যাপার তার জীবনে ঘটেছে।

আমি মাথা থেকে সবুজ টুপিটি খুলে নিলাম। এরকম পরিস্থিতিতে এ ধরনের একটা জিনিস মাথায় থাকলে পরিবেশটা তরল হয়ে ওঠে।

'মিস রেনল্ডস, আপনার স্বপ্নটি ভারী বিদঘুটে। এ স্বপ্ন আপনি প্রতি রাতে দেখছেন—এরকম বিস্তারিত দৃশ্যসহ?'

'জ্বী। সবসময় একই রকম স্বপ্ন দেখি। সবসময় ভয়ে থাকি জাহাজ থেকে না জানি কেউ নেমে আসে।'

'হুমম। আপনি বলছেন ওটা পালতোলা একটা জাহাজ। ইয়ট জাতীয় কিছু?'

মাথা নাড়ল শ্যারন। 'ওটা ইয়ট নয়। গ্যালিয়নের মত। পুরানো আমলের গ্যালিয়ন। তিনটে মাস্তুল আর প্রচুর দড়িদড়াসহ জাহাজ।'

আমি আবার নাকের ডগা টানতে টানতে ডুবে গেলাম চিন্তায়। 'এ জাহাজের এমন কোনও কিছু কি আপনার চোখে পড়েছে যাতে জিনিসটার প্রকৃতি বা স্বরূপ বোঝা যায়? কোনও নামটাম লেখা ছিল জাহাজের গায়ে?

'জাহাজটা অনেক দূরে ছিল। আর অন্ধকারে ভাল করে দেখতেও পাচ্ছিলাম না।'

'কোনও পতাকা ছিল না?'

'ছিল একটা। তবে ওটার কোনও বর্ণনা দিতে পারব না।'

আমি চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেলাম বুককেসের দিকে। ওখানে

অকাল্ট বিষয়ের ওপর প্রচুর পেপারব্যাক রয়েছে। আমি 'টেন থাউজেণ্ড ড্রীমস ইন্টারপ্রিটেড' বইখানা টেনে নিলাম তাক থেকে। সঙ্গে আরও খানকয়েক বই। বইগুলো আমার সবুজ টেবিলের ওপর রাখলাম। দ্বীপ এবং জাহাজ নিয়ে লেখা কয়েকটি রেফারেন্স বইতে চোখ বুলালাম। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হলো না। অকাল্ট টেক্সটবুক আসলে তেমন কাজে আসে না। আর এতে যে সব জগাখিচুড়ি ব্যাখ্যা দেয়া হয় তা মাথায় ঢোকে না।

'জাহাজ সাধারণত ব্যবহার করা হয় ভ্রমণ কিংবা সংবাদ পাঠানোর কাজে। আপনি স্বপ্নে যে জাহাজ দেখেছেন ওটাকে আপনার কালো এবং ভীতিকর মনে হয়েছে। দ্বীপের জনশূন্য পরিবেশ আপনার ভেতরে এনে দিয়েছে একাকীত্ব এবং ভয়। আসলে দ্বীপটি আপনি নিজেই। আর জাহাজটা যা-ই হোক না কেন, ওটা আপনার জন্য ছিল সরাসরি হুমকি।'

মাথা দোলাল শ্যারন রেনল্ডস। জানি না কেন তবে ওকে এসব হাবিজাবি ব্যাখ্যা দিয়ে ভেতরে ভেতরে অপরাধ বোধে ভুগছিলাম আমি। মেয়েটির মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা এবং আড়ষ্টতা এমনভাবে ফুটে আছে, তার বব করা বাদামী চুলের ফ্রেমে শুকনো, ম্লান মুখখানা এমন অসহায় দেখাচ্ছে, আমি ভাবছিলাম ওর স্বপ্নটা হয়তো মিথ্যে নয়।

'মিস রেনল্ডস,' বললাম আমি, 'তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমি কি তোমাকে "তুমি" বলতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন।'

'তুমি আমাকে "অলি ভাই" বলে ডাকতে পার। আমার ডাক নাম অলি। এর অর্থ হলো মৌমাছি।'

'বাহ্, মজার নাম তো!' হাসল শ্যারন।

'ধন্যবাদ। শোনো, শ্যারন, তোমার সঙ্গে খোলাখুলিই কিছু কথা বলি। জানি না কেন, তবে এটাই সত্য যে আমি যে সব বিষয় নিয়ে কাজ করি তার সঙ্গে তোমার এ ব্যাপারটি ঠিক মিলছে না। তোমার স্বপ্নের ব্যাপারটি আমার কাছে বানোয়াট কিছু মনে হয়নি। মনে হয়েছে অকৃত্রিম।'

তবে আমার কথা শুনে শ্যারন খুব একটা আশ্বস্ত হতে পেরেছে

বলে মনে হলো না। মানুষ আসলে শুনতে চায় না সে যে জিনিস নিয়ে ভয় পাচ্ছে তার অস্তিত্ব রয়েছে। এমনকী শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষও এ ভেবে সান্ত্বনা পেতে চায় যে তারা যে স্বপ্ন দেখে তা ভিত্তিহীন। লোকে যে দুঃস্বপ্ন দেখে তার অর্ধেকও যদি সত্যি হত, সবাই নির্ঘাত পাগল হয়ে যেত। আমার একটি কর্তব্য হলো আমার মক্কেলদের ভয় তাড়িয়ে দেবার জন্য বলা যে তারা যে সব স্বপ্ন দেখছে তা কোনদিনই তাদের জীবনে ঘটবে না।

'অকৃত্রিম মানে?'

আমি শ্যারনকে আরেকটি সিগারেট দিলাম। এবারে সিগারেটে আগুন ধরানোর সময় হাত গতবারের মত কাঁপল না।

'ব্যাপারটা এরকম, শ্যারন–কিছু লোকের মিডিয়াম হবার ক্ষমতা থাকে যদিও সে সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। মিডিয়াম হলো রেডিও কিংবা টিভি'র মত। অন্যদের পক্ষে যা সম্ভব নয়, একজন মিডিয়াম সিগনাল বা সংকেত বুঝতে পারে, ওগুলোকে শব্দ কিংবা ছবির মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিতে পারে।'

'কীসের সিগনাল?' ভুরু কোঁচকাল শ্যারন। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'সব ধরনের সিগনাল।' বললাম আমি। 'তুমি টিভির সিগনাল দেখতে পাও না, তাই না? কিন্তু এসব সিগনাল সারাক্ষণ তোমাকে ঘিরে রেখেছে। তোমাকে যা করতে হবে তা হলো সিগনালগুলো ধরে সঠিক রিসিভারে পাঠিয়ে দেয়া।'

সিগারেটে জোরে একটা টান দিল শ্যারন। 'আপনি বলতে চাইছেন আমার স্বপ্নটা একটা সিগনাল? কিন্তু কীসের সিগনাল? আর এটা এলোই বা কোত্থেকে? আর আমার কাছেই বা এল কেন?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'আমি জানি না ওটা কেন তোমার কাছে এল। জানি না কোত্থেকে এসেছে। যে কোনও জায়গা থেকে সংকেতটি আসতে পারে। কাগজে পড়েছি আমেরিকার কিছু লোক একবার একটা স্বপ্ন দেখেছে। এ স্বপ্নের মাধ্যমে তারা বহু দূর দেশের মানুষদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়েছে। জাপানের এক কৃষক স্বপ্ন দেখল সে বাংলাদেশের বন্যায় ডুবে মারা যাচ্ছে। সে রাতেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় শতাধিক মানুষের সলিল সমাধি ঘটল। থটওয়েভটাকে এখানে সংকেত বলে ধরে নিতে হবে।

জাপানের কৃষক তার অবচেতন মনে এ সিগনাল পেয়েছিল বাংলাদেশের কোনও লোকের কাছ থেকে যে পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছিল। শুনতে অবাস্তব মনে হতে পারে কিন্তু এরকম ঘটেছে।'

আমার দিকে মিনতির চোখে তাকাল শ্যারন। 'তা হলে আমি কী করে জানব আমার স্বপ্নের বাস্তব ভিত্তি কতটুকু? ধরে নিলাম এটা কোনও সংকেতই, আসছে কারও কাছ থেকে, সে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আছে, তার সাহায্য দরকার, কিন্তু আমি কি তাকে খুঁজে পাব না?'

'সত্যি খুঁজে পেতে চাইলে একটা উপায় অবশ্য আছে।' বললাম আমি।

'প্লীজ—আমাকে শুধু বলুন কী করতে হবে। আমি সত্যি ব্যাপারটা জানতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর সঙ্গে আমার টিউমারের কোনও সম্পর্ক আছে। আমি জানতে চাই এটা আসলে কী।'

মাথা দোলালাম আমি। 'ঠিক আছে, শ্যারন। তা হলে আমি যা বলব তোমাকে তা করতে হবে। আজ রাতে যথারীতি ঘুমাতে যাবে। আবার যদি সেই একই স্বপ্ন দেখ, তুমি সব কিছু পরিষ্কার মনে করার চেষ্টা করবে—যতদূর পার। দ্বীপের চারপাশটা ভাল করে লক্ষ করবে, কোনও ল্যাণ্ড মার্ক চোখে পড়ে কিনা দেখবে। নদীর ধারে যখন যাবে, উপকূল রেখার যতটা সম্ভব নকশা গেঁথে নেবে মাথায়। যদি কোনও উপকূল বা এধরনের কিছু চোখে পড়ে, ওটার আকার-আকৃতি মনে রাখার চেষ্টা করবে। নদীর পাড়ে যদি পাহাড় কিংবা জেটি দেখতে পাও, গেঁথে নেবে মাথায়। আরেকটি বিষয় খুব জরুরী: পাল তোলা জাহাজটির পতাকার দিকে ভাল করে তাকাবে। ওটাকে স্মৃতিতে গেঁথে রাখবে। তারপর ঘুম ভাঙা মাত্র যতদূর সম্ভব স্বপ্নের বিস্তারিত বর্ণনা লিখে রাখবে কাগজে। আর যা যা দেখেছ তার ছবিও এঁকে রাখার চেষ্টা করবে। তারপর ওই কাগজগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে দিল শ্যারন। 'কাল সকাল আটটার মধ্যে আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।'

'কোন্ হাসপাতাল?'

'সিস্টারস অভ জেরুজালেম।'

'বেশ। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী বলেই আমি কাল সকালে হাসপাতালে যাব। তুমি স্বপ্নের বিস্তারিত বর্ণনা খামে ভরে ওখানে রাখতে পারবে না?'

'মি. অলোক–অলি ভাই, আমি পারব। এতক্ষণে ভরসা পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে, যাহোক একটা উপসংহারে পৌঁছাতে যাচ্ছি।'

আমি শ্যারনের কাছে এগিয়ে গেলাম। ওর একটি হাত তুলে নিলাম নিজের মুঠোয়। মেয়েটির চেহারা ভারী মিষ্টি। যদি আমি পুরোপুরি পেশাদার না হতাম এবং ক্লায়েন্টের সঙ্গে কোনও মানসিক সম্পর্কে কখনও জড়াব না বলে প্রতিজ্ঞা না করতাম, আমি নির্ঘাত ওকে আজ ডিনারের দাওয়াত দিয়ে বসতাম।

'আপনাকে কত দিতে হবে?' নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করল শ্যারন।

'আগামী হপ্তায় দিয়ো,' জবাব দিলাম আমি। যে লোক হাসপাতালে অপারেশনের জন্য ভর্তি হতে যায় তার কাছে পরের হপ্তায় পারিশ্রমিক নেব শুনলে সে মনে মনে খুশি হয়। সে ভাবে একজন জ্যোতিষী যখন বলছে পরের হপ্তায় আবার দেখা হবে তার মানে অপারেশনটা যতই জটিল হোক, তার বেঁচে যাবার একটা সুযোগ আছে।

'ঠিক আছে, অলি ভাই, ধন্যবাদ,' মৃদু গলায় বলল শ্যারন, সিধে হলো।

বিদায় নিয়ে চলে গেল শ্যারন। ও যাবার পরে আমি আমার আর্মচেয়ারে বসে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলাম। আমার কাছে যে সব মধ্যবয়স্ক নারী আসে তারাও তাদের স্বপ্নের কথা অকপটে খুলে বলে আমাকে। কিন্তু তাদের স্বপ্নগুলো নীরস, সাদামাটা এবং মামুলী। তারা অ্যাক্সিডেন্টের স্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে ওঠে। কিন্তু শ্যারনের মত এমন পরিষ্কার, গা ছমছমে দৃশ্য তারা দেখে না। আর শ্যারনের স্বপ্নের মধ্যে যৌক্তিক কিছু ব্যাপার আছে যা অন্যদের স্বপ্নে নেই।

ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলাম। কয়েকবার রিং হবার পরে ও প্রান্তে তোলা হলো রিসিভার।

'হ্যালো?' ভেসে এল বয়সী একটি কণ্ঠ। 'কে বলছেন?'

'মিসেস ক্রেমার, অলোক চৌধুরী বলছি। এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

'আরে কী যে বলেন, মি. চৌধুরী! আপনি ফোন করেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি। জানতে পারি কেন ফোন করেছেন?'

'অবশ্যই। আপনাকে দু' একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

খিলখিল হাসলেন বৃদ্ধা। 'খুব বেশি ব্যক্তিগত না হলে জবাব দিতে আপত্তি নেই, মি. চৌধুরী।'

'না, না, ব্যক্তিগত কোনও প্রশ্ন নয়। আচ্ছা মিসেস ক্রেমার মাস দুই-তিন আগে আপনি আমাকে একটা স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। ওটার কথা মনে আছে?'

'কোনটা বলুন তো, মি. চৌধুরী? আমার স্বামীর ব্যাপারে?'

'জ্বী। যে স্বপ্নের মধ্যে আপনার স্বামী আপনার কাছে সাহায্য চাইছিলেন।'

'দাঁড়ান, মনে করি,' বললেন মিসেস ক্রেমার। 'যদ্দূর মনে পড়ে স্বপ্নে দেখছিলাম আমি সাগর তীরে দাঁড়িয়ে আছি। মাঝ রাত। ভীষণ ঠাণ্ডা। মনে আছে আফসোস করছিলাম বেরোবার আগে কেন শালটা গায়ে জড়িয়ে এলাম না। এমন সময় শুনতে পাই আমার স্বামীর ফিসফিসে কণ্ঠ। সে সব সময় ফিসফিস করে কথা বলে, আপনাকে বলেছি আমি। কখনোই কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে না। সে ফিসফিস করে কী যেন বলছিল আমাকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে মনে হচ্ছিল আমার সাহায্য চাইছিল সে।'

মিসেস ক্রেমারের কথা শুনে আমার কেমন যেন দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগছিল মনে। আমি কোনও কিছুর সঙ্গে অতিপ্রাকৃত কোনও বিষয় জড়াতে যাই না। কিন্তু এ ধরনের কোনও কিছুর সূচনা ঘটার আভাস পেলে ছমছম করে ওঠে গা।

'মিসেস ক্রেমার,' বললাম আমি। 'আপনি স্বপ্নে সাগর সৈকত ছাড়া অন্য কিছু কি দেখতে পান? কোনও জাহাজ বা নৌকা? কিংবা কুটির অথবা গ্রাম?'

'এরকম কিছু দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না,' জবাব দিলেন মিসেস ক্রেমার। 'কেন, জানাটা কি খুব জরুরী?'

'আমি আসলে স্বপ্ন নিয়ে একটি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখছি, মিসেস ক্রেমার। তেমন জরুরী কিছু না। আপনাদের মত কারও কারও স্বপ্নের অভিজ্ঞতার একটা বর্ণনা দিতাম আর কী। কারণ আপনার স্বপ্নটি বেশ

ইন্টারেস্টিং কিনা!'

আমি মানসচক্ষে দিব্যি দেখতে পেলাম মহিলা ঘন ঘন চোখের পাপড়ি বন্ধ করছেন এবং খুলছেন। 'আপনার কাছ থেকে প্রশংসা শুনলে বেশ ভাল্লাগে, মি. চৌধুরী।'

'আরেকটা কথা, মিসেস ক্রেমার। এটা কিন্তু জরুরী।'

'বলুন, মি. চৌধুরী?'

'আমাদের এ আলাপচারিতার বিষয়টি গোপন রাখবেন। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু দয়া করে বলবেন না। আমি কি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি?' ফোঁস করে একটা শ্বাস ছাড়লেন মিসেস ক্রেমার।

'একটা শব্দও কাউকে বলব না, মি. চৌধুরী। কসম।'

'ধন্যবাদ, মিসেস ক্রেমার। আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেক উপকার হলো আমার।' বলে ফোন রেখে দিলাম।

এটা কি সম্ভব যে দু'জন মানুষ একই রকম স্বপ্ন দেখল? যদি এমনটি হয়ে থাকে তা হলে উর্ধ্বলোক থেকে আসা সংকেতের ব্যাপারটিও ঘটতে পারে। হয়তো শ্যারন আর তার খালা মিসেস ক্রেমার সেই জায়গাটি থেকে একটি মেসেজ পেয়েছে, ওটি এখন তাদের মস্তিষ্কে খেলা করছে।

মিসেস ক্রেমার বলেছেন তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারটি আমি পাত্তা দিইনি। কারণ সকল বয়সী বিধবারই বিশ্বাস, তাদের স্বামীদের আত্মা ভেসে বেড়ায় বাতাসে এবং তাদেরকে খুব জরুরী কোনও কথা বলার চেষ্টা করে।

আমি আসলে ভাবছিলাম একই লোক সম্ভবত শ্যারন এবং তার খালার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।

আমার ফ্ল্যাটে বসে এসব এলোমেলো চিন্তা করছি হঠাৎ অস্বস্তি লাগল আমার। মনে হলো কেউ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পেছন ফিরে তাকাতে চাইছি না কারণ জানি ভয় পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোটা বোকামো হবে। কিন্তু কেউ আমাকে পেছন থেকে লক্ষ করছে এ ভাবনাটা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠার পাশাপাশি শিরদাঁড়ার মাঝখানটা হঠাৎ ভয়ানক চুলকাতে শুরু করল। আমি আড়চোখে ডানে-বামে তাকালাম কারও অপ্রত্যাশিত ছায়া দেয়ালে পড়েছে কিনা দেখতে।

শেষে ঝট করে দাঁড়িয়ে গিয়েই পেছন ফিরলাম। না, কেউ নেই। কিন্তু কেউ বা কিছু একটা, ভীতিকর, নীরব এবং ভয়ানক কিছু একটা এক সেকেণ্ড আগেও এখানে ছিল, এই বিশ্রী ভাবনাটা চেষ্টা করেও মন থেকে দূর করতে পারলাম না। আমি এবারে জোরে জোরে শিস দিতে লাগলাম। গ্লাসে খানিক স্কচ ঢেলে নিলাম। তরল আগুনটা গলা ও বুক জ্বালিয়ে নেমে গেল পাকস্থলীতে। আমার ভয় অনেকটাই দূর হয়ে গেল।

আমি কেন বা কীসের ভয় পাচ্ছি ব্যাপারটা জানার জন্য ট্যারট কার্ডের আশ্রয় নিলাম। হাত দেখার ব্যাপারটা অনেকটাই বুজরুকি হলেও ট্যারট কার্ডের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। ট্যারট কার্ডের ভবিষ্যদ্বাণীতেও আমি বিশ্বাস করতে চাই না কিন্তু এ জিনিসের একটা দারুণ ক্ষমতা আছে। আপনি নিজের সমস্যা যতই লুকাতে চান না কেন, ট্যারট কার্ড ঠিকই আপনার মানসিক অবস্থার কথা বলে দেবে।

কার্ডগুলো বেঁটে নিলাম। তারপর ছড়িয়ে দিলাম আমার সবুজ টেবিলের ওপর। কেলটিক ক্রস দিয়ে আলাদা করলাম দশটি কার্ড।

ট্যারট কার্ডকে আমি সাধারণ একটি প্রশ্ন করলাম: *দূর থেকে শ্যারন রেনল্ডসের সঙ্গে কে কথা বলে?*

আমি এক এক করে কার্ডগুলো মেলে ধরলাম। কুঁচকে গেল ভুরু। এরকম অদ্ভুত রিডিং জীবনে পাইনি। বেশিরভাগ লোকের ট্যারট কার্ডে মামুলি ধরনের কথা লেখা থাকে। অর্থকড়ি নিয়ে তাদের উদ্বেগ, বাড়িতে অশান্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো ইংগিত করে ট্যারট কার্ড। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনদিন আমার হাতে মৃত্যুর ট্যারট কার্ড ওঠেনি। এবারে তাই ঘটেছে।

আমার হাতে যে ট্যারট কার্ডটি আছে তাতে মৃত্যুর ছবি। পরনে কালো বর্ম, বসে আছে লাল টকটকে চোখের কালো ঘোড়ার ওপর, তার সামনে বিশপ এবং শিশুরা কুর্নিশ করছে। আমার হাতের অন্যান্য কার্ডের মধ্যেও ভয়াবহ কিছু ঘটার সংকেত। কারণ শয়তানের কার্ডও উঠে এসেছে হাতে। মাথায় শিং, উৎকট উল্লাসে নাচছে শয়তানের চোখ, তার সিংহাসনের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে নগ্ন দেহ কতগুলো

মানুষ। আমার হাতে আছে ম্যাজিশিয়ানের কার্ডও। ম্যাজিশিয়ানের কার্ড মানসিক রোগ, ডাক্তার, অসুস্থতা ইত্যাদির ইংগিত করে।

আমি প্রায় আধঘণ্টা কার্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ম্যাজিশিয়ান? এ কার্ডের মানে কী? এর মানে কী এই যে শ্যারন রেনল্ডস মানসিক রোগী? হয়তো বা। ঘাড়ের টিউমার হয়তো তার মস্তিষ্কে ভজকট ঘটিয়েছে। এসব কার্ড নিয়ে সমস্যা হলো নির্দিষ্ট করে এরা কিছু বলে না। তিন-চার রকম ব্যাখ্যা দেয়। আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন্ ব্যাখ্যাটি আপনি মেনে নেবেন।

ম্যাজিশিয়ান? আবার কার্ড শাফ্‌ল করলাম। ম্যাজিশিয়ান কার্ডটি ব্যবহার করলাম আমার প্রশ্ন হিসেবে। সে জন্য এটিকে রাখলাম টেবিলের মাঝখানে। ওটার ওপর আরেকটা কার্ড রাখলাম। তারপর কেলটিক ক্রসের সাহায্যে ছড়িয়ে দিলাম কার্ডগুলো। ম্যাজিশিয়ান কী বলতে চাইছে এবারে অন্যান্য কার্ডগুলো আমাকে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

এক এক করে নয়টি কার্ড ফেললাম। দশ নাম্বার কার্ডটি মেলে ধরলাম। তলপেটে অদ্ভুত একটা সুড়সুড়ি লাগল, আবার মনে হলো কেউ আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ করছে আমাকে। না, এ হতে পারে না। দশ নাম্বার কার্ডটি আবার ম্যাজিশিয়ান!

কার্ডের নীচে আমার প্রশ্নের জবাব-মৃত্যু। হয়তো কোনও ভুল করেছি। ম্যাজিশিয়ানের কার্ডটি হয়তো সবার আগে টেবিলে ফেলেছি। আবার সবগুলো কার্ড তুলে নিলাম। ম্যাজিশিয়ানকে আগে রাখলাম টেবিলে। তারপর ওটাকে ঢেকে দিলাম দুটো কার্ড দিয়ে। তারপর একের পর এক কার্ড ফেলতে লাগলাম। এখন আমার হাতে কেবল একটি কার্ড আছে।

কিন্তু এ কার্ডে কিছু লেখা নেই। ফাঁকা।

মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে আমার পেট চলে যদিও নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী-টানিতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল কে যেন আমাকে বলছে, বাছা, নিজের চরকায় তেল দাও।

ঘড়ি দেখলাম। মধ্যরাত। ভূত-প্রেতদের বিচরণের যথার্থ সময় আর ঘুমাতে যাবারও উপযুক্ত সময়। কাল হাসপাতালে গিয়ে একবার দেখে আসব শ্যারন রেনল্ডস আমার জন্য ছাই-ভস্ম কী লিখে এনেছে।

দুই

পরদিন শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কমলা রঙের সূর্যের দেখা মিলল আকাশে। বরফে ঢাকা রাস্তার তুষার গলে থিকথিকে বাদামী কাদায় পরিণত হয়েছে। এখনও হাড় জমাট বাঁধা ঠাণ্ডা। আমি আমার কুগার নিয়ে চলেছি সিস্টারস অভ জেরুজালেম হাসপাতালে। নোংরা ফুটপাতে হেঁটে যাচ্ছে পথচারীরা, কোট আর মাফলারে ঢাকা শরীর, মুখ দেখা যায় না। বিকট কালো মূর্তির মত লাগছে।

হাসপাতালের বাইরে পার্ক করলাম গাড়ি, ঢুকলাম রিসেপশন হল-এ। ভেতরটা উষ্ণ, রুচিশীলভাবে সাজানো। মেঝেয় মোটা কার্পেট, মাটির পটে পাম গাছ। মানুষজনের গুঞ্জন। সবমিলে এটিকে হাসপাতাল নয়, ছুটি কাটাতে আসার রিসর্টের মত লাগল। সাদা ইউনিফর্ম পরা, স্মার্ট এক তরুণী কাউন্টারে আমাকে স্বাগত জানাল। তার দাঁতগুলো পরনের পোশাকটার মতই সাদা।

'আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারি?'

'নিশ্চয় পারেন। আমার জন্য আজ সকালে একজনের একটি খাম রেখে যাওয়ার কথা। আমার নাম অলোক, অলোক চৌধুরী।'

'এক মিনিট, প্লীজ।'

কতগুলো চিঠি আর পোস্টকার্ড ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল তরুণী, অবশেষে সাদা একটি খাম বের করল।

'অলোকদ্রষ্টা অলোক চৌধুরী?' নামটা পড়ল সে একটা ভুরু ওপরে তুলে।

বিব্রত ভঙ্গিতে খুকখুক কাশলাম আমি। 'ওটা আমার নিকনেম। বিজ্ঞাপনে এ নামটাই ব্যবহার করি আমি।'

'আপনার সঙ্গে কোনও পরিচয়পত্র আছে, সার?'

পকেট হাতড়ালাম। ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ক্রেডিট কার্ড ভুলে বাড়ি ফেলে এসেছি। অগত্যা কলিংকার্ড দেখাতে হলো মেয়েটিকে। ওতে লেখা: অলোকদ্রষ্টা অলোক *চৌধুরী, জ্যোতিষী এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা।*

'সন্দেহ নেই আপনিই সেই ব্যক্তি,' হেসে চিঠিটি আমাকে দিল সপ্রতিভ তরুণী।

ফ্ল্যাটে না পৌঁছা পর্যন্ত খামটি খুললাম না। বাড়িতে ঢুকে খামটি তীক্ষ্ণ চোখে উল্টে-পাল্টে দেখলাম। শ্যারন যে সুশিক্ষিত তা তার হাতের লেখা দেখেই বোঝা যায়। গোটা গোটা, পরিষ্কার হস্তাক্ষরে 'অলোকদ্রষ্টা' কথাটি বেশ স্টাইল করে লিখেছে। দেখে আমার ভালই লাগল। আমি টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটি কাঁচি বের করলাম। তারপর খামের মাথা কেটে ফেললাম। ভেতরে তিন-চার টুকরো কাগজ, সেক্রেটারির নোটপ্যাড থেকে ছেঁড়া কাগজ। কাগজের সঙ্গে ক্ষুদ্র একটি চিরকুটও আছে। শ্যারন লিখেছে:

প্রিয় অলি ভাই,

গতরাতে আবারও স্বপ্নটি দেখেছি। আগের বারের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার ছিল এবারের স্বপ্ন। আমি প্রতিটি দৃশ্য মনে করার চেষ্টা করেছি। দুটো ব্যাপার আমার মনে খুব দাগ কেটেছে। উপকূল রেখার নির্দিষ্ট একটি আকার রয়েছে যার ছবি আমি এখানে এঁকে দিলাম। পালতোলা জাহাজের ছবিও এঁকেছি, সেই সঙ্গে পতাকার চিত্র, অন্তত যেটুকু আমার মনে ছিল।

ভয়ের অনুভূতিটা আগের বারের চেয়েও প্রবল ছিল। আর ওখান থেকে পালিয়ে যাবার তাড়াটা ছিল সাংঘাতিক।

আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব জানতে যে আপনি এ ব্যাপারে কী ভাবছেন।

আপনার বান্ধবী শ্যারন রেনল্ডস।

কাগজের টুকরোগুলো বের করে চোখ বুলালাম। কাঁচা হাতের উপকূলের মানচিত্রটি কিছুই ফোটেনি। স্রেফ হিজিবিজি একটি রেখা। তবে জাহাজের ছবিটি মন্দ আঁকেনি শ্যারন। পতাকাও মোটামুটি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। লাইব্রেরিতে পালতোলা জাহাজ এবং পতাকার

ওপর বইপত্রের নিশ্চয় অভাব হবে না। সেক্ষেত্রে এ জাহাজ এবং পতাকা কোন্ দেশের তা বের করতে আশা করি বেগ পেতে হবে না।

তবে যদি কিনা এটা সত্যি জাহাজ হয়ে থাকে, শ্যারনের স্রেফ কল্পনা না হলেই হলো।

কিছুক্ষণ বসে রইলাম। ভাবছি *'আমার বান্ধবী শ্যারন রেনল্ডস'*-এর কথা। এখুনি মন চাইছে লাইব্রেরিতে গিয়ে জাহাজের ওপর বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে। কিন্তু সাড়ে এগারোটা বাজে। একটু পরেই মিসেস হার্জ আসবেন। আমার আরেক পয়সাঅলা বৃদ্ধা মক্কেল। মিসেস হার্জের আগ্রহের বিষয় তাঁর শতাধিক আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে। এরা কখন কোন্ বিপদে তাঁকে ফেলে দেয় এ নিয়ে শংকিত থাকেন বৃদ্ধা। কারণ এদের সবার নামই তিনি নিজের উইলে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমার সঙ্গে প্রতিবার সেশন শেষে আইনজীবীর কাছে গিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান। আর উইল বদলানোর কারণে প্রতিবারই আইনজীবীকে প্রচুর টাকা দিতে হয় মিসেস হার্জকে। মিসেস হার্জের আইনজীবী এ কারণে আমার ওপরে এতই তুষ্ট যে গত ঈদে আমাকে আস্ত দুটো খাসি উপহার দিয়েছিলেন। আমি ওই খাসি নিয়ে খালাতো বোনের বাড়ি গিয়ে ঈদ করেছি।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটায় আমার দরজার ডোরবেল বাজল। আমি জ্যাকেট খুলে ক্লজিটে রাখলাম, লম্বা সবুজ আলখেল্লাটি পরে নিলাম, মাথায় চাপালাম হ্যাট, তারপর চেহারায় রহস্যময় একটা অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে গেলাম মিসেস হার্জকে স্বাগত জানাতে।

'আসুন, মিসেস হার্জ। সব রকম আধিভৌতিক বিষয়ের জন্য আজকের সকালটি অতীব চমৎকার।'

মিসেস হার্জের বয়স কমপক্ষে পঁচাত্তর। তাঁর হাত জোড়া মুরগির ঠ্যাং-এর মত, সরু সরু, অসংখ্য বলীরেখায় ভরা। চোখের চশমার পাওয়ার এত বেশি যে দেখলে মনে হয় গোল্ডফিশের বাটিতে ঝিনুক সাঁতার কাটছে। লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকলেন তিনি। তাঁর গা থেকে ন্যাপথালিন আর ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ আসছে। নাক দিয়ে পিঁইই শব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার আর্মচেয়ারে ধপাশ করে বসলেন তিনি।

'কেমন আছেন, মিসেস হার্জ?' হাত ঘষতে ঘষতে খুশি খুশি গলায়

জিজ্ঞেস করলাম আমি। আজকাল কী ধরনের স্বপ্ন দেখছেন?'

নিশ্চুপ রইলেন বৃদ্ধা। একদমই কথা বলছেন না। আমি শ্রাগ করে ট্যারট কার্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কার্ড বাঁটার সময় গত রাতের শূন্য কার্ডটি দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনও ফাঁকা কার্ড পেলাম না। কাল রাতে হয়তো কোনও ভুল হয়েছে আমার, অতিরিক্ত ক্লান্তিতে চোখে ভুল দেখেও থাকতে পারি। ঠিক জানি না। যদিও অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে কাজ কারবার আমার কিন্তু এখন পর্যন্ত অলৌকিক কোনও ঘটনা আমার জীবনে ঘটেনি। আমি কার্ডগুলো মেলে ধরলাম টেবিলে। মিসেস হার্জকে প্রশ্ন রেডি করতে বললাম। কার্ডগুলোকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করবেন তিনি।

'আপনার ভাতিজা স্ট্যানলির অনেকদিন কোনও খোঁজ-খবর নেয়া হয় না,' বৃদ্ধাকে মনে করিয়ে দিলাম। 'ওই বাড়িতে কী ঘটছে না ঘটেছে সে ব্যাপারে একটু উঁকি দেয়া দরকার না? আচ্ছা, আপনার সৎ-বোন অ্যাগনেসেরই বা কী খবর?'

কিন্তু জবাব দিলেন না মিসেস হার্জ। আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন না পর্যন্ত। ঠায় তাকিয়ে রয়েছেন ঘরের কোনায়, ডুবে গেছেন নিজের ভাবনায়।

'মিসেস হার্জ?' সিধে হলাম আমি। 'মিসেস হার্জ, আপনার জন্য কার্ড বেঁটেছি আমি।'

আমি সামনে এসে ঝুঁকে দেখলাম বৃদ্ধাকে। মনে তো হচ্ছে সুস্থই। অন্তত নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা করছি, এমন সময় আমার কোনও বুড়ি মক্কেল পটল তুলুক, এটা আমি মোটেই চাইব না। তা হলে আমার ব্যবসা লাটে উঠবে।

মিসেস হার্জের হাড় জিরজিরে হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে মৃদু গলায় বললাম, 'মিসেস্ হার্জ? আপনি ঠিক আছেন তো? আপনাকে এক গ্লাস ব্রাণ্ডি দিই?'

কোকের বোতলের মত চশমার পেছনে তাঁর চোখ জোড়া কেমন ভীতিকর ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। চাউনিটা আমার দিকে, কিন্তু আদৌ আমার দিকে দৃষ্টিটা নেই। যেন আমাকে ভেদ করে তাঁর চাউনি চলে গেছে আমার পেছনে। আমি পেছনে কেউ আছে কিনা দেখার জন্য মুখ ঘুরিয়ে না তাকিয়ে পারলাম না।

'মিসেস হার্জ,' আবার ডাকলাম আমি। 'আপনি কি বড়িটড়ি কিছু খাবেন, মিসেস হার্জ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

পাতলা শিসের মত একটা শব্দ বেরিয়ে এল বৃদ্ধার কুঞ্চিত দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। মনে হলো উনি কিছু বলতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না। তেলের বাতিটা হঠাৎ দপদপ করে উঠল, পাগলের মত নাচছে শিখা, মুখের ওপর ছায়া দুলছে বলে বোঝা যাচ্ছে না মিসেস হার্জের চেহারায় সত্যি কোনও বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটেছে কিনা।

'বুউউউউউ...' নিস্তেজ গলায় বললেন তিনি।

'মিসেস হার্জ,' খেঁকিয়ে উঠলাম আমি। 'আমার সঙ্গে কি ফাজলামো শুরু করেছেন? বন্ধ করুন এসব। আপনার জন্য চিন্তা হচ্ছে আমার। এরকম করলে আমি কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স ডাকব। আমার কথা বুঝতে পারছেন, মিসেস হার্জ?'

'বুউউউ...' আবার ফিসফিস করলেন তিনি। তাঁর হাত কাঁপছে, বড়, এমারেল্ডের আংটিটি চেয়ারের হাতলে বাড়ি খেয়ে ঠকঠক আওয়াজ তুলছে। কোটরে ঘুরতে শুরু করেছে চক্ষু, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। পিচ্ছিল জিভ বেরিয়ে পড়েছে। বিকট লাগছে দেখতে।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'বুঝতে পারছি অ্যাম্বুলেন্স ডাকতেই হবে। শুনুন, আমি ফোন করব। এই দেখুন ডায়াল করছি। মিসেস হার্জ, রিং হচ্ছে।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন বৃদ্ধা। হাত বাড়িয়ে লাঠি ধরতে চাইলেন। হাত ফস্কে লাঠি মেঝেতে পড়ে ঠকাঠক শব্দ তুলল। দাঁড়িয়ে দুলছেন মিসেস হার্জ, নাচের ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগলেন কার্পেটের ওপর। গানের সুরে কী যেন বলছেন আর নাচছেন। আমি ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। এদিকে অপারেটর ফোনে বলছে, 'বলুন, আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?' আমি ফোন নামিয়ে রেখে এগোলাম নৃত্যরতা বৃদ্ধার দিকে।

আমি হাত বাড়িয়ে মহিলাকে ধরতে গেলাম। উনি খসখসে হাতের এক থাবড়া মেরে আমার হাত সরিয়ে দিলেন। তিনি লাফাচ্ছেন, নাচছেন আর সারাক্ষণ বিড়বিড় করে কী সব আউড়ে চলেছেন। এ বুড়িটাকে নিয়ে কী করব মাথায় কিছু খেলছিল না। একে নির্ঘাত মৃগী রোগে ধরেছে। কিন্তু কোনও মৃগী রোগীকে আমি কস্মিনকালেও

এভাবে নাচানাচি করতে দেখিনি।

'বুউউ...' আবার ফিসফিস করলেন মিসেস হার্জ।

আমি বৃদ্ধার নাচের তালে তাল মেলানোর চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, 'বু' মানে কী? মিসেস হার্জ, প্লীজ, একটু শান্ত হয়ে বসুন তারপর বলুন এসব হচ্ছেটা কী?'

বৃদ্ধা যেমন আকস্মিক শুরু করেছিলেন তেমনি হঠাৎ করেই বন্ধ করে দিলেন নাচ। বোধহয় নাচানাচি করতে গিয়ে শরীরের শক্তি ফুরিয়ে গেছে। হাত বাড়ালেন কিছু একটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে। আমি তাঁকে হাত ধরে আর্মচেয়ারে বসিয়ে দিলাম। তারপর তাঁর পাশে হাঁটু মুড়ে বসলাম। 'মিসেস হার্জ, আমি আমার মক্কেলদেরকে উপদেশ দিতে পছন্দ করি না। তবে আমার মনে হয় আপনার ডাক্তার দেখানো উচিত।'

আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, আবার সেই কুৎসিত ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে গেল মুখ। বাধ্য হয়ে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকালাম। 'বু' খ্যাসখ্যাসে গলায় বললেন তিনি, 'বুট।'

'বুট?' মিসেস হার্জের দিকে ফিরলাম আমি। 'বুট দিয়ে কী হবে?'

'বুট,' প্রবলভাবে কেঁপে উঠলেন তিনি। 'বুট। **বুউউউট!**

'খোদা!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'মিসেস হার্জ, একটু শান্ত হোন, প্লীজ। আমি এক্ষুনি আপনার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করছি। বসে থাকুন। একদম নড়াচড়া করবেন না।'

আমি সিধে হলাম। রিসিভার তুলে ইমার্জেন্সি নাম্বারে ফোন করলাম। মিসেস হার্জ থরথর করে কাঁপছেন আর মুখস্থ করার মত একভাবে আউড়ে চলেছেন, 'বুট, বুট, বুট...'

'বলুন কী করতে পারি?' জানতে চাইল অপারেটর। 'শুনুন, আমার এক্ষুনি একটি অ্যাম্বুলেন্স দরকার। আমার অফিসে এক বৃদ্ধা মহিলা বোধহয় ফিট হয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে মৃগী রোগে ধরেছে। তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স পাঠান। যে অবস্থা দেখছি তাতে উনি ইন্তেকালও করতে পারেন।'

আমি আমার ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিলাম। তারপর ফিরলাম মিসেস হার্জের দিকে। গা মোড়ামুড়ি বন্ধ করেছেন তিনি, চুপচাপ বসে আছেন। কী যেন ভাবছেন।

'মিসেস হার্জ...' ডাকলাম আমি।

আমার দিকে ফিরলেন বৃদ্ধা। চোখের তারা স্থির, শক্ত মুখ। জলে ছলছল চোখ জোড়া অপলক আমার দিকে তাকিয়ে। 'ডি বুট, মিজনহির,' কর্কশ গলায় বললেন তিনি। 'ডি বুট।'

'মিসেস হার্জ, শুনুন, একদম চিন্তা করবেন না। অ্যাম্বুলেন্স রওনা হয়ে গেছে। আপনি শান্ত হয়ে বসুন।'

মিসেস হার্জ চেয়ারের হাতল ধরে খাড়া হলেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন, যেন বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছেন। তারপর এক ঝটকায় শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল তাঁর, শরীরের দু'পাশে হাত দুটো ঝুলতে লাগল, তাঁকে এমন ঋজু এবং দৃঢ় ভঙ্গিতে কোন দিন দাঁড়াতে দেখিনি।

'মিসেস হার্জ, আপনি বরং...'

আমার কথা কানে তুললেন না বৃদ্ধা, কার্পেটের ওপর দিয়ে সরসর করে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে কক্ষনো কাউকে হাঁটতে দেখিনি আমি। বৃদ্ধার পা মেঝে ছোঁয় কি ছোঁয়নি, অথচ প্রায় পিছলে যাবার ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছেন তিনি। প্রায় হাওয়ায় ভেসে দরজার কাছে পৌঁছে গেলেন মিসেস হার্জ। খুলে ফেললেন কপাট। 'আপনি একটু অপেক্ষা করলে ভাল হত,' দুর্বল গলায় বললাম আমি। সত্যি বলতে কী, মহিলার হাঁটার ভঙ্গি দেখে আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে। ওঁকে কী বলব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমার কথা উনি শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না আর শুনলেও হয়তো আমলে নিচ্ছেন না।

'ডি বুট,' আবার শব্দটা উচ্চারণ করলেন তিনি খসখসে গলায়। তারপর দরজা থেকে প্রায় উড়ে চললেন করিডর অভিমুখে।

আমিও ছুটলাম বৃদ্ধার পেছন পেছন। তারপর যে ঘটনা ঘটল তা কোনদিন দেখব কল্পনাও করিনি। বৃদ্ধা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন, আমি হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরতে গেছি কিন্তু উনি আমার হাত ফস্কে প্রায় হাওয়ায় ভেসে আলোকিত, লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে চললেন, যেন ছুটছেন। কিন্তু উনি মোটেই দৌড়াচ্ছিলেন না। একটা অদৃশ্য শক্তি তাঁকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কারণ বৃদ্ধার পা জোড়া মোটেই নড়াচড়া করছিল না।

'মিসেস হার্জ!' চেঁচাতে চাইলাম আমি। কিন্তু কে যেন আমার গলা টিপে ধরল, রা বেরুল না। প্রচণ্ড ভয়ে কেঁপে উঠলাম, যেন মাঝরাতে জানালায় বীভৎস, সাদা একটা মুখ উঁকি দিতে দেখেছি।

করিডরের শেষ মাথায়, সিঁড়ি গোড়ায় পৌঁছে গেছেন বৃদ্ধা। একবার শুধু ঘুরলেন আমার দিকে। যেন ইশারা করতে চাইছেন, হাত তুলে রেখেছেন—যেন আমার সাহায্য চাইবার চেয়ে কারও সঙ্গে লড়াই করে তাকে হঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। তারপর সিঁড়ির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। শুনতে পেলাম তাঁর দুর্বল, বুড়ো শরীরটা পড়ে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে, প্রতিটি ধাপে ডিগবাজি খেয়ে পড়ছে বিশ্রী একটা শব্দ তুলে।

আমি ছুটে গেলাম করিডরের মাথায়। করিডরের দু'পাশে আমার প্রতিবেশীদের অনেকেরই দরজা খুলে গেল। গোলমালের আওয়াজ শুনে গলা বাড়িয়েছে কী হয়েছে দেখতে।

আমি সিঁড়ির নীচে তাকালাম। ভাঙা চোরা একটা পুতুলের মত ওখানে পড়ে আছেন মিসেস হার্জ। তাঁর পা জোড়া বেঁকে রয়েছে অদ্ভুতভাবে। আমি কয়েক লাফে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। বৃদ্ধার কাঠির মত হাত তুলে নাড়ির স্পন্দন টের পেতে চাইলাম। নেই। কোনও সাড়া নেই। মাথাটা তুলে ধরলাম, আঠালো রক্তের লম্বা একটা ধারা বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

'উনি ঠিক আছেন তো?' সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল আমার এক পড়শী। 'কী হয়েছে?'

'উনি সিঁড়ি দিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছেন,' জবাব দিলাম আমি। 'পঁচাত্তর বছর বয়স। হাঁটাচলা করাই দায় ছিল। মনে হচ্ছে মারা গেছেন। আমি অবশ্য হাসপাতালে আগেই খবর দিয়েছি।'

'ওহ্, গড,' গুঙিয়ে উঠল এক মহিলা। 'মরা মানুষ আমি সহ্যই করতে পারি না।'

সিধে হলাম আমি। খাড়া হতে গিয়ে কীসের সঙ্গে যেন বেঁধে গিয়ে পরনের সবুজ লম্বা গাউনটা পড়পড় করে ছিঁড়ে গেল। ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চাইছে না। মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্ন দেখছি। ঘুম ভাঙলেই দেখব সব স্বাভাবিক। ফিরোজা রঙের সিল্কের পাজামা পরে শুয়ে আছি বিছানায়। মিসেস হার্জের দিকে তাকালাম। চুপসে যাওয়া একটা বেলুনের মত

দেখাচ্ছে লোল চামড়া সর্বস্ব হাড্ডিসার কাঠামোটাকে। আমার গলা দিয়ে বমি ঠেলে আসতে চাইল।

হোমিসাইড স্কোয়াডের লেফটেনেন্ট ম্যারিনো সমঝদার লোক। তার ধারণা মিসেস হার্জ তাঁর উইলে আমার জন্য কিছু রেখে গেছেন তবে তা এমন মূল্যবান নয় যে সেজন্য আমি তাঁকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারি।

আমার আর্মচেয়ারে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসেছে ডিটেকটিভ, তার কালো চুলগুলো শজারুর কাঁটার মত খাড়া, এক টুকরো কাগজে চোখ বুলাচ্ছে।

'এখানে লেখা আছে আপনাকে বৃদ্ধা তাঁর উইলে একটি ভিক্টোরিয়ান ফ্লাওয়ার ভাস দিয়েছেন,' নাক টানল সে। 'জিনিসটির বাজার মূল্য কত তা জানার দায়িত্ব ইতিমধ্যে একজনকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় না একটা ফুলদানীর জন্য আপনি কোনও বৃদ্ধাকে সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারেন।'

শ্রাগ করলাম আমি। 'বৃদ্ধারা আমার রুটি-রুজির প্রধান অবলম্বন। আপনি নিশ্চয় আপনার রুটি-রুজি সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবেন না।'

মুখ তুলে চাইল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। প্রশস্ত, চওড়া একটা মুখ। শজারুর কাঁটায় খচমচ করে খানিক আঙুল চালাল চিন্তিত ভঙ্গিতে, তার চোখ ঘুরছে ঘরের চারপাশে।

'আপনি বোধহয় ফরচুন-টেলার জাতীয় কিছু একটা, তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন। ট্যারট কার্ড, চায়ের পাতা ইত্যাদি নিয়েই আমার কারবার। আমার বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট মিসেস হার্জের মত বয়সী।'

ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা নাড়ল লেফটেনেন্ট। 'শিওর। উনি এখানে আসার পর থেকে অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন?'

'জী। ওঁকে ঠিক সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। যদিও অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল ভদ্রমহিলার, কিন্তু আমার সঙ্গে খানিক গল্প-গুজব না করে যেতেন না। বলতেন কেমন যাচ্ছে তার দিনকাল ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এবারে ঘরে ঢুকে একদম মুখে তালা মেরে রেখেছিলেন। একটি কথাও বলেননি।'

হাতের কাগজ খণ্ডের দিকে তাকাল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। 'আপনি কি ওর ভাগ্যে কী আছে তা বলছিলেন? মানে এমন কি হতে পারে না যে তিনি নিজের সম্পর্কে কোনও দুঃসংবাদ শুনে আত্মহত্যা করেছেন?'

'না, আমি তাঁকে কোনও দুঃসংবাদ শোনাইনি। আমি তাঁকে ট্যারট কার্ড দেখানোর সুযোগই পাইনি। তিনি ঘরে ঢুকেই বুট নিয়ে বিড়বিড় করে কীসব বলছিলেন।'

'বুট? বুট মানে?'

'আমি জানি না। উনি বারবার বলছিলেন, 'বুট, বুট।'

'বুট?' ভুরু কুঁচকে গেল ম্যারিনোর। 'কীভাবে কথাটা বলছিলেন তিনি? ওটাকে কি কোনও নামের মত উচ্চারণ করছিলেন? উনি কি আপনাকে বুট নামে কোনও লোকের কথা বলতে চাইছিলেন?'

নাক চুলকাতে চুলকাতে জবাব দিলাম। 'আমার কাছে ওটা কোনও মানুষের নাম বলে মনে হয়নি। তবে তাঁকে খুব চিন্তিত লাগছিল।'

কৌতূহলী দেখাল লেফটেনেন্টকে, 'চিন্তিত? কী রকম চিন্তিত?'

উনি 'বুটবুট' বলে বিড়বিড় করছিলেন। তারপর দরজা খুলে ছুট দিলেন করিডর ধরে। আমি তাঁকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু উনি এত দ্রুত দৌড়াচ্ছিলেন যে তাঁকে ধরতে পারিনি। আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাত নাড়লেন তারপর সিঁড়ি দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে পড়ে গেলেন।

নোট নিল গোয়েন্দা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'দৌড়াচ্ছিলেন?'

আমি দু'পাশে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে জবাব দিলাম, 'আমাকে এ প্রশ্ন করে লাভ নেই। কারণ ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। যদিও করিডর ধরে তিনি পনেরো বছরের ছুকরির মত ছুটছিলেন।'

কপালে ভাঁজ পড়ল লেফটেনেন্ট ম্যারিনোর। 'মি. অলোক, মৃতা মহিলার বয়স পঁচাত্তর। তিনি লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারতেন না। আর আপনি বলছেন তিনি করিডর ধরে *ছুটছিলেন?*'

'আমি তা-ই বলছি।'

'ঝেড়ে কাশুন তো, মি. অলোক–আপনার কি মনে হচ্ছে না কল্পনার ফানুস একটু বেশি মেলে দিয়েছেন? আমি বিশ্বাস করি না যে

আপনি ভদ্রমহিলাকে খুন করেছেন, কিন্তু তিনি দৌড়াদৌড়ি করছিলেন এও বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

মেঝেয় তাকালাম আমি। মনে পড়ল মিসেস হার্জ কীভাবে প্রায় শূন্যে ভেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর কীভাবে করিডর ধরে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিলেন, যেন রেইলের ওপর ছুটছিলেন।

'না, সত্যি বলতে কী তিনি আসলে দৌড়াদৌড়ি করছিলেন না,' বললাম আমি তাকে।

'তা হলে তিনি কী করছিলেন?' ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে প্রশ্ন করল লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো। 'বোধহয় হাঁটছিলেন? নাকি পা টেনে টেনে যাচ্ছিলেন?'

'না, তিনি হাঁটছিলেন না কিংবা পা টেনে টেনেও যাচ্ছিলেন না। তিনি পিছলে যাচ্ছিলেন।'

লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো নোট নিতে যাচ্ছিল, কলম থেমে গেল কাগজের ওপর। ঘোঁতঘোঁত করে উঠল সে তারপর মুচকি হেসে কাগজের টুকরোটা পকেটে পুরল। সিধে হলো ডিটেকটিভ, আমার দিকে এগিয়ে এল ঠোঁটে প্রশ্রয়ের হাসি এঁটে।

'শুনুন, মি. অলোক, কেউ মারা গেলে শক পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর শক পেলে মানুষ উল্টোপাল্টা অনেক কথাই বলে। এ ব্যাপারটা আপনার ভালই জানার কথা। কারণ আপনার কাজটা মানুষজন নিয়েই। আসলে যা ঘটেছে সেটাকে হয়তো আপনি একটু ভিন্নভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করছেন।'

'হতে পারে,' ভোঁতা গলা বললাম আমি।

'মোটা, বেঁটে একটা হাত রাখল সে আমার কাঁধে, আন্তরিক ভঙ্গিতে চাপ দিল।

'মৃত্যুর কারণ জানার জন্য পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষা করা হবে তবে আমার মনে হয় না নতুন কোনও তথ্য মিলবে। আমি আপনার কাছে এক লোককে পাঠাতে পারি দু'একটি প্রশ্ন করার জন্য। এ ছাড়া আপনি ক্লিয়ার। অনুরোধ করব আগামী দু'একদিনের মধ্যে শহরের বাইরে যাবেন না। তবে আবার ভাববেন না যেন আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বা এমন কিছু।'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'ঠিক আছে, লেফটেনেণ্ট। আমি বুঝতে পারছি। জলদি আসার জন্য ধন্যবাদ।'

'ইট'স আ প্লেজার। আপনার ক্লায়েন্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি–তিনি তো এখন প্রেত লোকের বাসিন্দা হয়ে গেছেন।'

আমি কষ্টার্জিত হাসি ফোটালাম মুখে। 'উনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। ভাল আত্মাকে তো আর দূরে ঠেলে রাখা যায় না।'

লেফটেনেন্ট ম্যারিনো আমার কথা শুনে নিশ্চয় ভেবেছে আমি পাগল বিশেষ। সে শজারুর কাঁটার মত চুলের ওপর ছোট, কালো হ্যাটটি চাপাল। তারপর পা বাড়াল দরজায়।

'সো লং দেন, মি.অলোক চৌধুরী।'

গোয়েন্দা চলে যাবার পরে বসে বসে আমি কিছুক্ষণের জন্য নিমগ্ন হয়ে গেলাম চিন্তায়। তারপর ফোন তুলে ডায়াল করলাম সিস্টারস অভ জেরুজালেম হাসপাতালে।

'হ্যালো,' বললাম আমি, 'আমি আপনাদের এক রোগী, মিস শ্যারন রেনল্ডসের খবর জানতে ফোন করেছি। আজ সকালে অপারেশন করার জন্য সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।'

'হোল্ড অন, প্লীজ। আপনি কি তার আত্মীয়?'

'জ্বী,' মিথ্যা বললাম আমি। 'আমি ওর চাচা। শহরে মাত্র এসেছি। এসেই শুনি শ্যারন অসুস্থ।'

'এক মিনিট, প্লীজ।'

অপেক্ষা করতে করতে টেবিলে আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাতে লাগলাম। ফোনে হাসপাতালের নানান শব্দ আবছাভাবে ভেসে আসছে। কে যেন হাঁক ছাড়ল, 'ড. রেমণ্ড, প্লীজ, ড. রেমণ্ড।' মিনিট খানেক পরে আরেকটি কণ্ঠ বলল, 'হোল্ড অন, প্লীজ।' আমি ফোন ধরে রইলাম নানান আওয়াজ শুনতে শুনতে।

অবশেষে নাকি সুরে এক মহিলা বলল, 'ক্যান আই হেল্প ইউ? মিস শ্যারন রেনল্ডসের খবর জানতে চাইছেন?'

'জ্বী, আমি ওর চাচা। শুনলাম আজ সকালে ওর অপারেশন হয়েছে। ও সুস্থ আছে কিনা জানতে ফোন করেছি।'

'ড. রেমণ্ড বলেছেন রোগিণীর কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। মিস

রেনল্ডসকে এখন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আরেকজন ডাক্তার আসছেন ওকে দেখতে।'

'জটিলতা?' জানতে চাইলাম আমি। 'কী ধরনের জটিলতা?'

'আমি দুঃখিত, সার। ফোনে এতকিছু বলা যাবে না। আপনি বিস্তারিত জানতে চাইলে ড. রেমণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার সঙ্গে আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'হুমম,' বললাম আমি। 'তার অবশ্য দরকার হবে না। আমি কি কাল একবার আপনাকে ফোন করে মেয়েটির খবর জানতে পারি?'

'পারেন, সার।'

ফোন নামিয়ে রাখলাম। আমার চিন্তা করা উচিত হচ্ছে না, তবু দুশ্চিন্তা লাগছে। গত রাতে কার্ডে যেরকম উল্টো পাল্টা জিনিস দেখলাম, তারপর মিসেস হার্জের যেভাবে অপঘাত মৃত্যু ঘটল, আর শ্যারন ও তার খালার আজব ওই দুঃস্বপ্ন–সব মিলিয়ে বিষয়গুলো যেমন অস্বস্তিকর তেমনই রহস্যময়। সত্যি কি এর সঙ্গে শক্তিশালী, অশুভ কিছু জড়িত?

আমার সবুজ টেবিলে ফিরে এলাম। শ্যারন রেনল্ডসের লেখা চিঠি এবং আঁকা ছবি বের করলাম। উপকূল, জাহাজ এবং পতাকার ছবি একটি সমস্যার সমাধানে তিনটা কাল্পনিক ক্লু। অথচ এ সমস্যার অস্তিত্বই হয়তো নেই। আমি কাগজগুলো ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম, গাড়ির চাবি নিয়ে রওনা হলাম লাইব্রেরিতে। ছবির মালমশলাগুলো একটু চেক করে দেখব।

গন্তব্যে পৌঁছে দেখি লাইব্রেরি বন্ধ হতে আর বেশি দেরি নেই। আমি ঠেলেঠুলে কুগারটা খুদে একটি পার্কিং স্পেসে ঢোকালাম। আকাশের রং গাঢ় তামাটে সবুজ। তার মানে আরও তুষারপাত হবে। কনকনে শীতল হাওয়া আমার নকশা করা ওভারকোটের মধ্যে হু হু করে ঢুকছে। গাড়ির দরজা বন্ধ করলাম। গোড়ালি ডোবা নরম, থকথকে বরফ-কাদার মধ্যে কসরত করে হেঁটে এগোলাম লাইব্রেরির কাঠের দরজার দিকে।

লাইব্রেরির ভেতরে, ডেস্কের পেছনে যে মহিলা বসে আছে তাকে লাইব্রেরিয়ান নয় স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত ম্যাডামের মত লাগছে। সে টাইট, লাল একটি কার্ডিগান পরেছে, চুড়ো করে বাঁধা কালো চুল, দাঁতগুলো

ঘোড়ার মত।

'আমি জাহাজ খুঁজছি,' জুতোর বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম আমি।

'তা হলে জাহাজ ঘাটায় যাচ্ছেন না কেন?' মুচকি হাসল সে। 'আমাদের এখানে শুধু বই পাওয়া যায়।'

'হা হা,' শীতল গলা আমার। 'জাহাজের ওপরে বই কোথায় পাওয়া যাবে বলুন তো?'

'ওপরে, ছয় এবং সাত নম্বর তাকে।' জবাব দিল মহিলা।

আমি সিঁড়ি বেয়ে চলে এলাম দোতলায়। জাহাজ যে কতরকমের হতে পারে সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। আমি শুধু জানতাম জাহাজ হয় তিন রকমের–বড়, ছোট এবং এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। কিন্তু মেরিটাইম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর গোটা পনেরো বই ঘাঁটতে গিয়ে বুঝতে পারলাম কী কঠিন একটা কাজ হাতে নিয়েছি। কতরকমের নৌযান যে আছে দুনিয়ায়! ডাউ (আরব নাগরিকদের ব্যবহৃত এক মাস্তুলের জাহাজ), জেবেক, বাক, ব্রিগ, ফ্রিগেট, করভেট, (রণতরী) ডেস্ট্রয়ার, জলি-বোট, ডিঙ্গি, কোরাকুল (ভেলা) বার্জ, টাগসহ আরও কত কী। এর মধ্যে অর্ধেকের চেহারা হুবহু শ্যারনের হাস্যকরভাবে আঁকা ছবির জাহাজটির মত।

তবে দুর্ঘটনাক্রমে আসল জলযানটির সন্ধান আমি পেয়ে গেলাম। ছয় সাতটি বই একসঙ্গে নিতে গিয়ে হাত ফস্কে দুম করে বইগুলো পড়ে গেল মেঝেয়। চশমা পরা এক বুড়ো সীলের ওপর লেখা ধুমসী সাইজের একটি বই পড়ছিল, আমার দিকে কটমট করে তাকাল। 'দুঃখিত,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললাম আমি। মেঝেতে ছিটিয়ে পড়া বইগুলো জড়ো করছি, এমন সময় ওটাকে দেখতে পেলাম। একদম আমার নাকের ডগায়। আমার কাছে সবরকম পালতোলা জাহাজই 'গ্যালিঅন'। তবে এ জাহাজটির কাঠামো এবং মাস্তুলে ভিন্ন রকম একটি ব্যাপার রয়েছে। এটি শ্যারনের সেই স্বপ্নের জাহাজ।

ছবির নীচের ক্যাপশনে লেখা *Dutch Man of war, circa 1650*।

আমার ঘাড়ের পেছনটা শিরশির করে উঠল। মিসেস হার্জ আমার ফ্ল্যাটে বসে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিলেন? *ডিবুট, মিজনহির*

ডিবুট।
জাহাজের ছবি আঁকা বইটি বগলে চেপে রওনা হলাম নীচে, বিদেশী ভাষার শাখায়। ইংলিশ-ডাচ অভিধান ঘাঁটতে লাগলাম। কয়েকটা পৃষ্ঠা ওল্টানোর পরে পেয়ে গেলাম শব্দটা। *ডি বুট* মানে জাহাজ।

আমি সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করতে ভালবাসি। কিন্তু তারপরও কাকতালীয় কিছু ব্যাপার আছে যা এড়ানো যায় না। শ্যারন সপ্তদশ শতকের ওলন্দাজ জাহাজ নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। আর মিসেস হার্জ হ্যালুসিনেশন দেখতে শুরু করেন নাকি খোদা জানেন তিনি কী দেখছিলেন। কীভাবে এবং কেন এ সব প্রশ্নের জবাব আমার কাছে এখন নেই। তবে আমার মনে হচ্ছে জাহাজের ছবি দেখার কারণে যদি মিসেস হার্জের মৃত্যু হয়ে থাকে, তা হলে একই ঘটনা শ্যারন রেনল্ডসের জীবনেও ঘটতে পারে।

আমি ফিরে এলাম ডেস্কে। জাহাজের বইটির দাম চুকিয়ে দিলাম। ঘোড়ামুখীটা আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। আমি ওর হাসি মোটেই উপভোগ করতে পারছি না। এরকম বিশ্রী হাসি দেখলে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়, অন্য কোনও চিন্তা মাথায় থাকলে তা দুদ্দাড় পালিয়ে যায়।

'বইটি আশাকরি উপভোগ করবেন,' বলল বুড়ি মাগী ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা ধরে রেখে। আমি মুখ ভেংচে চলে এলাম।

বাইরে এসে একটা ফোন বুথ খুঁজে নিলাম। তবে হাড় জমানো বাতাস আর বরফের মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো কারণ এক মুটকি মিনেসোটায় তার বোনের সঙ্গে কথা বলছে। এ ধরনের ফোনালাপের লেজ ক্রমে লম্বা হতেই থাকে, জানেন আপনারা, যখন আশান্বিত হয়ে উঠবেন বকবকানির বুঝি অবসান ঘটতে যাচ্ছে, আপনার আশার আগুনে জল ঢেলে নতুন উদ্যমে শুরু হয়ে যাবে ম্যারাথন কথা। শেষে বিরক্ত হয়ে কাচের দরজায় আমাকে আঙুলের টোকা দিতেই হলো। মহিলা জ্বলন্ত চোখে আমাকে ভস্ম করে দেয়ার বৃথা চেষ্টা করে তার মহা কাব্যিক আলাপের সমাপ্তি টানল।

ফোন বুথে ঢুকে একটা মুদ্রা ফেললাম। সিস্টারস অব জেরুজালেম-এর নাম্বারে ডায়াল করে চাইলাম ড. রেমণ্ডকে। চার-পাঁচ মিনিট ফোন ধরে রাখতে হলো। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ে

যাতে ঝিঁঝি ধরে না যায় সে জন্য পা নাড়াচ্ছি। অবশেষে ডাক্তারের সাড়া মিলল।

'ড. রেমণ্ড বলছি। আপনি কে বলছেন, প্লীজ?'

'আপনি আমাকে চিনবেন না, ড. রেমণ্ড,' জবাব দিলাম, 'আমার নাম অলোক চৌধুরী। আমি একজন অলোকদ্রষ্টা।'

'অলোক কী–?'

'জ্যোতিষী। লোকের হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিই।'

'ওয়েল, আয়াম সরি, মি. অলোক, তবে–'

'না, প্লীজ,' বাধা দিলাম আমি। 'এক মিনিট শুনুন। গতকাল আপনার এক পেশেণ্ট আমার কাছে এসেছিল হাত দেখাতে। রোগিণীর নাম শ্যারন রেনল্ডস।'

'তো?'

'ড. রেমণ্ড, মিস রেনল্ডস আমাকে বলেছে যেদিন সে টের পেল তার ঘাড়ে ওই টিউমারটি গজিয়েছে সেদিন থেকে সে বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করে।'

'এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়,' অধৈর্য গলা ডাক্তারের। 'আমার অনেক পেশেণ্টই তাদের রোগের কারণে নানান স্বপ্ন দেখে।'

'কিন্তু বিষয়টি এত সরল নয়, ড. রেমণ্ড। শ্যারনের দুঃস্বপ্ন ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট। সে একটি জাহাজের স্বপ্ন দেখত। যেমন তেমন কোনও জাহাজ নয়। সে তার স্বপ্নের জাহাজের ছবিও এঁকে আমাকে দিয়েছে। ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দের একটি ওলন্দাজ যুদ্ধ-জাহাজ।'

'মি. অলোক,' বললেন ড. রেমণ্ড। 'আমি অত্যন্ত ব্যস্ত একজন মানুষ। আমি জানি না আমি–'

'প্লীজ, ড. রেমণ্ড, আমার কথা স্রেফ শুনে যান,' অনুনয় করলাম আমি। 'তারপর যা বলার বলবেন। আজ সকালে আমার এক ক্লায়েণ্ট আমাকে হাত দেখাতে এসেছিলেন। তিনি ডাচ ভাষায় একটি জাহাজের কথা বলতে থাকেন। কোনও ওলন্দাজ তার সামনে গড়ুম পড়ে এসে একগুচ্ছ টিউলিপ দিলেও তিনি তাকে ডাচম্যান বলে চিনতে পারবেন না। এই ভদ্রমহিলা হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তারপর একটি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটান।'

'কী ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট?'

'তিনি সিঁড়ির উপর থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যান। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা, পতনের ধকল সামলাতে পারেননি।' ও প্রান্তে নীরবতা।

'ড. রেমণ্ড,' বললাম আমি। 'আপনি লাইনে আছেন তো?'

'জ্বী, আছি। আচ্ছা, মি. অলোক, আপনি এসব গল্প আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?'

'কারণ আমার ধারণা এ মৃত্যুর সঙ্গে শ্যারন রেনল্ডসের একটা সম্পর্ক রয়েছে। সকালে শুনলাম তার মধ্যে নাকি কীরকম জটিলতা দেখা দিয়েছে। শ্যারনের দুঃস্বপ্ন ইতিমধ্যে আমার একজন ক্লায়েন্টকে হত্যা করেছে। আমার আশংকা, এরকম ঘটনা আবারও ঘটতে পারে।'

আবারও নীরবতা তবে এবারে দীর্ঘতর।

অবশেষে ড. রেমণ্ড বললেন, 'মি. অলোক, আমি একটি নিয়মবহির্ভূত কাজ করতে যাচ্ছি। আমি বলছি না যে আপনি যে উপসংহারে পৌঁছুতে চাইছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। তবে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমার পেশেন্টের রোগের ধরন সম্পর্কে জানেন। আপনি কি হাসপাতালে এসে বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান? এটা ঠিক, শ্যারন রেনল্ডসকে নিয়ে আমরা এ মুহূর্তে বেশ ঝামেলায় আছি। কী করব বুঝতে পারছি না। কাজেই আপনার কথা শুনলে মেয়েটার যদি সামান্য উপকারও হয়, শুনতে আমার আপত্তি নেই।'

'এই তো আপনি লাইনে এসেছেন।' বললাম আমি। 'আমাকে পনেরো মিনিট সময় দিন। চলে আসছি। রিসেপশনে শুধু আপনার নাম বললেই তো চলবে হবে?'

'হুঁ,' ক্লান্ত গলায় বললেন ড. রেমণ্ড। 'শুধু নাম বললেই হবে।'

আবার তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে, রাস্তা বরফ-কাদায় মাখামাখি হয়ে পিচ্ছিল এবং বিপজ্জনক। হাসপাতালের বেজমেন্টে গাড়ি ঢোকালাম। এলিভেটর চেপে চলে এলাম রিসেপশন ডেস্কে। কোলগেট হাসির মেয়েটি বলল, 'হ্যালো, মি. অলোকদ্রষ্টা অলোক চৌধুরী।'

'হ্যালো,' হাসি ফিরিয়ে দিলাম আমি। 'ড. রেমণ্ড হফম্যানের সঙ্গে

দেখা করা যাবে? ওঁর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

ডাক্তারের অফিসে ফোন করল মেয়েটি তারপর আমাকে আঠারো তলায় যেতে বলল। আমি এলিভেটরে উঠে পড়লাম। ভেতরটা বেশ গরম। এলিভেটর থেকে নামতেই পুরু কার্পেটে মোড়া করিডর। আমার সামনে, দরজার তক্তিতে একটি নাম খোদাই করা, *'ড. রেমণ্ড হফম্যান'* আমি দরজায় নক্ করলাম।

ড. রেমণ্ড ছোটখাট গড়নের মানুষ। চেহারায় বেজায় ক্লান্তির ছাপ। দেখে মনে হলো এ মানুষটার ক'টা দিন কোথাও ছুটি কাটিয়ে আসা উচিত।

'মি. অলোক?' আমার সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি। 'বসুন। কফি চলবে? নাকি অন্য কিছু খাবেন?'

'কফিই যথেষ্ট।'

ডাক্তার তাঁর সেক্রেটারিকে ইন্টারকমে নির্দেশ দিলেন দু'কাপ কফি পাঠিয়ে দিতে। তারপর পিঠ এলিয়ে দিলেন কালো, বড় সুইভেল আর্মচেয়ারে। মাথার পেছনে হাত বাঁধলেন।

'বহু দিন ধরে টিউমার নিয়ে আমার কাজ-কারবার, মি.অলোক। এমন কোনও টিউমার নেই যা আমি চিনি না বা দেখিনি। আমার রাজত্বে আমাকে একজন এক্সপার্ট বলতে পারেন। কিন্তু সত্যি বলতে কী, শ্যারন রেনল্ডসের ঘাড়ে যে জিনিসটি গজিয়েছে ওরকম টিউমার আমি জন্মে দেখিনি। দেখে আমি রীতিমত হতভম্ব।'

একটা সিগারেট ধরালাম। 'ওটার বিশেষত্ব কী?'

'ওটা মোটেই সাধারণ কোনও টিউমার নয়। এর মধ্যে টিউমারের কোনও টিস্যুই নেই। যা আছে তা হলো দ্রুত বর্ধমান চামড়া এবং হাড়ের একটি পিণ্ড। টিউমারটিকে দেখে মনে হয় ভ্রূণ।'

'ভ্রূণ মানে–শিশু?' শ্যারনের ঘাড়ে একটা শিশু বেড়ে উঠছে? আপনার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ড. রেমণ্ড। 'আমারও একই অবস্থা, মি. অলোক। ভুল জায়গায় ভ্রূণ জন্মানোর হাজারও ঘটনা আছে। কিন্তু ঘাড়ে কোনদিন ভ্রূণ জন্মানোর কথা শুনিনি, দেখা দূরে থাক। আর ভ্রূণটা অবিশ্বাস্য গতিতে বেড়ে চলেছে।'

'আপনি না আজ সকালে ওর অপারেশন করেছেন? আমি ভাবলাম

অপারেশন করে টিউমারটাকে ফেলে দিয়েছেন।'

মাথা নাড়লেন ড. রেমণ্ড। 'সেরকম ইচ্ছেই ছিল। আমরা ওকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে গিয়েছিলাম। অপারেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি ছিল সম্পন্ন। কিন্তু সার্জন ড. গিলবার্ট যে-ই টিউমারটিকে কাটতে গেছেন, শ্যারনের পালসরেট এবং শ্বাস-প্রশ্বাস এমন দুর্বল হয়ে গেল যে আমরা সঙ্গে সঙ্গে থেমে যেতে বাধ্য হলাম। আর দুই-তিন মিনিট অপারেশন চালালেই ও মারা যেত। আরও কয়েকটা এক্স-রে করে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।'

'এর কোনও কারণ ছিল কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'মানে জানতে চাইছি শ্যারন এত অসুস্থ হয়ে পড়ল কেন?'

'জানি না,' সরল জবাব ডাক্তারের। 'আমি এ মুহূর্তে শ্যারনের কয়েকটি টেস্ট করছি। তাতে হয়তো জবাবটা পাব। কিন্তু এর আগে কখনও এরকম অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। অন্য সকলের মত আমিও বিমূঢ় হয়ে পড়েছি।'

ড. রেমণ্ডের সেক্রেটারি দু'কাপ কফি এবং কিছু বিস্কিট নিয়ে ঢুকল ঘরে। আমরা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পান করলাম কফি, তারপর ডাক্তারকে লাখ টাকার প্রশ্নটি করলাম।

'ড. রেমণ্ড,' বললাম আমি, 'আপনি কি ব্ল্যাক ম্যাজিকে বিশ্বাস করেন?'

আমার দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর বললেন, 'না, বিশ্বাস করি না।'

'আমিও করি না,' বললাম আমি। 'তবে যে বিষয়টি নিয়ে আমার কাজ-কারবার তাতে এমন অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে যায় যা রীতিমত ধন্ধে ফেলে দেয় আমাকে। শ্যারন রেনল্ডসের খালাও আমার মক্কেল, শ্যারনের মত একই স্বপ্ন দেখেছেন তিনিও। তবে তাঁর স্বপ্ন অতটা পরিষ্কার এবং ভীতিকর ছিল না—কিন্তু স্বপ্নটা একই ধরনের।'

'তো?' জিজ্ঞেস করলেন ড. রেমণ্ড। 'এ দিয়ে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন, অলোকদ্রষ্টা সাহেব?'

মেঝেয় চোখ ফিরিয়ে নিলাম আমি। 'আমি কিন্তু বিরাট কোনও অকালদ্রষ্টা নই, ডাক্তার সাহেব। লোকের হাত দেখে আমি নিজের পেট চালাই। তবে ভূতপ্রেত কিংবা আধিভৌতিক বিষয়ে আমার যথেষ্ট

সন্দেহ রয়েছে। যদিও আমার মনে হচ্ছে শ্যারনের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী বহির্জগতের কোনও প্রভাব। কোনও কিছু ওকে এ স্বপ্নগুলো দেখাচ্ছে এবং এ স্বপ্নের কারণেই ওর ঘাড়ে টিউমার হয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেয়েটি।'

সন্দেহ ডাক্তারের চোখে। 'আপনি কি বলতে চাইছেন শ্যারনকে ভূতে ধরেছে?' *'দ্য এক্সরসিস্ট'*-এর মত কিছু?'

'না, আমি তা বলছি না। আমি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না। তবে আমি বিশ্বাস করি একজন মানুষ আরেকজনকে মনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পারে কর্তৃত্ব খাটাতে। এবং আমার ধারণা কেউ বা কিছু শ্যারনকে নিয়ে এখন সে কাজটি করছে। কেউ ওর কাছে মেণ্টাল সিগনাল পাঠাচ্ছে। আর সংকেতটা এতই শক্তিশালী যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে শ্যারন।'

'কিন্তু ওর খালা? কিংবা আপনার সেই বৃদ্ধা ক্লায়েণ্ট যিনি আজ সকালে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে মারা গেছেন?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'আমার মনে হয় না *ওটা* সত্যি ওদের ক্ষতি করতে চেয়েছে। তবে এটা যে কোনও শক্তিশালী সংকেতের মতই। পাঠানো হয়েছে অল্প দূরত্ব থেকে–যাতে যে কোনও রিসিভার সংকেতটা গ্রহণ করতে পারে। মিসেস ক্রেমার এবং মিসেস হার্জ দু'জনেই শ্যারনের ঘনিষ্ঠ কিংবা যে জায়গায় সে ছিল সেখান থেকে ওদের জায়গাটার দূরত্ব বেশি নয়, ওঁরা মেইন ট্রান্সমিশন থেকে সংকেত গ্রহণ করেছেন।'

চোখ ঘষলেন ড. রেমণ্ড, তারপর আমার দিকে সরু দৃষ্টিতে তাকালেন। 'আচ্ছা, ধরে নিলাম কেউ শ্যারন রেনল্ডসের কাছে সিগনাল পাঠাচ্ছে তাকে অসুস্থ করে তোলার জন্য। কিন্তু কারা তারা এবং কেনইবা এ কাজ করছে?'

'এ প্রশ্নের জবাব আপনার মত আমারও জানা নেই। শ্যারনের সঙ্গে এ বিষয়ে সরাসরি কথা বললে ভাল হয় না?'

দু'হাত সামনে মেলে দিলেন ড. রেমণ্ড। 'ওর অবস্থা খুবই খারাপ। ওর বাপ মা ওকে দেখতে আসছেন। তবে বিষয়টি নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলা গেলে মন্দ হয় না।'

ফোন তুলে সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললেন ডাক্তার। একটু পরে

সেক্রেটারি ইন্টারকমে জানাল শ্যারনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে।

'আপনাকে সার্জিকাল মাস্ক পরতে হবে, মি. অলোক,' বললেন রেমণ্ড। 'শ্যারন বড্ড দুর্বল। চাই না ওর শরীরে আর কোনও রোগ জীবাণু ঢুকুক।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

আমরা নেমে এলাম দশ তলায়। ড. রেমণ্ড আমাকে নিয়ে ড্রেসিং-রুমে চলে এলেন। সবুজ সার্জিকাল রোব চড়ালাম গায়ে, মুখে মুখোশ। বললেন শ্যারনের অবস্থা যদি দেখা যায় বেশি খারাপ তা হলে আমি তার সঙ্গে কোনও কথা বলার সুযোগ পাব না।

'আমি আপনাকে ওর কাছে নিয়ে যাচ্ছি শুধু একটাই কারণে যে আপনার তত্ত্বে যুক্তি আছে, মি. অলোক। আর তত্ত্ব দিয়ে যদি কেউ আমাদের সাহায্য করতে চায় তা হলে আমরা না করতে পারি না। তবে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই আন অফিশিয়াল। আপনাকে কেন এখানে নিয়ে এলাম সে বিষয়টি আমাকে যেন কারও কাছে ব্যাখ্যা করতে না হয়।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি,' বললাম আমি, ডাক্তারের পেছন পেছন করিডর ধরে চললাম শ্যারনের ঘরে।

শ্যারন রেনল্ডসের কামরাটি আয়তনে বিশাল। দু'পাশের জানালা দিয়েই তুষার ঝরা রাত চোখে পড়ে। দেয়ালের রঙ ম্লান সবুজ। যেমনটি হাসপাতালে হয়ে থাকে। ফুলটুল নেই, ডেকোরেশনের বালাইও অনুপস্থিত। শুধু নিউ হ্যাম্পশায়ারের শরৎকালের ছোট একটি ছবি টাঙানো দেয়ালে। শ্যারনের বিছানা ভর্তি হয়ে আছে সার্জিকাল ইকুইপমেন্টে, ওর ডান হাতে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। চোখ বোজা, মাথার নীচের বালিশের মতই ফ্যাকাসে, সাদা মুখ। গতরাতে এ মেয়েটিই আমার বাসায় এসেছিল, মিষ্টি চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছি না দেখলে বিশ্বাসই হত না।

তবে ভয়ানক চমকে গেলাম টিউমারটি দেখে। ওর ঘাড় জুড়ে ফুলে রয়েছে মাংসল পিণ্ডটা, বিবর্ণ, মোটা; গায়ের শিরাগুলো চেনা যাচ্ছে। গত রাতের চেয়ে আকারে নিশ্চয়ই দ্বিগুণ হয়েছে ওটা, প্রায় কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছে। আমি ড. রেমণ্ডের দিকে তাকালাম। উনি ডানে

বামে মাথা নাড়লেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম শ্যারনের বিছানার ধারে, ওর হাতে হাত রাখলাম। ভীষণ-ঠাণ্ডা শরীর। মৃদু কেঁপে উঠল শ্যারন, আধখানা চোখ মেলল।

'শ্যারন?' নরম গলায় ডাকলাম আমি, 'এই যে আমি–তোমার অলি ভাই।'

'হ্যালো,' ফিসফিস করল ও। 'হ্যালো, অলি ভাই।'

সামনে ঝুঁকে এলাম। 'শ্যারন, আমি জাহাজটার খোঁজ পেয়েছি। লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। বই খুঁজে ওই জাহাজের ছবি বের করেছি।'

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল শ্যারন। 'আপনি–ওটার খোঁজ পেয়েছেন?'

'ওটা একটা ওলন্দাজ জাহাজ, শ্যারন। ১৬৫০ সালে তৈরি করা হয় ওই জাহাজ।'

'ওলন্দাজ?' দুর্বল গলা শ্যারনের। 'আমি জানতাম না ওটা কোথাকার জাহাজ।'

'তুমি শিওর, শ্যারন? তুমি শিওর যে ওই জাহাজে কোনদিন চড়োনি?'

মাথা নাড়ার চেষ্টা করল শ্যারন কিন্তু বিকট ফোলা টিউমারের কারণে পারল না। ওর ঘাড়ের পেছনে ফ্যাকাসে, বিশ্রী একটা ফলের মত লাগছে দেখতে।

ড. রেমণ্ড আমার কাঁধে হাত রাখলেন। 'মনে হয় না ওর সঙ্গে কথা বলে খুব একটা লাভ হবে, মি. অলোক। চলুন, যাই।'

আমি শ্যারনের কব্জি আরও জোরে চেপে ধরলাম। 'শ্যারন, ডি বুট সম্পর্কে তুমি কিছু জানো? মিজনহির?'

'কী?' অনুচ্চ গলায় জানতে চাইল ও।

'*ডি বুট*, শ্যারন, *ডি বুট*।'

চোখ বুজল মেয়েটি। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ বিছানায় কী যেন একটা নড়ে উঠল। ফুলে ওঠা সাদাটে টিউমার অকস্মাৎ মোচড় খেয়েছে, যেন ওটার ভেতরে জ্যান্ত কিছু আছে।

'ওহ্, ক্রাইস্ট,' বললেন ড. রেমণ্ড। 'মি. অলোক, আপনি বরং–'

'আ আ আ আহ্' গুঙিয়ে উঠল শ্যারন। 'আ আ আ আ আহ্।'

ওর আঙুল খামচে ধরল বিছানার চাদর, মাথাটা ওপরে তোলার চেষ্টা করল শ্যারন। টিউমার আবার মোচড় খেতে লাগল যেন. ওটা মেয়েটির মাথার পেছনটা খামচাচ্ছে, মোচড়াচ্ছে।

'আ আ আ আ আ আহ্!' আর্তনাদ ছাড়ল শ্যারন। **'ডি বু উ উ উ উ উ ট!'**

আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল শ্যারন। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ও চোখ ওর নয়, অন্য কারও—লাল টকটকে, ক্রুদ্ধ এবং ভয়ংকর। এদিকে ড. রেমণ্ড নার্সদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েই সিরিঞ্জে সিডেটিভ ঢোকাতে শুরু করেছেন। শ্যারনের ভীষণ রক্তচক্ষুর দিকে দ্বিতীয় বার তাকাতে সাহস হলো না আমার। আমি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে চলে এলাম। শুনলাম ভেতরে অমানুষিক গলায় চিৎকার করে চলেছে শ্যারন, ধস্তাধস্তি করছে। নিজেকে বড্ড অসহায় এবং একাকী লাগল আমার।

তিন

কিছুক্ষণ পরে ড. রেমণ্ড গ্লাভস আর মাস্ক খুলতে খুলতে বেরিয়ে এলেন শ্যারনের ঘর থেকে। আমি দ্রুত পা চালিয়ে চলে এলাম তাঁর কাছে।

'আমি দুঃখিত,' বললাম ডাক্তারকে। 'বুঝতে পারিনি এরকম একটা কাণ্ড ঘটবে।'

থুতনি ঘষলেন রেমণ্ড। 'দোষ আপনার বা আমার কারোরই নয়। ওকে হালকা সিডেটিভ দিয়ে এসেছি। ঘুমিয়ে পড়বে।'

চেঞ্জিং-রুমে গিয়ে সার্জিকাল রোব খুলে ফেললাম দু'জনে। 'আমাকে যে ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাবনায় ফেলেছে, মি. অলোক, তা হলো', বললেন ড. রেমণ্ড, 'আপনি ওই শব্দগুলো উচ্চারণ করা মাত্র

মেয়েটি কেমন ভয়ংকর হয়ে উঠল। অথচ এর আগেও ও শান্তই ছিল। কিন্তু আপনার কথাগুলো যেন আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে।'

'ওর আরচণ দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে,' সায় দিলাম রেমণ্ডের কথায়। 'কিন্তু এরকম কেন ঘটল? শ্যারনের মত স্বাভাবিক, বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে প্রাচীন একটি ওলন্দাজ জাহাজের কথা শুনে এরকম খেপে উঠল কেন?'

ড. রেমণ্ড চেঞ্জিংরুমের দরজা খুলে দিলেন। আমাকে নিয়ে চলে এলেন এলিভেটরের সামনে।

'এ প্রশ্ন আমাকে করে লাভ নেই,' বললেন তিনি। 'কারণ আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপরে এক্সপার্ট আপনি, আমি নই।'

আঠারো তলার বোতামে চাপ দিলেন ড. রেমণ্ড।

'এক্স-রে কী বলছে?' জানতে চাইলাম আমি। 'অপারেটিং থিয়েটারে যে জিনিস নিয়ে গেলেন?'

'তেমন পরিষ্কার কিছু বোঝা যায়নি,' জবাব দিলেন রেমণ্ড। 'মনে হচ্ছে টিউমারের মধ্যে একটি ভ্রুণ আছে। আসলে বলা উচিত ভ্রুণের মত একটা জিনিস। হাড় এবং মাংসের একটা বৃদ্ধি ঘটছে ওটার ভেতরে, সিসটেমেটিক একটা প্যাটার্ন নিয়ে গড়ে উঠছে, যেভাবে ভ্রুণের মধ্যে শারীরিক পূর্ণতা পেতে থাকে শিশু। কিন্তু ওটা মানুষ কিনা আমি জানি না। আমি গাইনোকলজিস্ট বিশেষজ্ঞকে খবর দিয়েছি। কিন্তু উনি আগামীকালের আগে আসতে পারবেন না।'

'কিন্তু তার আগেই যদি কোনও অঘটন ঘটে যায়? শ্যারনকে—ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল ওর আয়ু বোধহয় আর বেশি নেই।'

এলিভেটরের উজ্জ্বল আলোয় চোখ পিট-পিট করলেন ড. রেমণ্ড। 'হ্যাঁ, আমারও তেমনই আশংকা। কিন্তু ওর জন্য কিছু একটা তো করতেই হবে।'

আঠারোতলায় পৌঁছে গেছে এলিভেটর। আমরা বেরিয়ে এলাম। ড. রেমণ্ড আমাকে নিয়ে তাঁর অফিসে ঢুকলেন। সোজা এগিয়ে গেলেন ফাইলিং কেবিনেটে, হুইস্কির একটা বোতল বের করলেন। দুটো গ্লাসের কানায় কানায় ভরে দিলেন মদে, আমরা বসে নীরবে মদ্যপান করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে রেমণ্ড বললেন, 'ব্যাপারটা হাস্যকর শোনাতে পারে,

তবে কী জানেন, মি. অলোক, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্নের সঙ্গে এই টিউমারের একটা সম্পর্ক রয়েছে।'

'কীরকম?'

'দুটোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়। আপনারা, স্পিরিচুয়ালরা হয়তো ভাববেন টিউমারটির জন্য দুঃস্বপ্নটাই দায়ী। কিন্তু আমার বিশ্বাস–টিউমার এই দুঃস্বপ্নের জন্য দায়ী। তবে ঘটনা যা-ই হোক না কেন, দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে যত জানা যাবে পরিস্থিতি ততই পরিষ্কার হয়ে আসবে আমাদের কাছে।'

নির্জলা হুইস্কির তরল আগুন এক ঢোক চালান করে দিলাম পেটে।

'আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব করেছি, ড. রেমণ্ড। জাহাজটার অবস্থান খুঁজে বের করেছি। যদিও জাহাজটার কারণেই শ্যারনের উন্মাদনা চাক্ষুস করতে হলো। কিন্তু এরপর আমাদের গন্তব্য কোথায় আমি তো বলেইছি প্রকৃত অকাল্টের প্রশ্নে আমি নিতান্তই এক হাতুড়ে ছাড়া কিছু নই। বুঝতে পারছি না। আর কী করার আছে আমার।'

চিন্তামগ্ন দেখাল ড. রেমণ্ডকে। 'ধরুন, আমি যা করছি তা-ই আপনি করবেন, মি. অলোক। ধরুন, আপনি এক্সপার্ট একজন সহযোগী খুঁজে বের করবেন।'

'মানে?'

'সব জ্যোতিষই তো আর আপনার মত হাতুড়ে নয়। কারও কারও এসব জিনিস নিয়ে কাজ করার মত ট্যালেণ্ট নিশ্চয় আছে।'

আমি হাতের গ্লাসটি নামিয়ে রাখলাম টেবিলে। 'ড. রেমণ্ড, আপনি খুব সিরিয়াস, তাই না? আপনি সত্যি বিশ্বাস করছেন এখানে আধিভৌতিক কিছু ঘটেছে!'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'আমি তা বলিনি, মি. অলোক। আমি শুধু সমস্ত সম্ভাবনা যাচাই করে দেখার চেষ্টা করছি। চিকিৎসা বিজ্ঞান বহু আগে আমাকে শিক্ষা দিয়েছে কোনও কিছু অনাবিষ্কৃত অবস্থায় ফেলে রাখার পরিণতি হতে পারে মারাত্মক। একজন মানুষের জীবন যখন ঝুঁকির মুখে থাকে ওই সময় মনটাকে সংকীর্ণ করে রাখলে চলে না।'

'তা হলে আপনি কী করতে বলছেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'আমি এটাই চাইছি, মি. অলোক চৌধুরী, শ্যারন রেনল্ডসের

অসুস্থতার জন্য কে বা কারা দায়ী তা যদি সত্যি আপনি জানতে চান এবং মেয়েটাকে বাঁচাতে চান তা হলে প্রকৃত একজন অলোকদ্রষ্টাকে খুঁজে নিয়ে আসুন যে বলতে পারবে ওই হারামজাদা জাহাজটার আসল রহস্যটা কী।'

আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করে মাথা ঝাঁকালাম। আমার তো হারাবার কিছু নেই। বরং এ কাজটা করলে হয়তো অকাল্ট নিয়ে অনেক কিছু জানা যাবে। 'ঠিক আছে,' গ্লাসের শেষ হুইস্কিটুকু গলায় ঢেলে নিলাম। 'আমি রওনা হয়ে গেলাম।'

ফ্ল্যাটে এসে প্রথমেই ঢুকলাম রান্নাঘরে। রাইস কুকারে চাপিয়ে দিলাম ভাত। দ্রুত তালবেগুন কেটে নিলাম। ভাত সেদ্ধ হচ্ছে, ছেড়ে দিলাম দুটো হাঁসের ডিম। আরেকটা পাত্রে ডাল ফুটতে লাগল। সারা দিন কিছু খাইনি। খিদেয় আঁধার দেখছি চোখে। সবগুলো আইটেম তৈরি হতে একঘণ্টাও লাগল না। ফ্রিজে গাওয়া ঘি ছিল। জমে বরফ। ওভেনের আঁচে গলিয়ে নিলাম ঘি। তারপর সরু নাজিরশাল চালের ভাত, ঘন মুগের ডাল, বেগুন ভাজার সঙ্গে খাঁটি গব্যঘৃত আর সরষে তেল দিয়ে মাখানো ডিম ভর্তা (সঙ্গে ধনে পাতার কুচি) দিয়ে জম্পেশ যে একখানা ডিনার হলো না! খাওয়া শেষে তৃপ্তির মস্ত একটা ঢেকুর তুলে মনে মনে বললাম, বহুদিন এমন সুখাদ্য খাইনি। খাওয়া শেষ করে বিয়ারের একটা ক্যান হাতে সিটিং রুমে এসে বসলাম। খিদের চোটে এতক্ষণ শ্যারন রেনল্ডসের কথা ভুলেই গেছিলাম। এখন বসার ঘরের অন্ধকার কোণগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবলাম আনাচে-কানাচে মিসেস হার্জের ওপর ভর করা কোনও ভূত-টূত লুকিয়ে নেই তো। যদিও ডাক্তার রেমণ্ডকে বলেছি ভূতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় অশরীরী কোন কিছু নিশ্চয় আছে।

ঠাণ্ডা বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিতে দিতে আমার খালাতো বোন জিনিয়াকে ফোন করলাম। আমার আমেরিকা আসার ব্যাপারে এই বোনটি আমাকে স্পন্সর দিয়ে সাহায্য করেছিল। ওদের বাড়িতেই ছিলাম দীর্ঘ দিন। জিনিয়ার ছেলে পুলে নেই। আমেরিকান স্বামী ম্যাক ফোর্ডকে নিয়ে সুখেই আছে। জিনিয়া আমার চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোট। ওর একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে। ওখানে আমি কিছুদিন

কাজ করেছি আগেই বলেছি। বলতে ভুলে গেছি জিনিয়া ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে এবং মিডিয়াম হিসেবে অসাধারণ।

ফোন ধরল ম্যাক। 'কে বলছেন?' গম্ভীর গলা।

'আমি অলোক চৌধুরী। জিনিয়া আছে? ওকে একটু দাও তো। সাংঘাতিক দরকার।'

'আরে, অলি ভাই।' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাক। 'এতদিন পরে আমাদের কথা মনে পড়ল?'

'তোমাদের কথা প্রায়ই মনে হয় কিন্তু কাজের চাপে ফোন করা হয় না। চলছে কেমন তোমাদের?'

'খারাপ না,' জবাব দিল ম্যাক। 'একটু ধরুন। জিনিয়া এসেছে।'

জিনিয়ার খসখসে গলা শুনতে পেলাম ফোনে। অভিমান কণ্ঠে। 'তোমার তো কোনও খবরই নেই, অলি ভাই। সেই যে গত ঈদে এসেছিলে তারপর থেকে লাপাত্তা। ছোট বোনটাকে একদম ভুলে গেছ!'

'না রে, ভুলিনি। তোদেরকে কি ভোলা যায়? স্রেফ সময়ের অভাবে যোগাযোগ করা হয় না।'

'তো তোমার খবর কী বলো? কাজ ছাড়া যে ফোন করনি সে তো জানিই।'

'ঠিকই ধরেছিস,' মোলায়েম গলায় বললাম। তারপর সিরিয়াস করে তুললাম কণ্ঠ। 'তোর সাহায্য খুব দরকার।'

'কী রকম সাহায্য?'

'আমার এক ক্লায়েন্ট খুব অসুস্থ। এখন-তখন দশা। সে ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখছে। আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলছেন এর সঙ্গে আধিভৌতিক কোনও ব্যাপার জড়িত থাকতে পারে।'

শিস দিল জিনিয়া। 'ডাক্তার? আমি কখনও শুনিনি ডাক্তাররা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে।'

'আমি বলিনি তো যে এসবে তাঁদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু এ ব্যাপারটা তাঁদেরকে একদম হতভম্ব করে তুলেছে। মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্য তাঁরা এখন যে কোনও কিছু করতে রাজি। শোন, জিনিয়া, আমার একজন লোক দরকার যে আধিভৌতিক ব্যাপারগুলো ভাল বোঝে। আমার এমন একজন জ্যোতিষী দরকার যে নিজের কাজে

খুবই দক্ষ, আধিভৌতিক বিষয়গুলো সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা রাখে। এরকম কেউ তোর চেনা-জানা আছে?'

একটু চুপ করে থেকে জিনিয়া বলল, 'এ দেশে জ্যোতিষীর অভাব নেই। কিন্তু তারা প্রায় সবাই তোমার মত হাতুড়ে। 'হাতুড়ে' শব্দটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল। 'কিছু মনে কোরো না।'

'আরে না এতে মনে করার কী আছে। আমি তো আমার সীমাবদ্ধতা জানি।'

'আচ্ছা, তুমি ফোনটা একটু ধরো। দেখছি তোমার পছন্দের লোকের খোঁজ দিতে পারি কিনা।'

আমি ফোনে শুনতে পেলাম পৃষ্ঠা ওল্টানোর শব্দ। জিনিয়া নিশ্চয় ওর অ্যাড্রেস বুক উল্টে দেখছে। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এল ফোনে।

'দুঃখিত, অলি ভাই। তেমন কাউকে পেলাম না। এদের কেউ কেউ ভাল হস্তরেখাবিদ কিন্তু আধিভৌতিক ব্যাপারে এদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই।'

আমি নখের ডগা কামড়াতে কামড়াতে বললাম, 'তা হলে তুই?'

'আমি? আমি কোনও এক্সপার্ট নই। আমি সাইকিক পাওয়ার সম্পর্কে খুব কমই জানি।'

'জেনি,' বললাম আমি। 'কাজটা তুই আমাকে করে দে, বোন। তুই তো জেনুইন একজন সাইকিক। তোকে শুধু বের করতে হবে এই সংকেত বা দুঃস্বপ্নের অর্থ কী, এগুলো আসছে কোত্থেকে। একটা ক্লু পেলেই হলো। বাকি কাজ আমি গোয়েন্দাদের স্টাইলে সেরে ফেলব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিনিয়া। 'অলি ভাই, আমি খুব ব্যস্ত। জানোই তো তুমি চলে যাবার পরে আমরা দোকানে আর লোকজন রাখিনি। রাখিনি সামর্থ্য নেই বলে। তা ছাড়া আজ আমার একটি ডিনার পার্টিতে দাওয়াত আছে। কাল দোকানের কিছু মাল কিনতে শহরে যেতে হবে। সোমবার ম্যাকের বোন আসবে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে। বাচ্চাকাচ্চাসহ। সঙ্গত কারণেই ওরা আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গ চাইবে। কাজেই বুঝতেই পারছ, আমার হাতে একদম সময় নেই।'

'জেনি,' বললাম আমি, 'একটি মেয়ে মরতে বসেছে। মেয়েটি এ মুহূর্তে সিস্টারস অভ জেরুজালেম হাসপাতালের কেবিনে

মৃত্যুশয্যায়। মেয়েটির দুঃস্বপ্নের রহস্য বের করতে না পারলে ওকে বাঁচানো যাবে না।'

'অলি ভাই, এ শহরের মেয়েদেরকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তো আমার নয়। এটা একটা বিরাট শহর। এখানে প্রতিদিন মানুষ মরছে।'

আমি রিসিভারটিকে এমন জোরে মুঠিতে চেপে ধরলাম যেন ওটার শ্বাসরোধ করে মারতে চাইছি। 'প্লীজ, জেনি। শুধু আজকের রাতটা। কয়েক ঘণ্টার জন্য। আমার জন্য তো অনেক করেছিস। আবার না হয় একটু সময় নষ্ট করলি। প্লীজ!'

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে ম্যাকের সঙ্গে অল্পক্ষণ চাপা স্বরে কী যেন আলাপ করল জিনিয়া, তারপর ফিরে এল লাইনে।

'ঠিক আছে, অলি ভাই। আমি আসছি। কোথায় আসব বলো?' ঘড়িতে চোখ বুলালাম। 'প্রথমে আমার বাসায় চলে আয়। এখান থেকে আমরা মেয়েটার বাসায় যাব। ওই বাড়িতে বসেই মেয়েটা স্বপ্ন দেখত। তার খালাও একই স্বপ্ন দেখেছে তবে অতটা ভয়ানক নয় তাঁর স্বপ্ন। জেনি, জোর করে তোকে এর মধ্যে ঢোকাচ্ছি। তবু যে আসছিস সে জন্য ধন্যবাদ।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' ফোন রেখে দিল জিনিয়া।

জিনিয়ার খুব ভাল সাইকিক পাওয়ার আছে। ও তুলা রাশির জাতিকা। আর তুলা রাশির জাতিকারা সহজেই প্রেতলোক থেকে আত্মা ডেকে আনতে পারে। জিনিয়ার এ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা খুব কম মানুষই জানে। ও জানাতে চায়নি বলেই জানে না।

এখন আমার কাজ হলো শ্যারনের খালা মিসেস ক্রেমারকে একটা ফোন করা। উনি নিশ্চয় ফোনের পাশে বসে ছিলেন ভাগ্নির খবর শোনার জন্য কারণ রিং হওয়া মাত্র সাড়া দিলেন।

'মিসেস ক্রেমার? অলোক চৌধুরী বলছি।'

'মি. চৌধুরী? সরি, আমি ভেবেছিলাম হাসপাতাল থেকে কেউ ফোন করেছে।'

'শুনুন, মিসেস ক্রেমার, আমি আজ আপনার বোনঝিকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সে সাংঘাতিক দুর্বল। তবে ডাক্তাররা বলেছেন ওর সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেলে ওকে প্রাণে রক্ষা করা

সম্ভব।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'মনে আছে নিশ্চয় গতকাল ফোন করে আপনার স্বপ্নের ধরন সম্পর্কে আমি জানতে চেয়েছিলাম। সাগর সৈকতের স্বপ্নটা। শ্যারন আমার কাছে এসেছিল। বলেছে যে অবিকল আপনার মত একটা স্বপ্ন দেখছে। ডাক্তারদের ধারণা, এটা সম্ভব যে স্বপ্নের মধ্যে যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায় তা হলে সে ক্লু ধরে তাঁরা শ্যারনকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন।'

'আপনার কথার অর্থ এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি, মি. চৌধুরী। ড. রেমণ্ড নিজে আমাকে ফোন করলেন না কেন?'

'ফোন করেননি কারণ তাঁর পক্ষে ফোন করা সম্ভব ছিল না।' ব্যাখ্যা দিলাম আমি। 'উনি একজন মেডিকেল স্পেশালিস্ট। তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যদি কেউ জানতে পারেন ড. রেমণ্ড চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে আধিভৌতিক বিষয়গুলোকে মিশিয়ে ফেলছেন, সঙ্গে সঙ্গে বেচারা চাকরি হারাবেন। কিন্তু তিনি শ্যারনকে সুস্থ করে তুলতে চান। এবং এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে আন্তরিকতার কোনও অভাব নেই। এ জন্যই আপনারা দু'জনে যে স্বপ্নটা দেখছেন সে ব্যাপারে আরও বিশদ জানাটা জরুরী হয়ে পড়েছে।'

মিসেস ক্রেমারের কণ্ঠে একসঙ্গে উৎকণ্ঠা এবং বিস্ময় ফুটল। 'কিন্তু আপনারা ওটা করবেন কীভাবে? স্বপ্নের কারণে মানুষের টিউমার হয় কী করে?'

'মিসেস ক্রেমার, মানুষের মন এবং শারীরিক অবস্থার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার বহু প্রমাণ আছে। আমি বলছি না যে শ্যারনের টিউমার হয়েছে মানসিক চাপে। তবে এরকম হওয়া বিচিত্র নয় যে টিউমারের প্রতি ওর মানসিক চাপটা ওকে সুস্থ হতে দিচ্ছে না। কাজটা ডাক্তারদের জন্য আরও কঠিন হয়ে উঠছে। এটা শ্যারনকে কেন এমন দুর্দশায় ফেলে দিল, এবং এটা কী জিনিস তা না জানা পর্যন্ত তাঁরা টিউমার অপারেশনের সাহস পাচ্ছেন না।'

'ঠিক আছে, মি. চৌধুরী,' শান্ত গলায় বললেন বৃদ্ধা, 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন?'

'আমি আমার এক খালাতো বোনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। সে

একজন মিডিয়াম।' বললাম আমি। 'আপনার বাড়িতে আমরা একটি প্রেত-বৈঠক করব। আমার খালাতো বোন তা হলে বুঝতে পারবে ওখানে কোনও ভাইব্রেশন আছে কিনা।'

'ভাইব্রেশন? কী ধরনের ভাইব্রেশন?'

'যে কোনও ভাইব্রেশন, মিসেস ক্রেমার। না দেখা পর্যন্ত বোঝার জো নেই।'

ও প্রান্তে কী যেন ভাবছেন ভদ্রমহিলা। তারপর বললেন, 'শ্যারন এমন অসুস্থ, এদিকে ওর বাবা-মাও কাছে নেই। এখন আমার বাড়িতে প্রেত-বৈঠক-ফৈঠক করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। ওঁরা শুনলেই বা কী বলবেন?'

'মিসেস ক্রেমার,' বললাম আমি। 'শ্যারনের বাবা-মা যদি শোনেন আপনি তাঁদের মেয়ের মঙ্গলের জন্য এসব করছেন, তাঁরা কোনও আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। প্লীজ, মিসেস ক্রেমার। ব্যাপারটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ।'

'ঠিক আছে, মি. চৌধুরী। কখন আসতে চাইছেন?'

'এক ঘণ্টার মধ্যে। ধন্যবাদ, মিসেস ক্রেমার। আপনি খুব ভাল।'

নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করলেন বৃদ্ধা। 'আমি যে ভাল তা আমি জানি, মি. চৌধুরী। তবে আপনি যে কাজটা করতে যাচ্ছেন সেটার ফলাফল ভাল হলেই হলো।'

সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা সবাই হাজির হয়ে গেলাম ইস্ট এইটি সেকেণ্ডে, মিসেস ক্রেমারের অ্যাপার্টমেন্টে। বৃহদায়তন, উষ্ণ, সুসজ্জিত একটি বাড়ি—গদিঅলা বড় আর্মচেয়ার, সেটী, মোটা লাল টকটকে মখমলের পর্দা, অ্যান্টিক টেবিল এবং চিত্রকর্ম দিয়ে সাজানো। সবকিছুতেই যেন প্রাচীন একটা গন্ধ।

মিসেস ক্রেমার ভঙ্গুর চেহারার এক বৃদ্ধা, এক মাথা কাশফুল সাদা চুল, বলীরেখা পড়া চেহারাটা একসময় সুন্দর ছিল বোঝা যায়, পরনে মেঝে ছুঁই ছুঁই সিল্কের পোশাক। তিনি আংটি পরা নরম হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন আমাদের দিকে। জিনিয়া এবং ম্যাকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম।

'আশা করি আমরা যা করতে যাচ্ছি তাতে শ্যারনের ভাল বই মন্দ

হবে না।' বললেন তিনি।

জিনিয়ার স্বামী ম্যাক ক্রফোর্ড বেশ লম্বা। মুখ ভর্তি দাড়ি। পরনে বহু দিনের ব্যবহৃত ডেনিম। সে অ্যাপার্টমেন্ট ঘুরে ঘুরে দেখছে। চেয়ারগুলো কতটা নরম পরখ করতে ধুপধাপ বসেও পড়ছে। জিনিয়া জর্জেটের কালো একটা শাড়ি পরেছে। ও এমনিতেই কম কথা বলে। আজ মুখে যেন তালা মেরে রেখেছে। জিনিয়া ফর্সা, রোগা। ডাগর এক জোড়া কালো চোখ। ফোলা ঠোঁট দুটো দেখলে মনে হয় ধমক খেলেই কেঁদে ফেলবে।

'আপনার গোল কোনও টেবিল আছে, মিসেস ক্রেমার?' অবশেষে মুখে রা ফুটল জিনিয়ার।

'ডাইনিং টেবিলটা ব্যবহার করতে পারেন,' বললেন মিসেস ক্রেমার। 'তবে দেখবেন দাগ-টাগ যেন না পড়ে। আসল অ্যান্টিক চেরিউডের টেবিল।'

তিনি আমাদেরকে ডাইনিং-রুমে নিয়ে এলেন। টেবিলটা কালো, চকচকে। ওটার ওপরে কাঁচের ঝাড়বাতি ঝুলছে। ঘরের দেয়াল গাঢ় সবুজ কাগজ দিয়ে মোড়া, সারা কামরায় আয়না আর তৈলচিত্রের ছড়াছড়ি।

'এতেই বেশ চলবে,' বলল জিনিয়া। 'আমরা এখুনি শুরু করে দেব কাজ।'

আমরা চারজন টেবিল ঘিরে বসলাম। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছি। ম্যাক তার বউয়ের আধিভৌতিক কাণ্ডকারখানার সঙ্গে পরিচিত। যদিও এসবে তেমন বিশ্বাস নেই তার। সে টেবিলে বসেই বলতে লাগল, 'এখানে কেউ আছেন? এখানে কেউ আছেন?'

'চুপ করো,' বলল জিনিয়া। 'অলি ভাই, তুমি বাতিগুলো একটু নিভিয়ে দাও।'

আমি টেবিল ছাড়লাম। নিভিয়ে দিলাম সবগুলো আলো। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ডাইনিং-রুম। আমি আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে ফিরে এলাম নিজের জায়গায়। অন্ধের মত খুঁজলাম মিসেস ক্রেমার এবং ম্যাকের হাত। আমার বামে পুরুষালী শক্ত হাত। ডানে নরম মেয়েলী হাত। এমন নিকষ আঁধার যেন কালো একটা কম্বল চেপে ধরা হয়েছে আমার মুখের ওপর।

'এখন সবাই মনোসংযোগ করো,' নির্দেশ দিল জিনিয়া। 'এ কামরায় যে আত্মারা আছে তাদের ওপর মনোসংযোগ করো। ভাবো তারা এখানে, বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-বেদনার কথা ভাবো। কল্পনা করো তারা আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি এমন কোনও আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করব যার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পাওয়া যাবে।'

আমরা টেবিল ঘিরে, হাতে হাত রেখে বসেছি। জিনিয়া বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। ঘরে যে সব আত্মা ঘোরাফেরা করছে তাদের ওপর মনোনিবেশের প্রাণপণ চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু যারা আত্মা-ফাত্মায় বিশ্বাস করে না তাদের জন্য এ কাজটি কঠিন বৈকি। মিসেস ক্রেমার আমার পাশে বসেছেন। তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ম্যাকের হাত আমার হাতের ওপর অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে। তবে ও হাতটা যে ছেড়ে দেয়নি তা-ই ভাগ্যি। শুনেছি প্রেত-বৈঠক শুরু হবার পরে কোনও ভাবেই ভাঙা যাবে না সার্কেল।

'আমাকে সাহায্য করতে পারেন এমন একজন আত্মাকে ডাকছি,' বলল জিনিয়া। 'আমাকে সাহায্য করতে পারেন এমন একজন আত্মাকে ডাকছি।'

আমার মনোসংযোগ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল, মনে করতে লাগলাম সত্যি কেউ বা কিছু একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের চারপাশে। একটা ভাইব্রেশন আছে ঘরে যেটা আমাদের ডাকে সাড়া দেবে। আমাদের সার্কেলের সবার নাড়ির স্পন্দন টের পাচ্ছি আমার হাতে, অনুভব করছি আমাদের সবার শরীর এবং মন একটি পূর্ণাঙ্গ সার্কিটে যোগ দিয়েছে। একটা স্রোত যেন বইতে শুরু করেছে টেবিল ঘিরে, স্রোতটা বয়ে যাচ্ছে আমাদের হাত, মস্তিষ্ক এবং শরীরের মাঝে, বৃদ্ধি করে চলেছে শক্তি।

'কালেম এস্ট্রাডিম, ইকোনা পুরিস্টা,' ফিসফিস করল জিনিয়া। 'ভেনোরা, ভেনোরা, অপ্টু লুমিনারি।'

অন্ধকার জমাট পিচের মত সেঁটে রয়েছে কামরায়, সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব যেন নেই দুনিয়ায়, আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে শুধু নাড়ির স্পন্দন।

'স্পিরিটা হ্যালোস্টিম, ভেনোরা সুইম,' জোরে জোরে শ্বাস

ফেলছে জিনিয়া। 'কালেম এস্ট্রাডিম, ইকন পুরিস্টা ভেনোরা।'

হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন খুলে দিয়েছে দরজা। ঘরে শীতল দমকা হাওয়া ঢুকে ঝাপটা দিল পায়ের গোড়ালিতে।

'ভেনোরা, ভেনোরা, অপ্‌টু লুমিনারি,' মৃদু গলায় আউড়ে চলেছে জিনিয়া। ' ভেনোরা, ভেনোরা, স্পিরিটা হ্যালেস্টিম।'

অন্ধকারে মনে হলো কেউ ধীর গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমে ভাবলাম চোখ অন্ধকার সয়ে নিচ্ছে তাই এরকম দেখছি। জিনিয়া, ম্যাক এবং মিসেস ক্রেমারের ছায়া ছায়া আকারগুলো আঁধারে যেন একত্রিত হয়ে একটা কাঠামো তৈরি করল। দেখতে পেলাম ওদের চোখ জ্বলজ্বল করছে। আমাদের মাঝখানে টেবিলটা যেন অতল এক কালো পুকুর।

মুখ তুলে চাইলাম। বুঝতে পারলাম চোখ নয়, আসলে জ্বলতে শুরু করেছে টেবিলের ওপরের ঝাড়বাতি। আবছা, সবুজ একটা আলো ছড়াচ্ছে। বাল্বের ফিলামেণ্টগুলো স্রোতের মধ্যে যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে, মিটমিট করছে। গরমের রাতে জোনাকি পোকার মত। কিন্তু এখন গ্রীষ্মকাল নয় আর এখানে যে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত বইছে তা ঘরটাকে ক্রমে শীতলতর করে তুলছে।

'আপনি কি এসেছেন?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল জিনিয়া। 'আমি আপনার আগমনের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আপনি কি আছেন এখানে?'

খসখসে একটা শব্দ হলো, কেউ যেন পা ঘষটে ঘষটে ঢুকছে ঘরে। কসম খেয়ে বলছি–নিঃশ্বাস নেয়ার শব্দ পেলাম আমি–ফোঁস করে শ্বাস ফেলল কেউ। তবে আমাদের মধ্যে যে কেউ নয় সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

'আপনি কি এখানে আছেন?' আবার জানতে চাইল জিনিয়া। 'আপনার উপস্থিতি টের পাচ্ছি। আপনি আছেন কি?'

দীর্ঘ নীরবতা। আঁধারে মিটমিট জ্বলছে ঝাড়বাতি, এবারে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ আরও পরিষ্কার এবং জোরালো শোনাল।

'কথা বলুন,' অনুনয় করল জিনিয়া। 'আপনার পরিচয় দিন। আমি আপনাকে আদেশ করছি কথা বলার জন্য।'

বদলে গেল নিঃশ্বাসের আওয়াজ। কর্কশ এবং আরও জোরালো হয়ে উঠল, প্রতিবার শ্বাস ফেলার সময় দপদপ করে উঠল ঝাড়বাতির

বাল্বের শিখা। চেরিউড টেবিলে ওটার সবুজাভ প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি আমি। মিসেস ক্রেমার এত জোরে আমার হাত চেপে ধরেছেন, নখ বসে গেছে মাংসে। যদিও ব্যথা টের পাচ্ছি না। ঘরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, শীতল সেই বাতাসটা গোড়ালি ছুঁয়ে এবারে আমার হাঁটুতে উঠে এল।

'কথা বলুন,' পুনরাবৃত্তি করল জিনিয়া। 'বলুন কে আপনি?'

'ক্রাইস্ট,' অধৈর্য গলা ম্যাকের। 'এসব–'

'শ্‌শ্‌শ্‌,' বললাম আমি তাকে। 'দাঁড়াও ম্যাক। ওটা আসছে।'

ওটা সত্যি আসছে। টেবিলের মাঝখানে স্থির দৃষ্টি আমার, টেবিলের কয়েক ইঞ্চি ওপরে কী যেন কেঁপে উঠল। আমার ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল দেখে বাতাসটা একটা মোচড় খেয়ে দ্রুত একটা আকার গঠন করতে চলেছে।

নিঃশ্বাসের শব্দ গভীর এবং উচ্চকিত হয়ে কাছিয়ে এল, যেন সত্যি কেউ আমার কানের ওপর শ্বাস ফেলছে। ঝাড়বাতির মিটমিটে আলো ক্রমে ম্লান হয়ে এল, তবে আমাদের সামনে সাপের মত মোচড় খেতে থাকা বাতাস থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

ওটার নীচে, কাঠের টেবিলের ঠিক সারফেসের ওপর খাড়া হতে লাগল একটা পিণ্ড। উত্তেজনায় এত জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম, কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। রক্তের স্বাদ পেলাম মুখে। ভয়ে অবশ হয়ে গেছে আমার শরীর কিন্তু পিণ্ডটার ওপর থেকে চোখ সরিয়েও নিতে পারছি না। সার্কেলের শক্তি আমাদেরকে নড়াচড়া করতে দিচ্ছে না, বসে বিস্ফারিত চোখে ভয়ংকর দৃশ্যটা দেখতে হচ্ছে।

টেবিলের কালো চকচকে কাঠ একটা মানুষের চেহারায় রূপ নিল, চোখ বোজা। মুখ নয় যেন মৃত্যুর মুখোশ।

'গুড,' আঁতকে উঠল ম্যাক। 'কী এটা?'

'চুপ,' ফিসফিস করল জিনিয়া। বাতাসের অস্বাভাবিক আলোয় ওর ফর্সা মুখটা ফ্যাকাসে লাগছে। 'ব্যাপারটা আমাকে সামলাতে দাও।'

কাঠের জমাট বাঁধা মুখটার দিকে ঝুঁকল জিনিয়া।

'কে আপনি?' প্রায় আলাপের সুরে জিজ্ঞেস করল ও। 'শ্যারন রেনল্ডসের কাছে কী চান?'

স্থির রইল মুখটা। ভয়ংকর দেখতে, কাটাকুটির গভীর দাগ

চেহারায়, বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি, ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকানো নাক, মোটা ওষ্ঠ।

'আপনি কী চান?' আবার প্রশ্ন করল জিনিয়া। 'আপনি কী খুঁজছেন?'

আমার দেখার ভুলও হতে পারে তবে মনে হলো কালো কাঠের ঠোঁট জোড়া যেন বেঁকে গেল, হাসল নিঃশব্দে। আত্ম-তৃপ্তির হাসি। মুখটা কয়েক সেকেণ্ড রইল ওখানে, তারপর মিলিয়ে গেল বাতাসে। চকচকে পালিশ করা টেবিলে আর কিছু নেই।

গা ছমছমে আলোটা নিভে গেল, আমরা আবার ডুবে গেলাম অন্ধকারে।

'অলি ভাই,' বলল জিনিয়া। 'জলদি আলো জ্বালো।'

ম্যাকের হাত ছেড়ে দিলাম আমি, মিসেস ক্রেমারের হাতের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সিধে হলাম। আর ঠিক তখন মড়াৎ করে কোন কিছু ফেটে যাবার বিকট একটা শব্দ হলো, চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলে উঠল একটা আলো, ঝনঝন শব্দে জানালাগুলোর কাচ ভাঙল যেন বোমা পড়েছে কামরায়। ভাঙা টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। বাইরের তুষার ঢাকা রাতের হিম শীতল বাতাস হুহু করে ঢুকছে ভাঙা জানালা দিয়ে, পাগলের মত নাচানাচি করছে পর্দা। ভয়ে-আতংকে চিৎকার দিলেন মিসেস ক্রেমার।

আমি ছুটে গেলাম বাতির সুইচের দিকে। এক থাবড়ায় জ্বালিয়ে দিলাম সবক'টা সুইচ। ডাইনিং-রুমে যেন বয়ে গেছে হারিকেন ঝড়। মেঝে ভর্তি কাচের ভাঙা টুকরো, দেয়ালে বাঁকা হয়ে ঝুলছে পেইন্টিং, চেয়ারগুলো উল্টে আছে। চেরিউডের ডাইনিং টেবিল আড়াআড়ি ভাবে ফেটে চৌচির।

চেয়ার ছাড়ল ম্যাক। কার্পেটে ছড়ানো কাচের টুকরো সাবধানে বাঁচিয়ে হেঁটে এল। 'যথেষ্ট হয়েছে। আমার মুদি দোকানই ভাল, ভাই। আমি আর এসবের মধ্যে নেই।'

'অলি ভাই,' ডাকল জিনিয়া। 'মিসেস ক্রেমারকে এখান থেকে নিয়ে যাও।'

বৃদ্ধা নেতিয়ে পড়েছেন চেয়ারে। তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে এলাম। শুইয়ে দিলাম সেটীতে। তাঁর মুখটা

কাগজের মত সাদা, কাঁপছেন। তবে কোথাও লেগেছে বলে মনে হলো না। আমি ককটেল কেবিনেট থেকে তাঁর জন্য এক গ্লাস ব্রাণ্ডি ঢেলে নিয়ে এলাম। জিনিয়া বৃদ্ধাকে উঠে বসতে সাহায্য করল।

'ঘরটা কি আদৌ আস্ত আছে?' গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

'ঘরের সামান্য ক্ষতি হয়েছে, মিসেস ক্রেমার,' বললাম আমি। 'জানালার কাচ বোধহয় একটাও আস্ত নেই, আপনার কাচের তৈজসপত্রও কয়েকটা ভেঙেছে। টেবিলটাও ফেটে গেছে। তবে ওটা বোধহয় জোড়া লাগানো যাবে।

'কিন্তু ওটা কী ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'ওই মুখটা?'

জবাব দিল জিনিয়া। 'ওটা কী ছিল আমি নিজেও জানি না, মিসেস ক্রেমার। মিডিয়াম হিসেবে অতটা এক্সপার্ট আমি নই যে চেহারা দেখেই পরিচয় বলে দিতে পারব। তবে ওটা যা-ই হোক না কেন, অসম্ভব শক্তিশালী কেউ ছিল। সাধারণত আত্মাকে যা করতে বলা হয় তারা তা-ই করে। তবে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের আদেশ মানতে সে বাধ্য নয়।'

'জিনিয়া,' বললাম আমি। 'এটাই কি শ্যারনকে দুঃস্বপ্ন দেখাচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমার তা-ই ধারণা। ওর এমনই শক্তি, এ অ্যাপার্টমেন্টে এক ধরনের ভাইব্রেশন সৃষ্টি করেছে। আর সেটাই শ্যারন স্বপ্নে দেখেছে। ঘুমের সময় সবাই ভাইব্রেশনে সাড়া দেয়, এমনকী দুর্বল মানুষও। আর এটার মত শক্তিশালী জিনিস আমি জীবনে দেখিনি। প্রকৃত জাদুর শক্তি আছে ওটার।'

টেবিলে রাখা মিসেস ক্রেমারের রুপোর সিগারেট বক্স খুলে একটা সিগারেট নিলাম। সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'জাদুর শক্তি?'

'হুঁ।' জবাব দিল জিনিয়া। 'যে আত্মার ওরকম কন্ট্রোল করার ক্ষমতা আছে ওটা এমন কোনও ব্যক্তির আত্মা যে জীবদ্দশায় অকাল্ট নিয়ে কাজ করত। এমনও হওয়াও বিচিত্র নয় লোকটা বেঁচে আছে এবং সে যখন ঘুমিয়ে থাকে, ওই সময় তার আত্মাটা ঘুরে বেড়ায়। এরকম ঘটনা ঘটতেই পারে।'

'কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলল ম্যাক।

'জিনিয়া,' বললাম আমি। 'আজ রাতে যে জিনিসটা দেখলাম ওটা যদি সত্যি কোনও জাদুকরের আত্মা হয়ে থাকে তা হলে তো ভাবনার

কথা। কারণ আমি গতকাল রাতে ট্যারট কার্ড দেখছিলাম। আমার হাতে বারবার ম্যাজিশিয়ানের কার্ড উঠে আসছিল।'

চোখের ওপর থেকে ঝলমলে কালো চুল আঙুল দিয়ে ঠেলে সরাল জিনিয়া। 'সেক্ষেত্রে আমার ধারণা, যে-ই এসব করে থাকুক না কেন, সে জীবিত হোক বা মৃত, নিশ্চয় সে একজন জাদুকর।'

'উইচ–ডক্টর?' জিজ্ঞেস করল ম্যাক।

'হতে পারে। লোকটাকে দেখে মনে হয়েছে আফ্রিকান কালো চেহারার জন্য নয়, তার মোটা ঠোঁট জোড়া আফ্রিকানদের মত।'

মিসেস ক্রেমার ব্রাণ্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে শিরদাঁড়া টানটান করলেন। 'লোকটার চেহারা দেখে কিন্তু আমার আফ্রিকান মনে হয়নি। তার সঙ্গে ইণ্ডিয়ানদের মিল আছে।'

মটমট শব্দে আঙুল ফোটাল ম্যাক। 'ঠিক বলেছেন–ইণ্ডিয়ান। ওই বাঁকানো নাক, ঠোঁট, উঁচু চোয়াল। ও উইচ-ডক্টর নয়, মেডিসিনম্যান। ওঝা!'

উজ্জ্বল দেখাল জিনিয়ার চেহারা। 'শোনো। আমার কাছে ইণ্ডিয়ানদের ওপর কয়েকটা বই আছে। আমি বাসায় গিয়ে বইগুলো ঘেঁটে দেখছি মেডিসিনম্যানদের ওপর কিছু পাই কিনা। মিসেস ক্রেমার, আমরা কি এখন যেতে পারি? আপনি ভয়-টয় পাবেন না তো?'

'না, না। আপনারা যান,' বললেন বৃদ্ধা, 'আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি আজ রাতটা পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস রডরিকের সঙ্গে থাকব। আর শ্যারনের বাবা-মা তো কাল আসছেই। বইটই ঘেঁটে যদি এমন কিছু পাওয়া যায় যাতে উপকার হবে শ্যারনের, তা হলে আপনারা যত তাড়াতাড়ি কাজটা শুরু করবেন ততই মঙ্গল।'

জিনিয়ার বাড়ি চলে এলাম আমরা। ওর বাড়ির একটা ঘর ভর্তি শুধু বই আর পত্রিকা। সেই সঙ্গে আছে ট্যাপেস্ট্রি এবং ছবি। জিনিয়া ইণ্ডিয়ানদের ওপর লেখা বেশ কয়েকটি বই নামাল তাক থেকে। বাফেলো ম্যাজিক, রেইন ডান্স, যুদ্ধের সময়কার মন্ত্র ইত্যাদি ছাড়া মেডিসিনম্যানদের ওপর তেমন কিছু পেলাম না বইগুলোতে। এগারোটা বই ঘেঁটেও মিসেস ক্রেমারের টেবিলে ভেসে ওঠা মৃত্যু-

মুখোশ সম্পর্কে জানা গেল না কিছুই।

'হয়তো আমরা ভুল পথে ভাবছি,' বলল জিনিয়া। 'হয়তো আত্মাটি এখনকার সময়ের, যে এখনও বেঁচে আছে। ইণ্ডিয়ানদের নাক বাঁকানো থাকে বলে শুনিনি। ওটা কোনও ইহুদির নাকও হতে পারে।'

'আচ্ছা,' বললাম আমি জিনিয়াকে, 'তোর কাছে ইতিহাসের কোনও বই আছে? ওতে হয়তো ইণ্ডিয়ান আর মেডিসিনম্যানদের ক্রস-রেফারেন্স থাকতে পারে।'

জিনিয়া আরও কতগুলো বই ঘেঁটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুরুর দিকের উপনিবেশবাদের ওপর লেখা কয়েকটি বই বের করল। তিনটে ভল্যুম। প্রথম ভল্যুমে নিউ ইয়র্কের ইতিহাস। আমি সূচিতে চোখ বুলাতে লাগলাম ইণ্ডিয়ানদের ওপর কোনও লেখা আছে কিনা দেখতে।

ইণ্ডিয়ান সভ্যতা নিয়ে কিছু কথা লেখা আছে বইটিতে। ওই সময় লোকে স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের দেশী সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশের চেয়ে ভূমি দখল করতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। তবে বইটিতে একটি ছবি দেখে রীতিমত চমকে উঠলাম।

ছবিটি একটি দ্বীপের। তীরে সার বাঁধা কতগুলো ঘর, একটি উইণ্ডমিল, উঁচু দেয়াল ঘেরা একটি দুর্গও আছে। উপকূলে নোঙর করে রয়েছে কতগুলো জাহাজ, ক্যানো এবং জলিবোট দেখা যাচ্ছে। তীরে ভিড়ছে।

জাহাজের সারির মধ্যে সবচেয়ে বড় জাহাজটি শ্যারনের দুঃস্বপ্নের জাহাজের সঙ্গে মিলে যায়। ছবির নীচের বর্ণনাও দুটোর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করছে। ক্যাপশনে লেখা: নিউ আমস্টার্ডাম, ১৬৫১। ডাচ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর-জেনারেল্ এই ক্ষুদ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশে বাস করতেন।

আমি বইটি জিনিয়াকে দিলাম। 'ছবিটা দ্যাখ। শ্যারন অবিকল এ জাহাজের স্বপ্নই দেখত। ওই ক্যানোতে আধডজন ইণ্ডিয়ানও আছে। সাড়ে তিনশ' বছর আগে নিউ ইয়র্কের চেহারা ছিল এরকম।'

মনোযোগ দিয়ে বইটি দেখল জিনিয়া। 'অলি ভাই, হতে পারে আমরা আসলে এটাই খুঁজছিলাম। নিউ ইয়র্কে বা আমস্টার্ডামে অতবছর আগে হয়তো কোনও মেডিসিনম্যান বাস করত। শ্যারন হয়তো ওই লোকের ভাইব্রেশন একই জায়গা থেকে পেয়েছে যে

জায়গায় লোকটা বাস করত।'

'ঠিক বলেছ,' দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে মন্তব্য করল ম্যাক। 'ইস্ট এইটি সেকেণ্ড স্ট্রীটে নিশ্চয় কোনও ইণ্ডিয়ান গ্রাম ছিল।'

বসে ছিলাম, উঠে দাঁড়ালাম। বসে থাকতে থাকতে ধরে গেছে পিঠ। 'ডি বুট' রহস্যের মানে এখন পরিষ্কার, ডাচরা যখন ম্যানহাটানে উপনিবেশ গড়ে তোলে ওই সময় এই লোকটি, ধরে নেয়া যাক সে ছিল মেডিসিনম্যান, সে কোনও ইউরোপীয় শব্দ যদি শেখেও তো শিখেছে ওলন্দাজ শব্দ। 'ডি বুট মিজনহির', এর অর্থ জাহাজ সম্পর্কিত কিছু হওয়াই স্বাভাবিক। আর শ্যারনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লোকটা জাহাজটাকে ভয় পাচ্ছিল। শ্যারন আমাকে বলেছে তার কাছে মনে হচ্ছিল জাহাজটা যেন ভিনগ্রহের কোনও জলযান, মঙ্গল গ্রহট্রহ থেকে এসেছে। এখন বুঝতে পারছি একজন ইণ্ডিয়ানের কাছে ওই জাহাজটা কী চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছিল।

'কিন্তু লোকটা এত ভয়ংকর কেন?' জিজ্ঞেস করল জিনিয়া। 'আর তার সঙ্গে শ্যারনের টিউমারেরই বা কী সম্পর্ক?'

ম্যাক বলে উঠল, 'তোমার প্রশ্নের জবাব এখানে পাবে,' ধুলো ভরা প্রকাণ্ড একটা এনসাইক্লোপীডিয়ার পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছিল সে এতক্ষণ। কাগজে একটা চিহ্ন দিয়ে বইটি এগিয়ে দিল আমার দিকে।

'মেডিসিনম্যানরা,' আমি জোরে জোরে পড়ে চললাম, 'প্রায়ই হতো শক্তিশালী জাদুকর। বলা হয় তারা অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে সক্ষম। লোকে বলে তারা অমর, প্রাণ-সংকট হলে তারা জ্বলন্ত তেল পান করে আত্মহত্যা করত এবং যে কোনও সময়, সেটা ভবিষ্যৎ হোক বা অতীত, যে কোনও নারী, পুরুষ কিংবা প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে পুনর্জন্ম নেয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল।'

জিনিয়ার চোখ রসগোল্লার মত বড় হয়ে গেল। 'বইতে এসব লিখেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম আমি।

'এর মানে শ্যারন—'

'গর্ভবতী,' বইটি বন্ধ করলাম। 'ও এক বুনো জংলীকে জন্ম দিতে চলেছে।'

'কিন্তু অলি ভাই,' বলল জিনিয়া, 'আমরা এখন কী করব?'

ম্যাক ক্রফোর্ড আইস বক্স খুলে বিয়ারের ক্যান বের করল। 'আমরা যা করতে পারি তা হলো মেডিসিনম্যানের জন্ম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তারপর তার মুখে জ্বলন্ত তেল ঢেলে দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল। ও-ও মরবে, শ্যারনও বাঁচবে।'

'শ্যারন বাঁচবে না,' বললাম আমি। 'মেডেসিনম্যান যখন জন্ম নেবে, শ্যারন ততক্ষণে মারা যাবে।'

'জানি আমি,' থমথমে চেহারা নিয়ে বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিল ম্যাক। 'কিন্তু আপনাদের আর কিছু করার আছে বলে মনে হচ্ছে না আমার।'

আমি ফোনের সামনে চলে এলাম। 'হাসপাতালে ফোন করব। ড. রেমণ্ড হয়তো কোনও বুদ্ধি দিতে পারবেন। ঘণ্টা কয়েক আগেও আমরা তিমিরে ছিলাম। এখন যা হোক একটা গন্তব্য দেখতে পাচ্ছি।'

সিস্টারস অভ জেরুজালেম হাসপাতালে ফোন করলাম। চাইলাম ড. রেমণ্ডকে। সাড়া দিলেন তিনি। কণ্ঠ শুনে মনে হলো ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছেন বেচারা। এখন রাত প্রায় একটা। উনি নিশ্চয় সারা দিন ডিউটি করেছেন।

'ড. রেমণ্ড? অলোক চৌধুরী বলছি।'

'কী খবর মি. অলোক? আপনার ভূতের কোন সংবাদ পেলেন?'

'আমি একজন মিডিয়াম পেয়েছি, ড. রেমণ্ড। আমার খালাতো বোন। শ্যারনের বাড়িতে আমরা প্রেত-বৈঠক বসিয়েছিলাম। সেখানে একটা চেহারা দেখেছি সবাই। আমাদের ধারণা ওটা সপ্তদশ শতকের কোনও মেডিসিনম্যান হবে। বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। ওতে মেডিসিনম্যানদের সম্পর্কে লেখা, প্রাণ-সংকট হলে তারা জ্বলন্ত তেল ভক্ষণ করে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলত তারপর আবার, সেটা ভবিষ্যৎ হোক বা অতীত, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে পুরুষ, নারী কিংবা প্রাণীর শরীরে আশ্রয় নিয়ে আবার পুনর্জন্ম ঘটতে পারত।'

টেলিফোনের অপর প্রান্তে দীর্ঘক্ষণের নীরবতা।

তারপর ড. রেমণ্ড বললেন, 'মি. অলোক, বুঝতে পারছি না কী বলব। সবই প্রায় খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা সত্যি হলে এরকম একটা লোককে কীভাবে ধ্বংস করব? ড. গারফিল্ড আজ

বিকেলে শ্যারনের আরও কতগুলো টেস্ট করেছেন। তাতে পরিষ্কার বোঝা গেছে আমরা যদি ওই ভ্রুণটাকে কেটে ফেলতে চাই কিংবা হত্যা করতে চাই, মারা যাবে শ্যারন। ওই জিনিসটা মেয়েটার নিজের নার্ভাস সিস্টেমের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে।'

'শ্যারন কেমন আছে, ডাক্তার? জ্ঞান ফিরেছে?'

'ফিরেছে। তবে অবস্থা ভাল না। ভ্রুণটা যে হারে আকারে বেড়ে চলেছে এ গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকলে শ্যারন আর দুই তিনদিনের মধ্যে মারা যাবে। ড. গারফিল্ডের ধারণা মঙ্গলবার পর্যন্ত আয়ু আছে মেয়েটার।'

'গাইনোকলোজিকাল এক্সপার্ট কী বলেন?'

'তিনি আমাদের আর সবার মতই হতভম্ব,' বললেন ড. রেমণ্ড। 'জানিয়েছেন ভ্রুণটা স্বাভাবিক কোনও শিশুর ভ্রূণ নয়, ওর মধ্যে প্যারাসাইটিক অর্গানিজমের সবরকম বৈশিষ্ট্য অবিশ্বাস্য গতিতে বেড়ে চলেছে।'

জিনিয়া আমার সামনে এসে দাঁড়াল। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তুলল ভুরু।

'কেমন আছে শ্যারন?' জিজ্ঞেস করল ও।

ফোনের মুখে হাত চাপা দিলাম আমি। 'অবস্থা খারাপ। ডাক্তাররা বলছেন ও মঙ্গলবার পর্যন্ত টিকে থাকবে কিনা সন্দেহ।'

'কিন্তু ওই মেডিসিনম্যান?' প্রশ্ন করল জিনিয়া। 'ডাক্তার ওটার সম্পর্কে কী বললেন? ওটা কি বাড়তেই থাকবে এবং সারভাইভ করে যাবে? খোদা–'

আমি ড. রেমণ্ডের সঙ্গে আবার কথা বললাম, 'ড. রেমণ্ড, আমার খালাতো বোন জানতে চাইছে ভ্রুণের কী হবে? শ্যারন মারা গেলেও কী ওটা বেঁচে থাকবে? আপনি এ ব্যাপারটা নিয়ে কিছু চিন্তা করেছেন?'

ড. রেমণ্ড জবাব দিতে ইতস্তত করলেন না। 'মি. অলোক, এরকম কিছু ঘটলে আমাদের যা করা উচিত তাই করব। ওটা যদি শিশু হিসেবে জন্ম নেয়, স্বাভাবিক, সুস্থ শিশু, আমরা ওকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করব। কিন্তু ওটা যদি কোনও দানব হয় তা হলে ইনজেকশন দিয়ে ওটাকে মেরে ফেলব।'

'কিন্তু ওটা যদি মেডিসিনম্যান হয়?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলাম।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দিলেন ডাক্তার। 'ওটা যদি মেডিসিনম্যান হয়-তা হলে কী করব জানি না। কিন্তু ওটা মেডিসিনম্যান কেন হবে বুঝতে পারছি না। মি. অলোক অকাল্টে আমি বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু শ্যারন সাড়ে তিনশ বছর আগের এক ইণ্ডিয়ানকে জন্ম দিতে চলেছে এটা তো শুনতেই অবিশ্বাস্য লাগে।'

'ড. রেমণ্ড, আপনিই কিন্তু বলেছিলেন এর মধ্যে আধিভৌতিক কোনও বিষয় জড়িত কিনা সে ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. রেমণ্ড। 'মনে আছে আমার মি. অলোক। তবে নিশ্চয় স্বীকার করবেন বিষয়টা নিতান্তই আজগুবি।'

'আজগুবি হোক বা না হোক, শ্যারনের জন্য আমাদেরকে কিছু তো করতেই হবে।'

'আপনি কী করতে চাইছেন?' ভোঁতা গলায় প্রশ্ন করলেন রেমণ্ড।

'পরামর্শটা আপনিই আমাকে দিয়েছিলেন, ড. রেমণ্ড। বলেছিলেন একজন এক্সপার্টের সাহায্য নিতে। আমি তাই করেছি। আমরা একজন এক্সপার্ট খুঁজছি যে ইণ্ডিয়ান লোক বিদ্যা এবং মিসটিসিজম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে। আমাকে আরেকটু সময় দিন। আমি এরকম একজনকে খুঁজে বের করছি। হার্ভার্ড কিংবা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম কাউকে না কাউকে পাবই।'

'পেতে পারেন,' বললেন ড. রেমণ্ড। 'ঠিক আছে, মি. অলোক। আপনার আগ্রহ এবং সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। কোনও প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না।'

আমি ধীরে ধীরে ফোন নামিয়ে রাখলাম। জিনিয়া এবং ম্যাক আমার পাশে বসে আছে। ওদের চেহারাতেও উৎকণ্ঠা। তবে সেই সঙ্গে আমাকে সাহায্য করার ব্যগ্রতাও রয়েছে। চেরিউড টেবিলের মুখটাকে দেখেছে ওরা। বিশ্বাস করেছে ব্যাপারটা। আত্মাটা যে-ই হোক, ওটা ইণ্ডিয়ান মেডিসিনম্যান কিংবা কোনও পিশাচ হোক, ওটার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাকে ওরা সাহায্য করতে প্রস্তুত।

'ডাচদের আসলে উচিত ছিল চব্বিশ ডলার ফেরত নিয়ে ম্যানহাটান ইণ্ডিয়ানদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া,' বলল ম্যাক। 'আমার ধারণা, ম্যানহাটানের প্রকৃত মালিকরা এখন প্রতিশোধ নিচ্ছে।'

আমি চেয়ারে বসে চোখ ঘষতে ঘষতে বললাম, 'আমারও তাই

ধারণা, ম্যাক। চলো, একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল ম্যালা কাজ পড়ে আছে।'

চার

ড. স্টিফেন ফ্যারিসকে খুঁজে বের করতে আমাদের পুরো চারটা ঘণ্টা লাগল। জিনিয়ার এক বান্ধবীর হার্ভার্ডের এক লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সে আবার অ্যানথ্রোপলজির এক ছাত্রকে চিনত। আর নৃতত্ত্ব বিভাগের ওই ছাত্র আমাদেরকে ড. স্টিফেন ফ্যারিসের কথা বলল।

ড. ফ্যারিসের ক্রেডেনশিয়াল চমকে দেয়ার মত। তিনি ইণ্ডিয়ানদের ধর্ম এবং জাদু চর্চার ওপরে পাঁচটি বই লিখেছেন। তিনি আমাদের নাগালেই বাস করেন, আলবানিতে।

তখনও ভোর হয়নি, আবছা আঁধারে ঢাকা প্রকৃতি। ম্যাক ক্রফোর্ড মস্ত হাই তুলে জিজ্ঞেস করল, 'অলি ভাই, আপনি কি ওই লোকের সঙ্গে দেখা করবেন?'

'ইচ্ছে তো আছে,' জবাব দিলাম আমি। 'তবে আমরা ভুল পথে এগোচ্ছি কিনা বুঝতে পারছি না।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে গেল জিনিয়ার।

'ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে মাতামাতির কথা বলছি। বিষয়টা নিয়ে যে এত লাফালাফি করছি, আসলে কি এর কোনও ভিত্তি আছে? আমরা লাফঝাঁপ দিচ্ছি কারণ টেবিলে রেড ইণ্ডিয়ানদের মত একটা চেহারা দেখেছি বলে। তবে ওটা সত্যিকারের ইণ্ডিয়ান ছিল কিনা, তা ভাবার কিন্তু যুক্তিসংগত কোনও কারণ নেই।'

কাঁধ ঝাঁকাল জিনিয়া। 'কিন্তু আমরা আর কীসের ভিত্তিতে এগোব? এতদূর যখন এগিয়েছি, বাকি পথটাও পাড়ি দিতে হবে বৈকি।'

'ঠিক হ্যায়। তবে পথ চলা আবার শুরু হোক,' বলে তুলে নিলাম

ফোন। ড. ফ্যারিসের নাম্বারে ডায়াল করলাম, শুনলাম রিং বাজছে। সাড়া মিলল যেন এক যুগ পরে। 'ফ্যারিস বলছি,' ভেসে এল গম্ভীর একটি কণ্ঠ। 'ড. ফ্যারিস, ছুটির দিনে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তবে কেন ফোন করেছি জানার পরে আশা করি রাগ হবেন না। আমার নাম অলোক চৌধুরী। আমি একজন অলোক দ্রষ্টা।'

'আপনি কী?' ঘেউ করে উঠলেন ড. ফ্যারিস।

'আমি লোকের হাত দেখি। জ্যোতিষী। থাকি আপনার শহরেই।'

অসহ্য নীরবতার কয়েকটি মুহূর্ত পার করে দিয়ে ড. ফ্যারিস বললেন, 'মি. অলোক, আপনি অসময়ে ফোন করেছেন বলে আমি কিছু মনে করিনি। তবে সাতসকালে একজন জ্যোতিষীর আমার সঙ্গে কী দরকার ভেবে পাচ্ছি না।'

'খুবই দরকার আছে, ড. ফ্যারিস। আমার এক মক্কেল, সে এ মুহূর্তে হাসপাতালে, এক তরুণী, ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার ঘাড়ে একটি টিউমার গজিয়েছে। টিউমারের ধরন দেখে থ মেরে গেছেন ডাক্তাররা।'

'শুনে দুঃখিত হলাম,' বললেন ড. ফ্যারিস। 'কিন্তু এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা বোধগম্য হচ্ছে না। আমি নৃতত্ত্বের শিক্ষক, মেডিসিনের নই।'

'এ জন্যই আপনাকে ফোন করেছি, ড. ফ্যারিস। আমার ধারণা, আমার ক্লায়েন্ট এক ইণ্ডিয়ান মেডিসিনম্যানের পুনর্জন্ম দিতে চলেছে। তার ঘাড়ের টিউমারটি আসলে এক আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের ভ্রূণ। আপনি এদের কথা জানেন, তাই না? এরা জ্বলন্ত তেল গিলে খেয়ে অতীত কিংবা ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম নিতে পারে।'

এবারের বিরতি দীর্ঘতর হলো। তারপর ড. ফ্যারিস প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি সিরিয়াস, মি....!'

'অলোক।'

'মি. অলোক আপনি কি জানেন আপনি কী বলছেন? আপনি বলছেন এই আধুনিক নিউ ইয়র্ক নগরে একজন আছে যে কিনা মেডিসিনম্যান হিসেবে পুনর্জন্ম নিতে চলেছে?'

'ঠিক তাই বলতে চাইছি, সার।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে মশকরা করছেন? ছাত্রদের মত বোকা বানাবার ধান্ধা করছেন?'

'আপনার সঙ্গে আমি ঠাট্টা-মশকরা কিছুই করছি না। আপনি যদি দয়া করে আধঘণ্টা সময় দিতেন তা হলে আপনার বাসায় এসে ব্যাপারটি আরও খোলাসা করে বলা যেত। আমার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে চাইলে সিস্টারস অভ জেরুজালেম হাসপাতালের ড. রেমণ্ড হফম্যানের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, আমরা তাঁর অনুমতি নিয়েই কাজটা করছি।

'আমি এবং আমার দুই আত্মীয়। এদের একজন মিডিয়াম।' আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলাম দোটানায় ভুগছেন ড. ফ্যারিস। জিনিয়া এবং ম্যাক আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে। আমি অপেক্ষা করছি জবাবের জন্য।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বললেন তিনি। 'আপনি তা হলে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন?'

'যত জলদি সম্ভব ফ্যারিস, জানি আপনাকে অসুবিধেয় ফেলছি। কিন্তু ঐকটা মেয়ে যে ওদিকে মারা যেতে বসেছে!'

'না, না অসুবিধা কোথায়? আমার শ্যালিকা আজ আমাদের বাসায় আসবে। তার সঙ্গে যত কম দেখা হবে ততই মঙ্গল। আপনারা যখন খুশি আসতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, ড. ফ্যারিস।'

ফোন নামিয়ে রাখলাম। একটা কথা ভেবে আমার সবসময় অবাক লাগে যে চোখের সামনে একবার প্রমাণ পেলে লোকে কত দ্রুত অকাল্ট এবং সুপারন্যাচারাল ব্যাপারগুলো মেনে নেয়। ড. ফ্যারিস সম্ভবত দীর্ঘদিন ধরে মেডিসিনম্যানদের পুনর্জন্ম নিয়ে পড়াশোনা করছেন। এটা যে ঘটা সম্ভব তা হয়তো বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু যেই একজন তাঁকে বলল ঘটনা সত্যি ঘটেছে, বিনা দ্বিধায় ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন তিনি।

আমি গাড়ির চাবি আমার হেরিংবোন কোটের পকেটে ফেললাম।

'আমার সঙ্গে কে যাবে আলবানিতে?' জিজ্ঞেস করলাম। জিনিয়া এবং ম্যাক দু'জনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

'বলতে দ্বিধা নেই,' বলল ম্যাক, 'মুদি দোকানদারি করার চেয়ে এ

মুহূর্তে এ কাজটা করতেই বেশি আগ্রহ বোধ করছি আমি।'

ড. স্টিফেন ফ্যারিস আলবানির উপকণ্ঠে, ছোট্ট সুগঠিত, ইটের তৈরি একটি বাড়িতে বাস করেন। বাড়িটি ঘিরে রেখেছে শোকাতুর চেহারার কালো সাইপ্রেসের ঝাড়, জানালায় ঝুলছে হলুদ পর্দা। আকাশের চেহারা বেশি সুবিধের নয়। এখনও থম মেরেই আছে। আমরা থিকথিকে কাদা আর বরফ ঢাকা রাস্তা ঠেলে পৌঁছুলাম গন্তব্যে। উত্তর-পুব দিক থেকে হুহু করে বইছে শীতল বাতাস।

রক্ত সঞ্চালন যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য দু'হাত ঘষতে ঘষতে এসে দাঁড়ালাম ড. ফ্যারিসের বাড়ির দোরগোড়ায়। টিপলাম বেল। ঢংঢং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল পুরানো বাড়িটার ভেতরের দিকে কোথাও।

খুলে গেল দরজা। দোরগোড়ায় উদয় হয়েছেন ড. ফ্যারিস। লম্বা, আশ্রমের সন্ন্যাসীদের মত মাথায় সাদা চুল, চোখে সোনালি রিমের চশমা। পরনে মেরুন রঙের কার্ডিগান, ঢোলা পকেটঅলা প্যান্ট, পায়ে কার্পেটি স্লিপার।

'মি. অলোক?' বললেন তিনি, 'আসুন। ভেতরে আসুন।'

আমরা অন্ধকার হলওয়েতে ঢুকে পড়লাম। ল্যাভেণ্ডার পলিশের ঝাঁঝাল গন্ধ, ঘরের কোনায় বড় একটি দেয়াল ঘড়ি টিকটিক শব্দে সময়ের বার্তা ঘোষণা করে চলছে। আমরা যে যার কোট খুলে ফেললাম। ড. ফ্যারিস আমাদেরকে নিয়ে বরফ শীতল পার্লারে চলে এলেন। এখানে দেয়াল জোড়া ভয়ঙ্করদর্শন সব ইণ্ডিয়ান মুখোশ, গম্বুজের মত কাচের পাত্রে লিনেট পাখির মূর্তি আর আছে স্টিভেনগ্রাফের কয়েকটি দুর্লভ তৈলচিত্র।

'বসুন,' বললেন ড. ফ্যারিস। 'পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন। আমার স্ত্রী আপনাদের জন্য কফি নিয়ে আসছে। আমরা মদ-টদ খাই না।'

কথাটা শুনে ম্যাক ক্রফোর্ডের মুখ পেঁচার মত হয়ে গেল। ও মদ পান করতে খুব ভালবাসে। বুরবনের একটা ফ্লাস্ক রয়ে গেছে গাড়িতে। কিন্তু ওটা নিয়ে আসতে ওর লজ্জা করছে, চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম। জিনিয়া মদ্যপান থেকে সভয়ে দূরে থাকে। আমার অভ্যাস

আছে। তবে ভদ্রতার খাতিরে চুপ হয়ে রইলাম।

ড. ফ্যারিস বেতের শক্ত, ছোট একটি চেয়ারে বসলেন। বুকের ওপর বাঁধলেন হাত। আমি আর জিনিয়া নিচু এবং আরামদায়ক একটি সেটীতে বসলাম। ম্যাক দখল করল জানালার ধারের আসনটি যাতে জানালা দিয়ে বাইরের তুষারপাত দেখা যায়।

যতটা সংক্ষেপে সম্ভব শ্যারন রেনল্ডসের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিলাম ড. ফ্যারিসকে। আমাদের প্রেত-বৈঠকের কথাও উল্লেখ করলাম। তিনি গভীর মনোযোগে আমার কথা শুনছেন, মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্ন করলেন শ্যারন এবং তার খালার সম্পর্কে। জানতে চাইলেন মিসেস ক্রেমারের চেরিউড টেবিলে দেখা অশরীরী আত্মার ব্যাপারে।

আমার গল্প বলা শেষ হলে দু'হাত একসঙ্গে চেপে ধরে ভাবনার গভীরে ডুব দিলেন ড. ফ্যারিস। তারপর বললেন, 'মি. অলোক, এই দুর্ভাগা মেয়েটির গল্প আমার কাছে একটুও অতিরঞ্জিত মনে হয়নি। মেডিসিনম্যানের পুনর্জন্মের ঘটনা ১৮৫১ সালে একবার ঘটেছিল। ওই সময়েও এক লোককে হোস্ট হিসেবে বাছাই করা হয়। ঘটনা ঘটে মিসৌরীর ফোর্ট বার্থল্ডে, হিডাটসা ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। এক তরুণী ইণ্ডিয়ানের হাতে প্রথমে একটি মাংসপিণ্ড ফুলে ওঠে। পরে পিণ্ডটা আকারে এত বড় হয়ে ওঠে যে তাকে প্রায় গ্রাস করে ফেলে। মারা যায় মেয়েটি। ফোলা পিণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে প্রাপ্ত বয়স্ক, সম্পূর্ণ একজন মানুষ। বলা হয় সে নাকি পঞ্চাশ বছর আগে তাদের উপজাতির একজন ম্যাজিশিয়ান ছিল।

'তবে এ গল্পের সত্যতার বিষয়ে তথ্যগত প্রমাণ নেই বললেই চলে। আজও এ ঘটনা মিথ বা কিংবদন্তী হিসেবে বিবেচিত। আমি হিডাটাসদের নিয়ে লেখা নিজের বইতেও ঘটনাটি মিথ বলেই চালিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ গল্প আপনার মিস রেনল্ডসের পরিস্থিতির সঙ্গে এমন মিলে গেছে যে এটাকে এখন কী বলে অভিহিত করব বুঝতে পারছি না। কিওয়া ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে গল্প প্রচলিত মেডিসিনম্যানেরা পাখি হয়ে জন্ম নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর রয়েছে নিজস্ব রহস্যময় জীবনী শক্তি। মেডিসিনম্যানেরা এটিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাত। তাই আপনার চেরিউড টেবিলের গল্পও আমার

কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়নি। শুরুতে ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আমার সঙ্গে মশকরা করছেন। কিন্তু আপনি যেসব তথ্য-প্রমাণ হাজির করেছেন তাতে এ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ থাকেনি।'

'তা হলে আপনি ঘটনাটা বিশ্বাস করেছেন?' চোখের ওপর থেকে চুল হাত দিয়ে ঠেলে সরাল জিনিয়া।

'হ্যাঁ,' চশমার আড়াল থেকে জিনিয়ার দিকে তাকালেন ড. ফ্যারিস। আমি গল্পটা বিশ্বাস করেছি। আমি সিস্টারস অভ জেরুজালেমে ফোন করে ড. রেমণ্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। আপনারা যা বলেছেন ডাক্তারও আমাকে একই কথা বলেছেন। জানিয়েছেন মিস রেনল্ডসের অবস্থা খুবই খারাপ। তার জীবন বাঁচাতে যে কেউ এগিয়ে আসতে পারে, মানা করবেন না ড. রেমণ্ড।'

'ড. ফ্যারিস,' বললাম আমি, 'এই মেডিসিনম্যানের বিরুদ্ধে লড়াই করার কি কোনও উপায় নেই? আমরা কি ওকে ধ্বংস করতে পারি না?'

কপালে ভাঁজ পড়ল ড. ফ্যারিসের। 'মি. অলোক, একটা কথা আপনাদেরকে বুঝতে হবে ইণ্ডিয়ানদের জাদুর ক্ষমতা খুবই শক্তিশালী এবং দূরগামী। তারা ন্যাচারাল এবং সুপার ন্যাচারালের মধ্যে পরিষ্কার কোনও পার্থক্য নির্ধারণ করত না। প্রতিটি ইণ্ডিয়ান মনে করত তার সঙ্গে আত্মাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আর এ আত্মারা নিয়ন্ত্রণ করত তার অস্তিত্ব। সাধারণ ইণ্ডিয়ানরা তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করে। তারা যেমন দক্ষ শিকারী ছিল, ধর্মকর্ম এবং মেডিসিন সাইন বা সাংকেতিক ভাষা তৈরির ব্যাপারেও তাদের দক্ষতার কমতি ছিল না। আর তারা ভাবত এসব আচার-অনুষ্ঠান মহিষ শিকারে তাদেরকে আরও দক্ষ এবং চতুর করে তুলবে। আবার একই সঙ্গে তারা বিশ্বাস করত একমাত্র আত্মারাই তাদেরকে সকল শিকারের জন্য শক্তি এবং সাহস জোগাবে। এদের অধিকাংশ গোপন লোক-বিদ্যার কথা আমাদের অজানা তবে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই মেডিসিনম্যানদের সত্যি অস্তিত্ব ছিল এবং অসাধারণ ক্ষমতারও অধিকারী তারা ছিল।'

জিনিয়া মুখ তুলে চাইল, 'ড. ফ্যারিস, আপনি কি ইংগিত দিচ্ছেন এই মেডিসিনম্যানকে ঠেকানোর মত জাদুর ক্ষমতা আমাদের নেই...?'

মাথা দোলালেন নৃতত্ত্ববিদ। 'আপনি ঠিক ধরেছেন। আর এ মেডিসিনম্যানের বয়স যদি সত্যি সাড়ে তিনশো বছর হয়ে থাকে, সে এসেছে এমন একটা কাল থেকে যখন ইণ্ডিয়ানদের জাদুর ক্ষমতা ছিল তুঙ্গে।

'উপনিবেশিক আমলের শুরুর দিকে উত্তর আমেরিকার অকাল্ট স্পিরিট বা আত্মা ইউরোপের যে কোনও দানব কিংবা পিশাচের চেয়ে কয়েক লাখ গুণ বেশি শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক ছিল। যেসব মিডিয়াম আত্মায় বিশ্বাস করে এবং এদেরকে বুঝতে পারে, শুধু তাদের মাধ্যমে আত্মারা মানুষের ওপর নিজেদের জাদুর খেলা দেখাতে পারে। আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে তবে তাদেরকে অবচেতন ভাবে কিংবা অচেতনভাবে আহ্বান না করা পর্যন্ত আমাদের ম্যাটেরিয়াল পৃথিবীতে তাদের কোনও ম্যাটেরিয়াল শক্তি থাকে না। আর কেউ যদি আত্মায় বিশ্বাস না করে অথবা আত্মাকে বুঝতে না পারে, আত্মাকে তখন আহ্বান করা যায় না।

'ইউরোপের দানবদের সঙ্গে রেড ইণ্ডিয়ান পিশাচদের হাস্যকর তুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। "দ্য এক্সরসিস্ট" গল্পে পাজুজু নামে এক দানবের কথা বলেছেন লেখক। এ হলো অসুস্থতা এবং ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের প্রতীক। কিন্তু একজন রেড ইণ্ডিয়ানের পৈশাচিক আত্মার ক্ষমতা তার চেয়ে বহুগুণ।

'আমি মনে করি না যে শ্বেতাঙ্গদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং লোভ লাল মানুষগুলোর ধ্বংসের মূল কারণ। এজন্য দায়ী মেডিসিনম্যানদের অকাল্ট ক্ষমতার হ্রাস। রেড 'ইণ্ডিয়ানরা সাদা মানুষদের বৈজ্ঞানিক নানান চমক দেখে দারুণ বিমোহিত হয়ে পড়েছিল। নিজেদের জাদুর প্রতি তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। অনেকেই বলেন, যদি এই জাদু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হত তা হলে রেড ইণ্ডিয়ানরা নিজ ভূমি থেকে সমূলে উৎখাত হত না।'

বাধা দিল জিনিয়া। 'কিন্তু শ্যারন রেনল্ডসের মেডিসিনম্যানের ব্যাখ্যাটা কী? সে কী করছে? সে কেন ওই মেয়েটির শরীরে পুনর্জন্ম নিতে চাইছে?'

কান চুলকালেন ড. ফ্যারিস। 'এ প্রশ্নের জবাব দেয়া কঠিন। ওলন্দাজ জাহাজের স্বপ্নের গল্প শুনে আমার মনে হয়েছে ম্যানহাটানে

ওলন্দাজরা উপনিবেশ বসিয়ে মেডিসিনম্যানের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। হয়তো ওই মেডিসিনম্যান এত সস্তায় দ্বীপটি ডাচদের কাছে বিক্রি করে দিতে চায়নি। তার লোকজনদের মানা করেছিল। হয়তো জাদুশক্তির কারণে সে এর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিল। দেখছিল একদিন ম্যানহাটান উন্নত শহর হিসেবে গড়ে উঠবে, ওখানে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদেরই শুধু কর্তৃত্ব থাকবে, অন্য কারও নয়। ওলন্দাজরা ছিল গোঁড়া ক্যালভিনিস্ট। তারা মেডিসিনম্যানকে পিশাচ জাতীয় কিছু ঠাউরেছিল। তাই লোকটাকে তারা মেরে ফেলার মতলব করে। ঘটনা যাই হোক, মেডিসিনম্যান ভেবেছে সপ্তদশ শতকের পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই সে প্রাণে বেঁচে যাবে। ভবিষ্যতের কোনও সময় আবার আবির্ভূত হবে সে। আমার মনে হয় না শ্যারনকে সে ইচ্ছে করে পুনর্জন্মের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে। মেয়েটা কাকতালীয়ভাবে মেডিসিনম্যানের পুনর্জন্মের উপযুক্ত স্থান এবং উপযুক্ত সময় হিসেবে হাজির হয়েছে।'

'ড. ফ্যারিস,' বললাম আমি। 'আমরা নিজেরাই যদি এই মেডিসিনম্যানের সঙ্গে লড়াই করতে না পারি তা হলে কে ওর সঙ্গে ফাইট করার ঝুঁকি নেবে? এমন কেউ কি নেই যে মেডিসিনম্যানকে চিরতরে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে?'

চিন্তিত দেখাল ড. ফ্যারিসকে। 'এটা অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা। একবার চিন্তা করে দেখুন, মি. অলোক, আর দুই তিনদিনের মধ্যে আমেরিকার অতীত থেকে ফিরে আসা এক জ্যান্ত মেডিসিনম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছি। একে হত্যা করা আমার কাছে রীতিমত একটা অপরাধ বলে মনে হচ্ছে।'

জানালার পাশে বসা ম্যাক ঘুরে তাকাল ড. ফ্যারিসের দিকে। 'নৃতত্ত্বের চমক সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত, ড. ফ্যারিস। আর আমরা এখানে হাজির হয়েছি একটি মানুষের জীবন বাঁচাতে। শ্যারন রেনল্ডস কিন্তু এই উইচ ডাক্তারকে বলেনি তার শরীরের মধ্যে জন্ম নিতে। ওকে বাঁচানোর সবরকমের চেষ্টা আমাদের করা উচিত।'

'হুঁ,' বললেন ড. ফ্যারিস। 'তবে এ কাজটা করার একটাই মাত্র উপায় আছে।'

'কী উপায়?' জানতে চাইল জিনিয়া। 'কঠিন কিছু?'

'হতে পারে। এবং বিপজ্জনক তো বটেই। একজন মেডিসিনম্যানের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা শুধুমাত্র রাখে আরেকজন মেডিসিনম্যান। এরকম দু'একজনের কথা আমি জানি। তারা নিভৃতচারী। তবে এই মেডিসিনম্যানের মত শক্তিশালী তারা নয়। তারা পুরানো পূজা-আর্চা কিছু জানে বটে তবে মেডিসিনম্যানের মত সামর্থ্য এবং শক্তি তাদের আছে কিনা সন্দেহ। আর তারা যদি ওই লোকটাকে নিকেশ করতে না পারে, ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয় তা হলে মেডিসিনম্যানের হাতে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বললাম আমি। 'মেডিসিনম্যান কিন্তু এখনও জন্ম নেয়নি, তার পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে মাত্র। পুরোপুরি আকার এখনও পায়নি সে, সম্পূর্ণ কাঠামো গড়ে না ওঠা পর্যন্ত সে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারীও হতে পারছে না। আমরা যদি আরেকজন মেডিসিনম্যান জোগাড় করতে পারি তা হলে এ লোকটা জন্ম নেয়ার আগেই তাকে মেরে ফেলতে পারব।'

'কাজটাতে প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে,' বললেন ড. ফ্যারিস। 'শুধু আমাদের মেডিসিনম্যানই নয়, ভয়ানক বিপদে পড়বে মেয়েটাও। দু'জনেই মারা যেতে পারে।'

'ডক্টর,' বললাম আমি, 'মেয়েটা তো এমনিতেই মারা যাচ্ছে।'

'কিন্তু আমরা কী করে নিভৃতচারী, শান্তিকামী একজন ইণ্ডিয়ানকে এক শ্বেতাঙ্গ তরুণীর জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে বলব যার সঙ্গে তার পরিচয়ও নেই?'

'আমরা ওকে টাকার লোভ দেখাব,' বলল ম্যাক।

'কিন্তু টাকাটা কে জোগাবে?' জানতে চাইল জিনিয়া।

'আমরা শ্যারনের বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলব।' বললাম আমি। 'ওঁদের এতক্ষণে শহরে পৌঁছে যাবার কথা। ওঁরা বিরাট বড়লোক। মেয়ের মঙ্গলের জন্য কয়েক হাজার ডলার ব্যয় করতে কার্পণ্য করবেন না নিশ্চয়। ড. ফ্যারিস, আপনি কি কোনও মেডিসিনম্যান জোগাড় করতে পারবেন?'

হাত দিয়ে থুতনি ঘষলেন ড. ফ্যারিস। 'তা পারা যাবে। দক্ষিণ ডাকোটায় আমার এক বন্ধু আছে। সে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমরা মেডিসিনম্যানকে প্লেন ভাড়া করে নিউ ইয়র্কে

নিয়ে আসব। অবশ্য সে যদি আসতে রাজি হয়।'

'শ্যারনের বাবা-মা'র সঙ্গে এখন কথা বলা দরকার,' বললাম আমি। 'কী ঘটছে তা জানার অধিকার তাঁদের রয়েছে। আমাদেরও কিছু নগদ টাকা জোগাড় করতে হবে। ড. ফ্যারিস, আমার একটা কাজ করে দেবেন?'

'নিশ্চয়,' বললেন ড. ফ্যারিস। 'এ কেসটা আমার কাছে দারুণ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। আপনাদের কোনও সাহায্যে আসতে পারলে খুশি হব।'

'দক্ষিণ ডাকোটায় আপনার বন্ধুকে একটু বলে দেবেন উনি যেন সবচেয়ে যোগ্য মেডিসিনম্যানকে এ কাজের জন্য পাঠান।'

'বলব।'

আমরা ফ্যারিসের বাসা থেকে যখন বেরুলাম তখন পাঁচটা বাজে। প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আমাদের মুখে খুরের মত ধারাল বাতাস হামলা চালাল। কী ঠাণ্ডারে বাবা! চরাচর বরফে ঢাকা। রীতিমত ভুতুড়ে লাগছে দেখতে। শীতে কাঁপছি আমরা, ক্লান্ত, তবু সবার মনে দৃঢ় সংকল্প শ্যারন রেনল্ডসকে অদৃশ্য হামলাকারীর কবল থেকে মুক্ত করবই। গাড়ি চালাতে চালাতে সিদ্ধান্ত নিলাম নিউ ইয়র্কে ফিরে প্রথমেই যাব হাসপাতালে শ্যারনকে দেখতে।

ড. রেমণ্ডের কাছে জানতে চাইব আমাদের হাতে আর কত সময় আছে। শ্যারন যদি ইতিমধ্যে মারা যায় কিংবা বাঁচার কোনও আশাই না থাকে তা হলে একগাদা টাকা খরচ করে দক্ষিণ ডাকোটা থেকে একজন মেডিসিনম্যানকে প্লেন ভাড়া করে নিয়ে আসার কোনও মানে হয় না।

জিনিয়া আর ওর স্বামীকে আগে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিলাম। তারপর সোজা চললাম সিস্টারস অভ জেরুজালেমে। গাড়ি চালাতে চালাতে বেজায় ক্লান্ত আমি। হাসপাতালে পৌঁছে পুরুষদের ওয়াশ রুমে ঢুকলাম। মুখটুখ ধুয়ে আঁচড়ে নিলাম চুল। তাকালাম আয়নায়। নিজেকে বিবর্ণ শান্ত এবং ভঙ্গুর লাগল। ইণ্ডিয়ান ম্যাজিকের স্বর্ণ সময়ের এক মহা শক্তিশালী মেডিসিনম্যানের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি আমার আছে কিনা ভেবে শংকা জাগল।

ড. রেমণ্ডকে তাঁর অফিসে পাওয়া গেল। ডেস্ক ল্যাম্পের আলোয়

একগাদা রিপোর্টে চোখ বুলাচ্ছেন।

'মি. অলোক,' আমাকে দেখে মুখ তুলে তাকালেন। 'এসেও পড়েছেন! তারপর খবর কী বলেন?'

আমি ডাক্তারের বিপরীতের চেয়ারে এলিয়ে দিলাম গা। 'কী ঘটছে এখন অন্তত তা জানি তবে আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব কিনা তা জানি না।'

ড. ফ্যারিসের কথা বললাম রেমণ্ডকে। মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন তিনি। জানালাম একজন মেডিসিনম্যানকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি।

চেয়ার ছেড়ে সিধে হলেন ড. রেমণ্ড। জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। ট্রাফিকের আলোয় চোখ। আবার তুষার ঝরতে শুরু করেছে।

'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি খবরের কাগজঅলারা যেন এ ব্যাপারটা টের না পায়।' বললেন তিনি। 'এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত স্পেশালিস্ট এবং সার্জনদের সবার মুখে তো আর তালা মেরে রাখা যাবে না। কিন্তু বিষয়টি একবার চিন্তা করে দেখুন–বিশ্বের অন্যতম একজন টিউমার বিশেষজ্ঞকে দক্ষিণ ডাকোটা থেকে একজন লাল চামড়ার মানুষকে নিয়ে আসতে হচ্ছে যার শরীর ভর্তি উল্কি আঁকা এবং যে তুকতাকে বিশ্বাস করে। কারণ? কারণ বিশেষজ্ঞটির নিজের পক্ষে ওই টিউমার সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

'আমরা দু'জনেই ভাল করে জানি এটি কোনও সাধারণ টিউমার নয়,' বললাম আমি। 'আর সাধারণ তত্ত্ব দিয়ে ম্যাজিক টিউমারের বিরুদ্ধে লড়াই করাও সম্ভব নয়। আপনি যে ঠিক কাজটিই করছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠলে।'

জানালা দিয়ে অন্য দিকে তাকালেন ড. রেমণ্ড। 'আর যদি সে সুস্থ না হয়? তখন আমি কী বলব? বলব কী যে আমি একজন রেড ইণ্ডিয়ান মেডিসিনম্যান নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তাকে দিয়ে কাজ হয়নি।'

'ড. রেমণ্ড–'

'ইট'স ওকে, মি. অলোক। আমি এ বিষয়টি নিয়ে কোনও তর্কে যেতে চাইছি না। আমি জীবনে বহু টিউমার দেখেছি এবং জানি এটি

কোনও সাধারণ টিউমার নয়। আর ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে যে সব তথ্য-উপাত্ত আপনি দিয়েছেন ওগুলো আমি বিশ্বাসও করি। তবে কেন করি তার কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না।'

'মেয়েটা কেমন আছে, ডক্টর?' জানতে চাইলাম। 'টিউমার কি এখনও বেড়ে চলেছে?'

'নিজেই গিয়ে দেখে আসুন না?' বললেন ড. রেমণ্ড। 'গতকাল যে অবস্থা দেখে গিয়েছিলেন বর্তমান দশা তারচেয়েও খারাপ।'

'চলুন একবার দেখে আসি। তবে গতবারের মত ওকে উত্তেজিত করে তুলব না।'

আমরা নীরবে এলিভেটরে চেপে নেমে এলাম দশতলায়। চুপচাপ পরে নিলাম রোব এবং মাস্ক। তারপর নিঃশব্দে করিডর ধরে এগোলাম শ্যারন রেনল্ডসের কামরায়। খুললাম দরজা।

ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য! কাত হয়ে শুয়ে আছে শ্যারন। মুখখানা গায়ের চাদরের মত সাদা। ঘাড়ের টিউমারটা বেড়ে সাদা ব্লাডারের আকার ধারণ করেছে। চামড়ার ফোলা ব্লাডার ঝুলে আছে পিঠের ওপর। বালিশের মতই বড়। একটু পরপর ওটা আপনাআপনি নড়ে উঠছে, ফুলছে। বোঝা যায় চামড়ার থলের ভেতরে জ্যান্ত কিছু একটা আছে। জ্যান্ত এবং অশুভ।

'খোদা!' আঁতকে উঠলাম আমি। 'এটা তো বিশাল আকার ধারণ করেছে।'

'আর সারাক্ষণই আয়তনে বাড়ছে,' জানালেন ড. রেমণ্ড। 'আসুন। ধরে দেখুন।'

সতর্ক পায়ে বিছানার ধারে এগুলাম। টিউমারটা আকারে এতই বড় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এটা মেয়েটার শরীরের একটা অংশ, কুৎসিত কুঁজের মত জিনিসটা পিঠে বহন করে চলেছে সে। আমি হাত বাড়িয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে ওটা স্পর্শ করলাম। শক্ত এবং ফোলা। তবে ভেতরে পিচ্ছিল কিছু একটা আছে। যেন গর্ভবতী কোনও মহিলার পেটে হাত দিয়েছি।

'ওটাকে স্রেফ মেরে ফেলা যায় না?' জিজ্ঞেস করলাম ড. রেমণ্ডকে। 'এখন তো ওটার আকার ছোট শিশুর মত। স্ক্যালপেল ঢুকিয়ে ওটাকে খুন করুন।'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'সম্ভব হলে করতাম। মাংস কাটার চাপাতি দিয়ে এক কোপে ওটাকে কেটে ফেলতে চাই আমি। তবে মুশকিল হলো তা সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি এক্স-রে রিপোর্ট দেখাচ্ছে এই সৃষ্টি ছাড়া হতচ্ছাড়াটার নার্ভাস সিস্টেম শ্যারন রেনল্ডসের নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে ভয়ানক রকম জট পাকিয়ে রয়েছে। কোনও কাটাছেঁড়া করতে গেলেই ওটা তক্ষুণি মেরে ফেলবে শ্যারনকে। ওদের সম্পর্কটা মা এবং শিশুর মত নয়—বরং সিয়ামিজ টুইনের মত।'

'শ্যারন কি কথা বলা একদমই বন্ধ করে দিয়েছে?'

'অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটার জবান বন্ধ। আজ সকালে ওর ওজন মেপেছি। তখন অল্প দু'একটা কথা বলেছে। তবে ওর কথা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি।'

'ওজন নিয়েছেন? কেমন মনে হলো অবস্থা?'

রোবের পকেটে হাত ঢোকালেন ড. রেমণ্ড, করুণ চোখে তাকালেন তাঁর মুমূর্ষু রোগীর দিকে। 'একটুও ওজন হারায়নি শ্যারন—তবে বাড়েওনি এক ফোঁটা। এ টিউমারটা যাই হোক, মেয়েটার শরীর থেকে সব রকমের পুষ্টি টেনে নিচ্ছে। ওটার প্রতিটি আউন্স বেড়ে উঠেছে শ্যারনের শরীরের নির্যাস থেকে।'

'ওর বাবা-মা এসেছিলেন মেয়েকে দেখতে?'

'আজ সকালে এসেছিলেন। মা কেঁদেকেটে সারা। বললাম আমরা অপারেশনের চেষ্টা করব। তবে মেডিসিনম্যানের বিষয়ে কিছু বলিনি। এখনও অপারেশন করিনি বলে তাঁরা খেপে গেছেন আমার ওপর। আর যদি তিনশ' বছর আগের রেড ইণ্ডিয়ানের গল্প বলতে যেতাম, ওঁরা নির্ঘাত আমাকে পাগল ঠাওরাতেন।'

আমি শেষবারের মত তাকালাম শ্যারনের দিকে। পাণ্ডুর চেহারা, চুপচাপ শুয়ে আছে ঘাড়ের ওপর বীভৎস বোঝাটা নিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ফিরলাম আঠারো তলায় ড. রেমণ্ডের অফিসে।

'শ্যারনের বাবা-মাকে বোঝাতে পারব তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি ডাক্তারকে। 'সমস্যা হলো যে কাজটা আমরা করব বলে ঠিক করেছি তাতে বেশ কিছু টাকা লাগবে। মেডিসিনম্যানকে টাকা দিতে হবে। তার প্লেন ভাড়া, হোটেলে থাকার খরচ সব কিছুই বহন করতে হবে। আর লড়াই করতে গিয়ে লোকটা আহত হলে কী হবে খোদা

মালুম। আমি রকফেলার নই যে নিজের পকেট থেকে দেব। বড় জোর তিন চারশো ডলার দিতে পারি।'

গম্ভীর দেখাল ড. রেমণ্ডকে। 'সাধারণ অবস্থা হলে হাসপাতাল থেকে খরচ জোগাতে পারতাম আমি। কিন্তু মেডিসিনম্যানের কথা বলে এক পয়সাও নিতে পারব না। নাহ্, মেয়েটার বাবা-মাকে আসল ঘটনা জানানো দরকার। তাঁরাই সিদ্ধান্ত নিন কী করবেন। কারণ তাঁদের মেয়েরই তো জীবন বিপদাপন্ন।'

'আমি কি ওঁদের সঙ্গে কথা বলব?' প্রশ্ন করলাম। 'ইচ্ছে করলে বলতে পারেন। ওরা শ্যারনের খালার বাসায় উঠেছেন। কোনও সমস্যা হলে শ্যারনের বাবা-মাকে বলবেন আমাকে ফোন করতে। আমি আপনাকে সাপোর্ট দেব।'

'ঠিক আছে।' বললাম আমি।

এমন সময় বেজে উঠল ফোন। ড. রেমণ্ড হফম্যান ফোন তুলে বললেন, 'রেমণ্ড বলছি।'

অপর প্রান্তে খুব উত্তেজিত গলায় হড়বড় করে কেউ কী যেন বলতে লাগল। ডাক্তারের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কখন? আপনি ঠিক জানেন? চেষ্টা করেননি? পারছেন না মানে কী?'

অবশেষে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

'কী হলো?' জানতে চাইলাম আমি।

'জানি না। শ্যারন। ড. রিচার্ড বললেন শ্যারনের ঘরের দরজা খুলতে পারছেন না। শ্যারনের ঘরে কী যেন হচ্ছে। আর ওরা দরজা খুলতে পারছে না।'

আমরা অফিস থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে ছুটলাম এলিভেটরে। দুই নার্স টুকি জর্ডি বোতল আর কিডনি বৌল নিয়ে এলিভেটরে ঢুকছিল। তাদেরকে আগে ঢুকতে দিতে গিয়ে মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড অপচয় হলো। তারপর আমরা ভেতরে ঢুকে দশ তলার বোতাম টিপে দিলাম।

'কী ঘটতে পারে বলুন তো?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলাম রেমণ্ডকে।

ডানে বামে মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'কে জানে?'

'মেডিসিনম্যান তার শক্তি প্রদর্শন শুরু না করলেই হলো,' বললাম

আমি। 'যদি অমন কিছু সে শুরু করে দেয় তো আমরা চিত্তির!'

হিস্‌স্‌ শব্দে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। আমরা দৌড় দিলাম শ্যারনের কামরা অভিমুখে। ড. রিচার্ড দরজার বাইরে দু'জন পুরুষ নার্স আর রেডিওলজিস্ট সেলেনাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

'কী হয়েছে?' ঘাউ করে উঠলেন ড. রেমণ্ড।

'মেয়েটাকে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একা রেখে বাইরে গিয়েছিল নার্স। ডিউটি বদল হচ্ছিল। মাইকেল ফিরে এসে দেখে দরজা বন্ধ। ধাক্কাধাক্কি করেও খুলতে পারেনি। আর দেখুন।'

আমরা দরজার কাচের প্যানেল দিয়ে শ্যারনের ঘরে উঁকি দিলাম। বুকটা ধক্‌ করে উঠল মেয়েটাকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে। বিছানার চাদর, কম্বল ইত্যাদি কুঁচকে, মুচড়ে পড়ে আছে একপাশে।

'ওই যে ওখানে,' ফিসফিস করলেন রেমণ্ড। 'ঘরের কিনারে।'

মাথা কাত করলাম। ঘরে দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্যারন রেনল্ডস। মুখটা বিকট সাদা, ঠোঁট ওপরের দিকে উল্টে গিয়ে মাড়িসহ দাঁত বের হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে বীভৎস ভঙ্গিতে হাসছে শ্যারন। পিঠের বিশাল বোঝার চাপে সামনে নুয়ে গেছে শরীর, লম্বা সাদা হাসপাতাল গাউনটা কাঁধের কাছ থেকে ছেঁড়া। দেখা যাচ্ছে সংকুচিত বক্ষ আর ঠেলে ওঠা পাঁজর।

'গুড গড!' বিস্ময় প্রকাশ করলেন রেমণ্ড। 'ও নাচছে।'

ঠিকই বলেছেন ডাক্তার। আমার বাড়িতে যেভাবে দুলে দুলে নাচছিলেন মিসেস হার্জ, শ্যারনও তেমন ভঙ্গিতে শরীর দুলিয়ে নাচছে। যেন নিঃশব্দ ড্রাম আর নীরব বাঁশির সুরে তাল মিলিয়ে শরীর ঝাঁকাচ্ছে মেয়েটা। ঘুরে ঘুরে নাচছে।

'দরজা ভাঙো,' হুকুম দিলেন রেমণ্ড।

'মাইকেল, উলফ,' পুরুষ দুই নার্সকে ডাকলেন ড. রিচার্ড। 'কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজা ভাঙতে পারবে তো?'

'চেষ্টা করব, সার,' জবাব দিল উলফ। কদমছাঁট চুলের গাট্টাগোট্টা এক তরুণ জার্মান। 'আমার ভুলেই এরকম হয়েছে, সার। দুঃখিত, বুঝতে পারিনি।'

'দরজা ভাঙো,' বললেন রেমণ্ড।

পুরুষ নার্স দু'জন কয়েক কদম পেছাল, তারপর একসঙ্গে বেগে

ছুটে গেল দরজায়। প্রচণ্ড ধাক্কায় ফাটল ধরল দরজার গায়ে, কাচ ভেঙে চুরচুর। মিসেস ক্রেমারের বাড়িতে প্রেত-বৈঠক করার সময় দমকা শীতল যে বাতাসটা আমার পায়ে আছড়ে পড়েছিল, ওরকম হিমশীতল একটা হাওয়া এইমাত্র তৈরি হওয়া দরজার ফুটো দিয়ে হুহু করে ছুটে এল। 'আবার,' বললেন রেমণ্ড।

মাইকেল এবং উলফ ফের পিছিয়ে গেল, তারপর আবার হামলা চালাল দরজায়। এবারে কব্জা থেকে ছিটকে গেল দরজার পাল্লা, হাট হয়ে খুলে গেল। ড. রেমণ্ড ঘরে ঢুকেই সোজা এগিয়ে গেলেন শ্যারনের দিকে। সে ঘরের কিনারে দাঁড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে। প্রতিবার লাফের সঙ্গে পিঠের সঙ্গে ঝুলে থাকা প্রকাণ্ড কুঁজটা ঝাঁকি খাচ্ছে। দৃশ্যটা এমন অশ্লীল, বমি এসে গেল আমার।

'এসো, শ্যারন,' মসৃণ গলায় বললেন রেমণ্ড। 'চলো, বিছানায় শোবে।'

নগ্ন এক ঠ্যাংয়ে ভর করে রেমণ্ডের দিকে ফিরল শ্যারন। আরেক পা লাফানোর ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছে। কটমট করে তাকাল ডাক্তারের দিকে। কিন্তু একী! ও চোখ দুটো তো শ্যারনের নয়! অমন টকটকে লাল, ভয়ঙ্কর ক্রূর দৃষ্টি কোনও মেয়ের চোখে ফুটতে পারে না।

ড. রেমণ্ড দু'হাত বাড়িয়ে এগোলেন শ্যারনের দিকে। চোখে প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে একপা একপা করে পিছু হঠছে শ্যারন। তার পিঠের কুঁজটা মোচড় খেল, কাঁপল, যেন বস্তাবন্দী ভেড়া। ছটফট করছে বস্তার মধ্যে।

'সে–বলেছে–আপনি–করবেন না–' থেমে থেমে বলল শ্যারন।

দাঁড়িয়ে পড়লেন ড. রেমণ্ড। 'আমাকে সে কী করতে মানা করেছে, শ্যারন?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল শ্যারন। 'সে–বলেছে–আপনি ওকে–স্পর্শ–করবেন না।'

'কিন্তু শ্যারন,' বললেন রেমণ্ড। 'আমরা যদি তোমার চিকিৎসা না করি তা হলে তো সে-ও বাঁচবে না। তোমাদের দু'জনেরই চিকিৎসা করছি আমরা। আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি। আমরা তাকে বাঁচাতে চাই।'

আরও দূরে সরে গেল শ্যারন। ধাক্কা লেগে ইন্সট্রুমেন্টের একটা ট্রে

পড়ে গেল মেঝেয়।

'সে–আপনাকে–বিশ্বাস–করে না।'

'কিন্তু কেন, শ্যারন? আমরা কি তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি না? আমরা যোদ্ধা বা সৈনিক নই। আমরা তার মতই মেডিসিনম্যান। ডাক্তার। আমরা তাকে সাহায্য করতে চাই।'

'সে–প্রচণ্ড–ব্যথার–মধ্যে–আছে।'

'ব্যথার মধ্যে আছে? কেন?'

'সে ব্যথা–পাচ্ছে। তার–লাগছে।'

'ব্যথা পাচ্ছে কেন? তার কী লাগছে?'

'সে–জানে–না। সে–ব্যথা–পাচ্ছে। আলো।'

'আলো? কীসের আলো?'

'সে–আপনাদের–সবাইকে–হত্যা–করবে।'

হঠাৎ দুলতে লাগল শ্যারন। তারপর চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচাতে চেঁচাতে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। নখ দিয়ে খামচাচ্ছে পিঠের কুঁজ। মাইকেল এবং উলফ ছুটে গেল ওর দিকে, পাঁজাকোলা করে দ্রুত নিয়ে এসে শুইয়ে দিল বিছানায়। ড. রেমণ্ড সিরিঞ্জে হাইপডারমিক ট্রাংকুইলাইজার পুরে পট করে সুইটা ঢুকিয়ে দিলেন শ্যারনের বাহুতে। আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এল মেয়েটোর চেঁচামেচি। ঘুমিয়ে পড়ল। তবে চোখের তাড়া কাঁপছে বারবার।

'ব্যস, ব্যবস্থা হয়ে গেল,' 'বললেন রেমণ্ড।

'কী ব্যবস্থা হয়ে গেল, ডক্টর?' জানতে চাইলাম আমি। 'আমি আর আপনি এখন সোজা শ্যারনের বাবা-মা'র কাছে যাব। যা ঘটেছে তা-ই বলব। সাউথ ডাকোটা থেকে ওই মেডিসিনম্যানকে আনার ব্যবস্থা করুন। জানোয়ারটার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়ে যাব।' একটু থেমে যোগ করলেন রেমণ্ড। 'কি অলোক, শ্যারন বলেছে মেডিসিনম্যানটার যন্ত্রণা হচ্ছে। ব্যথা লাগছে। বলেছে আলোর কথা। গাইনোকলজির বিষয়ে পড়াশোনা থাকলে নিশ্চয় জানেন ভ্রূণ সৃষ্ট না জানা পর্যন্ত আমরা কখনও ভ্রূণের এক্স-রে করি না। নইলে মায়ের জীবন এতে বিপদাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। একজন মানুষের যতবার এক্স-রে করা হয়, যে জায়গায় রে প্রবেশ করে, ওই এলাকার পুরো কোষগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের এতে ক্ষতি হয় না,

কয়েকটা কোষ নষ্ট হয়ে গেলেও সমস্যা হয় না। কিন্তু ছোট একটি ভ্রুণের একটি কোষও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে একটি আঙুল, একটি হাত কিংবা একটি পা ছাড়াই জন্ম নিতে হবে মানব শিশুকে।'

আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম ডাক্তারের দিকে। 'তার মানে–'

'তার মানে আমরা ওই মেডিসিনম্যানের ভ্রুণের ওপর বেশ কয়েকবার এক্স-রে পরীক্ষা চালিয়েছি।

আমি শ্যারনের পিঠে ফুলে থাকা, শিরা ওঠা ফোলা মাংসপিণ্ডটির দিকে তাকালাম। 'তার মানে,' মন্তব্য করলাম আমি, 'ওই দানবটাকে আমরা বিকলাঙ্গ করে দিয়েছি।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ড. রেমণ্ড হফম্যান। বাইরে আবার ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে।

পাঁচ

আধুনিক কালের মেডিসিনম্যান দেখতে কেমন হবে সে ব্যাপারে কোনও ধারণা ছিল না আমার। তবে সিংগিং রককে দেখে মনে হলো প্রাচীন ইণ্ডিয়ান ম্যাজিকের প্রাকটিশনারের ভূমিকার পাশাপাশি একে দিব্যি ইনসিওরেন্স সেলসম্যান হিসেবেও চালিয়ে দেয়া যাবে। পরদিন সকালে লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টে সাক্ষাৎ হলো লোকটির সঙ্গে। পরনে ছাগলের লোমের তৈরি ধূসর রঙের চকচকে সুট, মাথার খাটো চুলে তেল মেখেছে, বাজ পাখির মত প্রায় বাঁকানো নাকের ডগায় ভারী রিমের চশমা।

সিংগিং রকের গায়ের রঙ তামাটে, ঝকমকে কালো চোখ, পঞ্চাশ বছর বয়সের তুলনায় মুখে বলীরেখার সংখ্যা অনেক বেশি। এ ছাড়া তার চেহারায় আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই চোখে পড়ার মত।

আমি হেঁটে গেলাম তার দিকে। হাত মেলালাম। উচ্চতায়

আমার চেয়েও খাটো। পাঁচ ফুট তিন-চার হবে। 'মি. সিংগিং রক? আমি অলোক চৌধুরী।'

'ওহ্, হাহ্। আমাকে মিস্টার বলতে হবে না। স্রেফ নাম ধরে ডাকবেন। আপনার আসতে কি খুব কষ্ট হয়েছে? আমরা তো সারাটা পথ তুষার ঝড় ঠেঙিয়ে এলাম। আশংকা হচ্ছিল মিলাউইকিতে না আবার নেমে পড়ে প্লেন।'

'আমার গাড়িটা বাইরে আছে,' বললাম তাকে।

সিংগি রকের ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে চললাম কার পার্কের দিকে। ছলছল চোখের সূর্য তাপে জমাট বাঁধা বরফ গলতে শুরু করেছে। টার্মিনাল ভবনের ফুটপাতে বরফ গলা জল পড়ছে। কয়েক ফোঁটা আমার গায়ে এসে লাগল। কিন্তু সিংগিং রকের গায়ে লাগল না। আমি সিংগিং রকের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। 'আপনার গায়ে পানির ছিটে লাগেনি?'

'আমি একজন মেডিসিনম্যান,' মার্জিত ভঙ্গিতে বলল ইণ্ডিয়ান। 'পানির ফোঁটার সাহস কী আমাকে ভিজিয়ে দেয়?'

আমি সিংগিং রকের ব্যাগগুলো গাড়ির ট্রাংকে রাখলাম। দরজা খুলে উঠে পড়লাম গাড়িতে।

'কুগার কি আপনার পছন্দের গাড়ি?' আমাকে জিজ্ঞেস করল সিংগিং রক।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম আমি। 'ঝামেলামুক্ত গাড়ি। আমার বেশ পছন্দের গাড়ি।'

'আমারও সবুজ রঙের একটি কুগার আছে,' জানাল সে। 'ওটাকে নিয়ে ছুটির দিনে মাছ ধরতে যাই। আর কাজের জন্য ব্যবহার করি মার্কুইস।'

'ওহ, আচ্ছা,' বললাম আমি। মেডিসিনম্যানরা নিভৃতচারী হলেও তাদের আয়-ইনকাম খারাপ না সিংগিং রকের কথায় বোঝা গেল।

লা গুয়ারডিয়া থেকে বের হয়ে ছুটলাম ম্যানহাটানের উদ্দেশে। শ্যারনের ব্যাপারটা সিংগিং রক কতটুকু জানে জিজ্ঞেস করলাম।

'শুনেছি মেয়েটার শরীরে প্রাচীন এক মেডিসিনম্যান নাকি পুনর্জন্ম নিতে চলেছে,' বলল সে।

'কথাটা শুনে অবিশ্বাস্য মনে হয়নি?'

'না, তা মনে হবে কেন? আমি এর চেয়েও কত অদ্ভুত জিনিস দেখেছি। এরকম ঘটনা আরও ঘটেছে। আপনি যদি বলেন এটা সত্যি, ড. রেমণ্ডও বলছেন সত্যি, কাজেই আমি অবিশ্বাস করব কেন?' 'জানেন তো ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়?' একটা ট্রাককে ওভারটেক করতে করতে বললাম। উইণ্ডশিল্ডের ওয়াইপার চালু করে দিলাম। গাড়ির চাকা থেকে কাদা পানি ছিটকে এসে পড়ছিল কাচে। ওয়াইপার পানি মুছতে লাগল।

'জানি। আমি এ কথা কাউকে বলতে যাবও না। সাউথ ডাকোটায় আমার একটা ভাল ব্যবসা আছে। চাই না আমার ক্লায়েন্টরা ভাবুক ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আমি এখন তুকতাক নিয়ে ব্যস্ত।'

'নিশ্চয় জানেন এই মেডিসিনম্যান অসম্ভব শক্তিধর? 'মাথা দোলাল সিংগিং রক। 'যে লোক সাড়ে তিনশ' বছর পরে আবার পুনর্জন্ম নিতে চলেছে সে তো শক্তিধর হবেই। মেডিসিনম্যানরা যত বেশি সময়ের দূরত্ব পার করতে পারবে ততই তাদের ম্যাজিকে জোর থাকবে।'

'এ ব্যাপারে আর কী জানেন আপনি?'

'খুব বেশি জানি না। তবে কীসের সঙ্গে আমাকে মোকাবেলা করতে হবে সে ব্যাপারে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারছি। আপনি মহান আত্মা গিচে ম্যানিটুর নাম শুনেছেন? আমরা যার সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি সে-ও এক মেডিসিনম্যানের আত্মা বা ম্যানিটু। এই মেডিসিনম্যানের অনেক শক্তি। পূর্ব জনমে অর্থাৎ ১৬৫০-এর সময়ে তার চতুর্থ কিংবা পঞ্চম পুনর্জন্ম ঘটেছিল। একজন ম্যানিটু যতবার মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্ম নেয়, প্রতিবার সে হয়ে ওঠে আরও জ্ঞানী এবং আরও শক্তিমান। তার যখন সপ্তম কিংবা অষ্টম পুনর্জন্ম ঘটবে, সে গিচে ম্যানিটুর সঙ্গে যোগ দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করবে। হয়ে উঠবে স্থায়ী আত্মা। ব্যাপারটা অনেকটা পড়াশোনায় গ্রাজুয়েশন লাভ করার মত।'

আমি আরেকটি রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। 'ইউরোপীয়ান আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে একটা বই পড়েছিলাম,' জানালাম আমি। 'সেখানেও এরকম ব্যাপার-স্যাপার আছে। আমার প্রশ্ন এরকম একজন ম্যানিটুকে আপনি কী করে হারাবেন?'

সিংগিং রক পকেট হাতড়ে একটি ছোট সিগার বের করে ধরাল।

'কাজটি সহজ হবে না মোটেই,' বললাম আমি। 'বরং যথেষ্ট কঠিন কাজ এটা। তবে এর মূল নীতি হলো–প্রতিটি ম্যাজিকাল স্পেল বা জাদুর শক্তিকে এর শক্তি অনুযায়ী স্থানান্তর করা সম্ভব। অবশ্য এটাকে আপনি পুরোপুরি নষ্ট করতে পারবেন না কিংবা এর চলার পথে একে থামানোও সম্ভব নয়। এর নিজস্ব স্পিরিচুয়াল গতিবেগ রয়েছে। আর এ গতিবেগকে থামাতে যাওয়া আর এক্সপ্রেস ট্রেনের সামনে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা একই কথা। তবে এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিপথ আপনি ঘুরিয়ে দিতে পারেন, যেদিক থেকে এসেছে সে জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। শুধু যেটা দরকার তা হলো ৩৬০ ডিগ্রিতে এর কোর্স পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি।'

'আপনি যেভাবে ভাবছেন কাজটি তারচেয়ে সহজ হতে পারে,' বললাম আমি। 'এই মেডিসিনম্যান ভ্রূণ অবস্থায় থাকাকালীন ডাক্তাররা তার এক্স-রে করেছেন। তাঁদের ধারণা, এক্স-রের কারণে মেডিসিনম্যান বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে অথবা শারীরিক কোনও ক্ষতি তার হয়েছে।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' বলল সিংগিং রক। 'সে যখন পূর্ণ কাঠামোর মানুষ ছিল তখনই মেয়েটাকে জাদু করেছে।'

'শ্যারন রেনল্ডসকে ওর খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না?'

'আশা তো করি। তবে মেডিসিনম্যানকে সরাসরি ১৬৫০ সালে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারব, অতটা ক্ষমতা আমার নেই। এ জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞ একজন মেডিসিনম্যানের দরকার–এমন কেউ যার ক্ষমতা আমার চেয়েও বেশি। তবে আমি যা করতে পারব তা হলো মেয়েটার শরীর থেকে তাকে বের করে আনতে পারব, পারব তার ভেতরের বড় হয়ে ওঠা মাংস পিণ্ডটার গতিপথ বদলে দিয়ে অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে।'

গা-টা শিরশির করে উঠল আমার। 'অন্য কেউ? কিন্তু এরকম ভাবাটাই তো অন্যায়। শ্যারনের জন্য একজন মানুষকে আপনি মেরে ফেলবেন এটা কোনও কথা হলো?'

সিগারে ফুকফুক করে টান দিল সিংগিং রক। 'আমি দুঃখিত, মি. অলোক। আমি ভাবলাম আপনি হয়তো সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন।

তবে এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় দেখছি না।'

'কিন্তু ম্যানিটু কার কাছে যাবে?'

'যে কারও কাছে যেতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করবে আর এ জন্য সে দুর্বল কাউকে বেছে নেবে তার হোস্ট হিসেবে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম আমি। নিজেকে হঠাৎ বড্ড ক্লান্ত লাগল। এমন কারও বিরুদ্ধে লড়াই করা মোটেই সহজ নয় যার কাছে শারীরিক ক্লান্তি কোনও অর্থ বহন করে না এবং সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

'আপনি যা বললেন, সিংগিং রক, তেমনটিই যদি আপনাকে করতে হয় তা হলে বরং আপনার বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল।'

ভুরু কোঁচকাল সিংগিং রক। 'কিন্তু আমরা যদি ম্যানিটুকে কোনও নিগ্রো ক্রিমিনাল, মাদকাসক্ত কিংবা ভবঘুরের শরীরে ঢুকিয়ে দিই তা হলে নিশ্চয় আপনি আপত্তি করবেন না?'

'সিংগিং রক এমন কিছু করার প্রশ্নই ওঠে না। এ পুরো ঘটনাটা ঘটেছে একটি জাতি আরেকটি জাতির ওপর কর্তৃত্ব করার কারণে। ১৬৫০সালে ওলন্দাজরা যদি এই মেডিসিনম্যানকে তার নিজের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে না চাইত, লোকটা তখন এখানে হাজির হয়ে আমাদের জন্য হুমকি হয়ে উঠত না। আর একই অন্যায় কোনও সংখ্যালঘুর ওপর করার কোনও মানেই হয় না।'

সিংগিং রক আমার দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাল। 'আপনি তো নিগ্রো নন। বাঙালি। তা হলে নিগ্রোদের ওপর এত দরদ কেন?'

'কারণ নিগ্রোরা মানুষ এবং এ দেশে ওরা সংখ্যালঘু।'

'হুঁ,' বলল সিংগিং রক। একটু ভেবে যোগ করল, 'ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে একটা বিকল্প অবশ্য আছে। তবে বিকল্পটি খুবই বিপজ্জনক।'

'কী সেটা?'

'শ্যারন রেনল্ডসের শরীর থেকে মেডিসিনম্যান বের হয়ে আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।'

'কিন্তু তাতে তো মারা যাবে মেয়েটা।'

'এক অর্থে তাই। কিন্তু মেয়েটার নিজের ম্যানিটু বা আত্মা

মেডিসিনম্যানের ভেতরে বেঁচে থাকবে।'

আমরা ম্যানহাটানের অনেক কাছে চলে এসেছি, ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। 'কথাটা ঠিক বুঝলাম না।'

'বিষয়টি অতটা সহজও নয়,' স্বীকার করল সিংগিং রক। 'তবে মেডিসিনম্যান শ্যারনের শরীর থেকে একবার বের হয়ে এলে আমরা তার সঙ্গে শারীরিক ভাবে কিছুটা হলেও যুঝতে পারব। আমরা তাকে কব্জা করেও ফেলতে পারি। তারপর তাকে বাধ্য করব যেন সে শ্যারন রেনল্ডসের ম্যানিটু তাকে ফিরিয়ে দেয়।'

'বাধ্য করব?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কীভাবে?'

'গিচে ম্যানিটুর কাছে শক্তি চাইব। সব ম্যানিটুই এই মহান আত্মার আজ্ঞাবহ দাস।'

'কিন্তু সেও তো একই কাজ করতে পারে—মেরে ফেলতে পারে আপনাকে?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে সিগার ফুঁকছে সিংগিং রক। 'তা তো পারেই। তবু ঝুঁকিটা নিতেই হবে।'

'জানের ঝুঁকি নেবেন?'

'হুঁ।'

'এ ঝুঁকির মূল্য কত?'

'কুড়ি হাজার ডলার।'

মুখ বাঁকালাম আমি। ' আপনার জায়গায় আমি হলে এর চেয়েও বেশি চাইতাম।'

'সেক্ষেত্রে,' জানালা দিয়ে সিগার টুসকি মেরে ফেলে দিল সিংগিং, 'আমাকে ত্রিশ হাজার ডলার দিতে হবে।'

এখন পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে শ্যারনের বাবা মা'র ওপরে। সিংগিং রকের এত পারিশ্রমিক আর কারও দেয়ার সামর্থ্য নেই। আর ব্যাপারটা নিয়ে সিংগিং রককে কাজ করতে বলার অধিকারও অন্য কেউ রাখে না। আমি সিংগিং রককে নিয়ে আমার টেনথ এভিন্যুর ফ্ল্যাটে চলে এলাম। সে গোসল সারল। কফি পান করছে এই ফাঁকে শ্যারনের বাবা মা'র সঙ্গে কথা সেরে নিলাম। আমার পরিচয় পেয়ে ওরা আমাদেরকে লাঞ্চের দাওয়াত দিলেন। সিংগিং রকের কথা

শোনার পরে আশা করি তাঁদের গলায় খাবার আটকে যাবে না।

বেলা একটায় পৌঁছে গেলাম মিসেস ক্রেমারের বাড়িতে। কাচের মিস্ত্রি সকালে এসেই ভাঙা জানালার কাচ লাগিয়ে দিয়েছে। প্রেত-বৈঠকের সময় বাড়ির সবগুলো কাচের জানালা ভেঙে চুরচুর হয়ে গিয়েছিল। মিসেস ক্রেমারের বিলাস বহুল বাড়িতে ঢুকে পরিবেশটা কেমন থমথমে লাগল।

জেরাল্ড রেনল্ডসের বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন। চোয়াড়ে চেহারা। মাথার চুল পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো। পরনে কালো রঙের আরমানি সুট, শার্টটি সাদা এবং নিষ্কলঙ্ক।

তাঁর স্ত্রী টাবিথা রেনল্ডস হালকা-পাতলা গড়নের, মাথাভর্তি বাদামী চুল ফুলে ফেঁপে আছে। শ্যারন তার পটল চেরা চোখ জোড়া এই ভদ্রমহিলার কাছ থেকে পেয়েছে। তিনি কালো ডিওর সুট পরেছেন, সঙ্গে মানানসই সোনার স্বল্প গহনা। তাঁর হাতের লম্বা লম্বা নখে আলো পড়ে ঝলকাচ্ছে। দেখে রীতিমত বিমোহিত আমি। মিসেস রেনল্ডসের হাতের পিয়াজি ঘড়িটির দাম বাংলাদেশী টাকায় কমপক্ষে পাঁচ লাখ টাকা।

মিসেস ক্রেমারও আছেন। সকলের তদারকিতে ব্যস্ত। 'আমি অলোক চৌধুরী,' জেরাল্ড রেনল্ডসের হাতটা শক্ত মুঠিতে ধরে ঝাঁকিয়ে দিলাম আমি। 'ইনি মি. সিংগিং রক, দক্ষিণ ডাকোটা থেকে এসেছেন।'

'আমাকে মিস্টার বলতে হবে না,' বলল সিংগিং রক। 'স্রেফ নাম ধরে ডাকলেই চলবে।'

আমরা চেয়ার এবং সেটীতে বসলাম। জেরাল্ড রেনল্ডস আমাদেরকে সিগারেট অফার করলেন। 'ড. রেমণ্ড বললেন আমার মেয়ের বিষয়টি নিয়ে নাকি আপনার বিশেষ কৌতূহল রয়েছে।' বললেন জেরাল্ড। 'তবে তিনি আপনার পরিচয় দেননি, আপনি কী করেন তাও বলেননি। আপনি কি আমাকে আশার কোনও আলো দেখাতে পারবেন?'

খুকখুক কাশলাম আমি। 'মি. রেনল্ডস–মিসেস রেনল্ডস, আপনাদেরকে আশার আলো দেখাতে পারব এরকম কোনও আশ্বাস আমি দেব না। কারণ আমি এখন যা বলব তার অনেক কিছুই

আপনাদের কাছে অবাস্তব মনে হবে। প্রথম যখন ব্যাপারটা চাক্ষুস করি, নিজের কাছেই তা বিশ্বাস হতে চায়নি। এটা যে সত্যি ঘটছে সে ব্যাপারেও রীতিমত সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু তারপর যা ঘটতে লাগল, আপনার মেয়ের অসুস্থতার কথা যারা জানে, তারা প্রত্যেকে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কারণ অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলোর সবই ঘটেছে আপনার মেয়েকে ঘিরে।'

একে একে বলতে লাগলাম শ্যারন আমার কাছে কোন্ পরিস্থিতিতে এসেছিল এবং আমাকে ওর স্বপ্নের কথা বলেছে। বললাম কীভাবে ওলন্দাজ জাহাজটির খোঁজ বের করেছি এবং জিনিয়া কীভাবে মেডিসিনম্যানের আত্মা আহ্বান করেছিল। জানালাম মেডিসিনম্যানদের পুনর্জন্মের কথা, আলবানিতে ড. ফ্যারিসের বাড়ি যাবার কথাও বর্ণনা করলাম সবিস্তারে। তারপর এল সিংগিং রকের প্রসঙ্গ। সে আমাদের জন্য কী করতে চাইছে এবং তাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে বললাম।

ব্রাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নির্বিকার চেহারা নিয়ে আমার গল্প শুনে গেলেন জেরাল্ড রেনল্ডস। তিনি একজন চেইনস্মোকার। মদপানের সঙ্গে ঘন ঘন একের পর এক ধ্বংস হতে লাগল সিগারেট।

আমার গল্প শেষ হবার পরে তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে তাকালেন স্ত্রীর দিকে। ভদ্রমহিলাকে বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং বিমূঢ় দেখাচ্ছে। অবশ্য এজন্য তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। কারণ এরকম একটা কাহিনি শুনলে যে কারোরই হজম করতে কষ্ট হবার কথা।

জেরাল্ড রেনল্ডস ঝুঁকে এলেন আমার দিকে। সরাসরি তাকালেন।

'এটা কি টাকা খাওয়ার ধান্ধা?' দাঁতে দাঁত ঘষলেন তিনি।

মাথা নাড়লাম আমি। 'মি. রেনল্ডস, জানি অবিশ্বাস্য গল্পটা হজম করতে পারছেন না আপনি। তবে আমার কথা বিশ্বাস না হলে ড. রেমণ্ডকে ফোন করতে পারেন। তিনিও আপনাকে একই গল্প শোনাবেন। আর বিশ্বাস করুন, এর মধ্যে কোনও ধান্ধাবাজি নেই। শ্যারন সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আপনাকে একটা টাকাও খরচ করতে হবে না। সে সুস্থ না হওয়া মানে সিংগিং রকের ব্যর্থতা। তখন তাকে আর টাকা দিতে হবে না। অবশ্য ব্যর্থ হলে সিংগিং রকও বাঁচবে না। মারা যাবে।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল মেডিসিনম্যান।

চেয়ার ছাড়লেন জেরাল্ড রেনল্ডস। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে।

'আমার মেয়ে অসুস্থ,' ঘাউ করে উঠলেন তিনি। 'ওরা আমাকে বলেছে মেয়েটা আমার মারা যাচ্ছে। তারপর শুনলাম সে তিনশ' বছর বয়সী এক মেডিসিন ম্যানকে পুনর্জন্ম দিতে চলেছে। এখন শুনছি ওই মেডিসিন ম্যানের কবল থেকে রেহাই পেতে আরেকজন মেডিসিন ম্যানের সাহায্য লাগবে এবং তার পারিশ্রমিক ত্রিশ হাজার ডলার।' আমার দিকে ঘুরলেন তিনি।

'এখন বলুন কোনটা ভুয়া আর কোন্‌টা মিথ্যা?'

আমি মেজাজ না হারিয়ে বললাম, 'মি. রেনল্ডস, ব্যাপারটা আপনার কাছে ভুয়া মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি ড. রেমণ্ডের সঙ্গে কথা বলছেন না কেন? তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম টিউমার বিশেষজ্ঞ। তাঁকে ফোন করুন। তবে দয়া করে সময় নষ্ট করবেন না। কারণ মারা যাচ্ছে শ্যারন এবং তাকে বাঁচানোর একটাই উপায় আছে।'

পায়চারি বন্ধ করলেন জেরাল্ড রেনল্ডস। মাথাটা কাত করে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

'আপনি তা হলে আমার সঙ্গে মশকরা করছেন না?'

'না, মি. রেনল্ডস। আমি মশকরা করছি না। আমি খুবই সিরিয়াস। মিসেস ক্রেমারকে জিজ্ঞেস করুন না। তিনি সেই ভয়ংকর মুখটাকে ভেসে উঠতে দেখেছেন টেবিলে। তাই না, মিসেস ক্রেমার?'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধা। 'ঘটনা সত্যি, জেরী। আমি নিজের চোখে সেই মূর্তিটা দেখেছি। অলোক সাহেবকে আমি বিশ্বাস করি। তিনি মিথ্যা বলার পাত্র নন।'

মিসেস রেনল্ডস খাড়া হলেন, স্বামীর হাতটা ধরলেন। 'জেরী, ডার্লিং, অন্য আর কোনও উপায় যদি না থাকে–ওঁরা যা বলছেন তাই করো।'

দীর্ঘ নীরবতা। সিংগিং রক বড় একটা রুমাল দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়ল। মেডিসিনম্যানদেরও সর্দি লাগে জানা ছিল না আমার। অবশেষে কথা বললেন জেরাল্ড রেনল্ডস। 'ঠিক আছে। আপনারাই

জিতলেন। আমি আমার মেয়েকে সুস্থ শরীরে ফিরে পেতে চাই। আর যদি ওকে সহিসালামতে ফিরিয়ে দিতে পারেন আপনাদেরকে আমি ষাট হাজার ডলার দেব।'

'ত্রিশ দিলেই চলবে,' বলল সিংগিং রক। আমার ধারণা, ইণ্ডিয়ানের এ কথা শোনার পরে জেরাল্ড সাহেবের হয়তো শেষতক বিশ্বাস হয়েছে ম্যানিটু ভুয়া কোনও জিনিস নয়, সত্যি।

লাঞ্চ শেষে সিংগিং রককে নিয়ে চলে এলাম সিস্টারস অভ জেরুজালেম হাসপাতালে, ড. রেমণ্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। শ্যারনকে প্রচুর ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে। সে ঘুমাচ্ছে। মেয়েটির বিছানার পাশে সার্বক্ষণিক বসে আছে একজন পুরুষ নার্স। ড. রেমণ্ড শ্যারনের কাছে নিয়ে গেলেন আমাদের। সিংগিং রক এই প্রথম দেখল তাকে কীসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। ম্যানিটুর কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে শ্যারনের দিকে উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ড. রেমণ্ড সিংগিং রকের পাশে এসে দাঁড়ালেন। 'দেখে কী রকম মনে হয়েছে?'

'আমি বহু আজব এবং অদ্ভুত জিনিস দেখেছি, ডক্টর। কিন্তু এটা...'

'চলুন,' বললেন ড. রেমণ্ড, 'বাইরে গিয়ে কথা বলি।'

আমরা ফিরে এলাম ড. রেমণ্ডের অফিসে। সিংগিং রক ডাক্তারের টেবিলে রাখা টিস্যু বক্স থেকে এক টুকরো টিস্যু তুলে নিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

'ওয়েল,' বললেন ড. রেমণ্ড। 'আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানটা কী?'

'প্রথমেই জানিয়ে রাখি আমাদের হাতে সময় কিন্তু খুব কম,' বলল সিংগিং রক। 'যে হারে ম্যানিটুর শারীরিক বৃদ্ধি ঘটছে, আগামীকালের মধ্যে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আমি খাটের চারপাশে একটি ম্যাজিক সার্কেল এঁকে দেব। মেডিসিনম্যান জন্ম নেয়ার পরে ওই বৃত্তের বাইরে আর আসতে পারবে না। এর ফলে আমার নিজের মেডিসিন দিয়ে ওকে বাগে আনার মত যথেষ্ট সময় আমি পাব। অন্তত আশা করতে পারি যে পাব। এরকমও হতে পারে আমি যে বৃত্ত

আঁকব সেটা ডিঙানোর ক্ষমতা রাখে ওই মেডিসিনম্যান। লোকটার যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটছে তার আগে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছুই বলা সম্ভব না। মেডিসিনম্যান শক্তিধর নাকি দুর্বল তার পুরোটাই নির্ভর করছে এক্স-রে তার কতটুকু ক্ষতি করেছে তার ওপর। তবে তার অরিজিনাল জাদুটোনার ক্ষমতা, যে জাদুর সাহায্যে সে পুনর্জন্ম ঘটাতে চলেছে, এটির ক্ষমতা একটুও হ্রাস না পাবারই কথা। ১৬৫০ সালে তার জাদুর ক্ষমতা যেরকম ছিল সেরকম ক্ষমতা নিয়েই হয়তো মেডিসিনম্যানের পুনর্জন্ম ঘটতে চলেছে। তবে নতুন কোনও জাদুর ক্ষমতা যদি সে প্রয়োগ করতে যায়, এটির কার্যকারিতা নির্ভর করবে আপনাদের এক্স-রে ওর কতটুকু ক্ষতি করতে পেরেছে তার ওপর। আবার ওর কোনও ক্ষতি নাও হতে পারে। আমি জোর দিয়ে কিছুই বলতে পারছি না। বরং এক্স-রে রশ্মির প্রভাব মেডিসিনম্যানকে হয়তো আরও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছে, তার জাদুশক্তি হয়ে উঠেছে আরও ভয়ংকর।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ড. রেমণ্ড। 'আপনার কথা শুনে মোটেই আশাবাদী হতে পারছি না।'

'কী করে আশার কথা শোনাব?' বলল সিংগিং রক। 'এটা পুরো ডেভিড এবং গোলিয়াথের মত পরিস্থিতি। আমি আমার গুলতি দিয়ে তাকে পাথর ছুঁড়ব। ভাগ্য ভাল থাকলে প্রথম পাথরের আঘাতেই সে কুপোকাৎ হবে। কিন্তু ব্যর্থ হলে সে আমাকে মাটির সঙ্গে পিষে ফেলবে।'

'আপনার কিছু দরকার হবে?' জানতে চাইলাম আমি। 'কোনও আধিভৌতিক সাহায্য?'

মাথা নাড়ল সিংগিং রক। 'আমি আমার সমস্ত জিনিস পত্র নিয়ে এসেছি। আমার সুটকেসটা দয়া করে আপনার গাড়ি থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন মি. অলোক। তা হলে এখনই মেডিসিন সার্কেলটা এঁকে ফেলি। এতে অন্তত খানিকটা হলেও প্রটেকশন পাওয়া যাবে।'

ড. রেমণ্ড ফোন তুলে একজন পোর্টারকে আসতে বললেন। সে আসার পরে তাকে বেসমেণ্টে, আমার গাড়িতে পাঠানো হলো সিংগিং রকের সুটকেসটি নিয়ে আসতে।

'আপনারা যা-ই করেন না কেন,' বলল সিংগিং রক, 'মেডিসিনম্যান যখন শ্যারন রেনল্ডসের শরীর থেকে বেরিয়ে আসবে ওই সময় মেয়েটিকে কোনভাবেই বিরক্ত করবেন না। তাকে স্পর্শ করা সম্পূর্ণ মানা। শ্যারনকে স্পর্শ করলেই তার ম্যানিটুর তার নিজের কাছে ফিরে আসার সম্ভাবনা হয়ে উঠবে শূন্য। কাজেই তাকে বিরক্ত করা চলবে না।

'কিন্তু মেডিসিনম্যান নিজেই যদি ওকে বিরক্ত করে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

চেহারায় আঁধার ঘনাল সিংগিং রকের। 'এরকম কিছু ঘটলে সেক্ষেত্রে সম্ভবত খামোকাই আমরা সময় নষ্ট করছি।'

ড. রেমণ্ড হফম্যান বললেন, একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না, ওটাকে গুলি করলেই তো সমস্ত ল্যাঠা চুকে যায়। ওটা তো রক্তমাংসের একটা শরীর। একটা মানুষ।'

'খবরদার এরকম কিছু ভুলেও করতে যাবেন না,' সাবধান করল সিংগিং রক। 'ওকে গুলি করলে সব কেঁচে গণ্ডুস হয়ে যাবে। মেডিসিনম্যানকে হত্যার চেষ্টা করলে শ্যারনকে সারা জীবনের জন্য হারাতে হবে। লোকটা শ্যারনের ম্যানিটু দখল করে রেখেছে এবং একমাত্র সে-ই পারে ওই ম্যানিটুকে মুক্ত করতে। স্বেচ্ছায় অথবা জোর-জবরদস্তি করে।'

'স্বেচ্ছায় ম্যানিটু মুক্ত করার কোনও সুযোগ কি নেই?' জানতে চাইলেন ড. রেমণ্ড।

'একদমই নেই,' জবাব দিল সিংগিং রক।

'ওর ওপর জোর-জবরদস্তি করার অবকাশ আপনার কতটা আছে?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল সিংগিং রক। 'শতকরা তিন ভাগ। তাও যদি ভাগ্য আমাকে সহায়তা করে।'

এমন সময় পোর্টার এল সুটকেস নিয়ে। সিংগিং রক পোর্টারের হাত থেকে সুটকেস নিয়ে ড. রেমণ্ডের টেবিলে রাখল। তারপর খুলল। ভেতরে চুল, হাড়গোড় আর পাউডারের প্যাকেট চোখে পড়ল।

'ঠিক আছে,' বলল মেডিসিনম্যান। 'প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে এখানে। চলুন, সার্কেলটা এঁকে ফেলি।'

আবার নীচে নেমে এলাম আমরা। ঢুকলাম শ্যারন রেনল্ডসের

প্রাইভেট রুমে। আগের মতই শুয়ে আছে সে, ফ্যাকাসে চেহারা, বেঢপ মাংসের ফোলাটা প্রায় কোমর ছুঁইছুঁই করছে। সিংগিং রক মেয়েটির দিকে তাকাল না, ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজের কাজে। সুটকেস খুলে পাউডার আর হাড়গোড় বের করে রাখল মেঝেতে।

'শুনুন,' আমাদের উদ্দেশ্যে বলল সে। 'সার্কেল আঁকা হলে এটাকে কিন্তু আর স্পর্শ করা যাবে না। বৃত্ত ডিঙাতে পারবেন তবে খেয়াল রাখবেন রেখা যেন মুছে না যায় কিংবা এতে শরীরের কোনও অঙ্গ যেন স্পর্শ না করে। বৃত্ত কোথাও মুছে গেলে বা ভেঙে গেলে এ দিয়ে আর কাজ হবে না।'

ড. রেমণ্ড বললেন, 'ঠিক আছে। আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি কথাটা।'

সিংগিং রক হাঁটু মুড়ে বসল মেঝেতে। কাগজের প্যাকেট থেকে লাল পাউডার বের করে শ্যারনের খাটের চারপাশে গোলাকার একটি বৃত্ত আঁকল। তারপর এর ভেতরে সাদা পাউডার দিয়ে আরেকটি বৃত্ত তৈরি করল। একটু পরপর সে মানুষের সাদা হাড় রাখছে বৃত্তের চারপাশে, সেসঙ্গে আউড়ে চলেছে মন্ত্র। তারপর মানুষের চুলের মালা রাখল গোটা বৃত্ত জুড়ে। 'গিচে ম্যানিটু, আমাকে রক্ষা করো,' প্রার্থনা করল সিংগিং রক। 'গিচে ম্যানিটু, আমার প্রার্থনা শোনো। আমাকে রক্ষা করো।'

সে কথাগুলো বলছে, কেন জানি না আমার শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ-শীতল জল নামল। বিছানায় শোয়া শ্যারন হঠাৎ একটা চোখ মেলে চাইল। রক্ত চক্ষু মেলে তাকিয়ে রইল সিংগিং রকের দিকে।

'সিংগিং রক,' মৃদু গলায় ডাকলাম আমি। ইংগিতে দেখালাম শ্যারনকে।

ঘুরল সিংগিং রক। দেখল শ্যারনের ঘৃণা বিচ্ছুরিত হওয়া ভয়ংকর চক্ষুটাকে। ভয়ার্ত ভঙ্গিতে ঠোঁট চাটল মেডিসিনম্যান, তারপর মৃদু এবং কাঁপা গলায় কথা বলতে লাগল শ্যারনের সঙ্গে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে, 'কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

প্রথমে চুপ করে রইল শ্যারন তারপর রোমহর্ষক গলায় শুরু হয়ে গেল ফিসফিসানি: 'আমি–তোমার–চেয়ে–অনেক–বেশি–শক্তিমান। তোমার–ঝাড়ফুঁক–কিংবা ওষুধ–আমার–সামনে–দাঁড়াতেই–পারবে

না। আমি–তোমাকে শীঘ্রি–কোতল–করব।'

'তোমার নাম কী?' প্রশ্ন করল সিংগিং রক।

'আমার–নাম–মিসকুয়ামাকাস। আমি–তোমাকে–শীঘ্রি–হত্যা–করব।'

ভীরু পদক্ষেপে পিছু হঠল সিংগিং রক, শ্যারনের খোলা চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। আবার যখন মুদে গেল চোখ, নিজের সার্জিকাল রোবে জোরে জোরে হাত ঘষতে লাগল সে।

'ব্যাপার কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ব্যাপার হলো মিসকুয়ামাকাস,' অনুচ্চ গলায় জবাব দিল সিংগিং রক, যেন জোরে বললে নামটা কেউ শুনে ফেলবে। 'ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাসে সবচেয়ে কুখ্যাত এবং শক্তিশালী মেডিসিনম্যানদের অন্যতম সে।'

'আপনি এর সম্পর্কে জানেন?'

'ইণ্ডিয়ান ম্যাজিক নিয়ে নাড়াচাড়া করা সব মানুষই এ নামটির সঙ্গে পরিচিত। শ্বেতাঙ্গরা এ দেশে আসার আগে, এমনকী সিউক্সরাও তার কথা জানত। তাকে বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ মেডিসিনম্যান। সে এমন সব ম্যানিটু এবং পিশাচদের ডেকে আনত যাদেরকে আহ্বান করার সাহস পেত না অন্যসব মেডিসিনম্যান।'

'এ কথার মানে কী?' উদ্বেগ ড. রেমণ্ডের কণ্ঠে। 'আপনি কি ওর সঙ্গে লড়াই করতে পারবেন না বলছেন?'

সার্জিকাল ফেস-মাস্কের আড়ালে দরদর ঘামছে সিংগিং রক। 'লড়াই করতে পারব না বলিনি। পারব। তবে জেতার সম্ভাবনা কম। মিসকুয়ামাকাস সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে দুষ্ট আত্মাকেও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে। আমেরিকায় যখন শ্বেতাঙ্গরা প্রথম এসেছিল, ওই সময়কারও কিছু প্রাচীন ম্যানিটু আছে যারা খুবই শয়তান প্রকৃতির। এদের গল্প বহু উপজাতির মধ্যে কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে রয়েছে। আর মিসকুয়ামাকাস নিজের স্বার্থে এদেরকে প্রায়ই আহ্বান করত। সে যদি এখন এদেরকে ডেকে পাঠায় কী যে আছে কপালে তা কল্পনাও করতে পারছি না।'

'কিন্তু একটা আত্মা কীইবা করতে পারে?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'যারা আত্মা-ফাত্মায় বিশ্বাস করে না তাদের কোনও ক্ষতি করতে

পারে?'

'অবশ্যই পারে,' জবাব দিল সিংগিং রক। 'আপনি বাঘের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না বলে বাঘ বাগে পেলে আপনাকে নিশ্চয় ছেড়ে দেবে না। দেবে কি? এই ম্যানিটুদেরকে একবার শরীরী পৃথিবীতে আহ্বান করা হলে তাদের মধ্যে চলে আসে শ্যারীরিক ক্ষমতা এবং দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তাদের অস্তিত্ব।'

'হলি ক্রাইস্ট!' আঁতকে উঠলেন ড. রেমণ্ড।

নাক টানল সিংগিং রক। 'ক্রাইস্ট আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন না। এ দানবদের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানিটির কোনও সম্পর্ক নেই। খ্রিস্টান ধর্মের দানবদের আপনি ক্রুশবিদ্ধ করতে পারবেন, পবিত্র জল ছিটিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু এই দানবরা শুধু আপনার দিকে তাকিয়ে হাসবে।'

'এই বৃত্ত,' পাউডার আর হাড়ের রিংয়ের দিকে আঙুল তুলে দেখালাম, 'এটা কি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল সিংগিং রক। 'মনে হয় না। বড়জোর কয়েক মিনিট, এর বেশি নয়। মেডিসিনম্যানকে জাদু করার জন্য এর সাহায্যে হয়তো খানিক সময় পাব। তবে মিসকুয়ামাকাস নিজেই এ ধরনের বৃত্ত তৈরিতে ওস্তাদ। সে এমন বৃত্ত আঁকতে পারে যার ভেতরে সবচেয়ে ভয়ানক আত্মাও ঢুকতে পারে না। আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে যে বৃত্তটি এঁকেছি তা যথেষ্ট মজবুত হলেও এ বৃত্ত সহজেই ভেঙে ফেলার উপায় জানা আছে মিসকুয়ামাকাসের।'

'শ্যারনের কথা ভেবে আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে,' বললেন ড. রেমণ্ড হফম্যান। 'এ ঘরে যদি সত্যি দুই জাদুকরের মধ্যে মরণ পণ লড়াই শুরু হয়ে যায়, শ্যারন বাঁচবে তো?'

'ড. রেমণ্ড,' বলল সিংগিং রক, 'এটা এসপার-ওসপারের লড়াই। আমি যুদ্ধে জিতে গেলে বেঁচে যাবে মেয়েটা। কিন্তু যদি হেরে যাই তা হলে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারব না কে বাঁচবে আর কে মরবে। মিসকুয়ামাকাসের মত প্রচণ্ড শক্তিশালী একজন মেডিসিনম্যানের সঙ্গে লাগতে গিয়ে আমরা সবাই মারা যেতে পারি। আপনার আসলে ধারণাই নেই এই ম্যানিটুরা কী জিনিস। আমি যখন বলছি এরা শক্তিধর তার মানে এটা নয় যে এরা একজন মানুষকে ঘুসি মেরে

শুইয়ে দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লে এ হাসপাতাল তারা উড়িয়ে দিতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে গোটা মহল্লা, এমনকী এ শহরও।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন চলুন,' বললেন ড. রেমণ্ড।

সিংগিং রক শেষবারের মত তার মেডিসিন সার্কেল পরীক্ষা করে দেখল। তারপর আমাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে এল শ্যারনের ঘর থেকে। করিডরে এসে ফেস মাস্ক এবং গা থেকে রোব খুলে ফেললাম আমরা।

'আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি–অপেক্ষা করুন এবং দেখুন কী হয়,' বলল সিংগিং রক। 'আমার খিদে পেয়েছে। হাসপাতালে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে?'

'আমি ব্যবস্থা করছি।' বললেন ড. রেমণ্ড, 'চলুন। লম্বা একটা রাত পড়ে আছে সামনে। কাজেই সবার শরীরেই ফুয়েলের দরকার।'

ঘড়ি দেখলাম। পাঁচটা পাঁচ। কাল এরকম সময়ের মধ্যে নির্ধারণ হয়ে যাবে আমাদের জয়-পরাজয়। যদি জিততে না পারি, কাল, মঙ্গলবার, বিকেল পাঁচটা পাঁচ মিনিটে আমাদের ভাগ্যে কী আছে তা খোদাই জানে।

আমরা খেয়ে এসে দেখি ড. রেমণ্ডের অফিসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে NYPD-র লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। কোলে হাত রেখে বসে রয়েছে, শজারুর কাঁটার মত চুলগুলো খাড়া হয়ে আছে মাথার ওপর। 'মি. অলোক?' আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল সে।

সতর্ক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। 'আমার সঙ্গে কোন দরকার আছে, লেফটেনেন্ট?'

'হ্যাঁ, একটু দরকার তো ছিলই। আপনি নিশ্চয় ড. রেমণ্ড, সার,' বলল সে ডাক্তারকে। 'আমি লেফটেনেন্ট ম্যারিনো।' ব্যাজ দেখাল সে।

'ইনি সিংগিং রক,' ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে পুলিশ অফিসারের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' হাত মেলাতে মেলাতে বলল ম্যারিনো। 'কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তা বলতে পারেন,' বলল লেফটেনেন্ট। 'আপনি জিনিয়া ইসলাম

আর ম্যাক ক্রফোর্ড নামে কাউকে চেনেন?'

'অবশ্যই। প্রথম জন আমার খালাতো বোন, দ্বিতীয় জন বোনের স্বামী।'

'ওঁরা মারা গেছেন,' বলল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। 'আজ সকালে ওঁদের গাঁয়ের বাড়িতে আগুন লেগে দু'জনেই পুড়ে মারা গেছেন।'

মাথাটা বন্‌ন্‌ করে ঘুরে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্য আঁধার হয়ে এল দুনিয়া। বুকের ভেতরটা আশ্চর্য ফাঁকা লাগল। জিনিয়া আমার আপন খালাতো বোন নয়। দূর সম্পর্কের। কিন্তু মেয়েটা এত লক্ষ্মী ছিল! এত পছন্দ করত আমাকে! আমিও ওকে খুব ভালবাসতাম। ওর স্বামী ম্যাকও ছিল মাই ডিয়ার মানুষ।

দাঁড়িয়ে ছিলাম। ধপ্‌ করে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে। চোখ ফেটে চলে এসেছে পানি। আমি দ্রুত হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিলাম অশ্রু। ড. রেমণ্ড আমাকে এক গ্লাস বুরবন ঢেলে দিলেন। এক ঢোকে অর্ধেক খালি করে ফেললাম গ্লাস। আমাকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল ম্যারিনো। ধরিয়ে দিল। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট ফুঁকলাম। তারপর ধরা গলায় বললাম, 'খোদা! আমার বোনটা এত ভাল ছিল! ওরা খুব সুখি একটা দম্পতি ছিল...কী করে ঘটল এমন ভয়ংকর ঘটনা?'

'আমরা জানি না,' শ্রাগ করল লেফটেনেন্ট। 'ভাবলাম আপনি হয়তো কোনও ইংগিত দিতে পারবেন।'

'মানে? আমি এ ব্যাপারে কী ইংগিত দেব? ঘটনা কেন এবং কীভাবে ঘটল সেটা তো আপনারাই তদন্ত করে বরং বের করবেন।'

সামনে ঝুঁকল লেফটেনেন্ট। 'মি. অলোক, শনিবার সকালে মিসেস হার্জ নামে এক বৃদ্ধা সিঁড়ি দিয়ে পিছলে পড়ে মারা গেছেন। আজ সোমবার। দু'জন মানুষ তাঁদের বাড়িতে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এরা সবাই আপনার পরিচিত। কাজেই আমার রুটিন ইনকুয়ারি করার অধিকার আছে কিনা বলুন?'

'আমার বোন এবং বোনের স্বামীর অপঘাত মৃত্যুর জন্য কি আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?' কটমট করে তাকালাম পুলিশ অফিসারের দিকে। 'খোঁজ নিয়ে দেখুন আজ সকালে আমি কোথায় ছিলাম। আজ সকালে লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম সিংগিং রককে নিয়ে

আসতে। উনি সকালের ফ্লাইটে সাউথ ডাকোটা থেকে এসেছেন।'

'কথা কি সত্য?' সিংগিং রকের দিকে তাকাল ম্যারিনো। মাথা ঝাঁকাল রেড ইণ্ডিয়ান। চিন্তিত চেহারা। কী যেন ভাবছে।

'ঠিক আছে,' সিধে হলো লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো। 'এ তথ্যটুকুই আমার দরকার ছিল। না, আপনাকে আমরা সন্দেহ করছি না। বরং ওঁরা আপনার আত্মীয় ছিলেন জেনে এখন সত্যি খারাপ লাগছে।'

চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে অফিসার, তার জামার আস্তিন খামচে ধরল সিংগিং রক।

'লেফটেনেণ্ট,' বলল সে। 'ওই দম্পতি ঠিক কীভাবে মারা গেছে বলুন তো?'

'বলা মুশকিল,' জবাব দিল ম্যারিনো। 'আগুনটা ঝটিতি ধরে যায়—যেন বিস্ফোরিত হয়েছে বোমা। দু'টি লাশই পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। আমরা ভেবেছি এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করা হয়েছে তবে সেরকম কোনও আলামতের সন্ধান পাইনি। বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেও আগুন ধরতে পারে। তবে দু'তিনদিনের আগে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বোধহয় জানা যাবে না।'

'ঠিক আছে, লেফটেনেণ্ট,' মৃদু গলায় বলল সিংগিং রক। 'ধন্যবাদ।'

দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো।

'মি. অলোক, আপনার বোনের শ্বশুর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তাঁরা বলেছেন লাশ নিয়ে গিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করবেন। জানতাম না মিসেস জিনিয়া আপনার কাজিন। তাঁর লাশ কি এখানে দাফন হবে নাকি দেশে পাঠাবেন?'

'বাংলাদেশে জিনিয়ার মা-বাবা-ভাই-বোন কেউ নেই,' বললাম আমি।

'ওকে ওর স্বামীর সঙ্গেই কবর দেয়ার ব্যবস্থা করুন। আচ্ছা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কবে হচ্ছে?'

'লাশের পোস্টমর্টেম হবে, তারপর। আমরা আপনাকে জানাব।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

ম্যারিনো বলল, 'ভাল কথা, আপনি দু'একদিনের মধ্যে শহর ছেড়ে কোথাও না গেলেই ভাল করবেন। আরও ইনকুয়ারির দরকার

হলে আপনাকে আমাদের প্রয়োজন হতে পারে।'

'আমি কোথাও যাচ্ছি না,' মৃদু গলায় বললাম আমি। 'যোগাযোগ করতে পারবেন।'

চলে গেল ম্যারিনো। সিংগিং রক আমার সামনে এসে কাঁধে একটা হাত রাখল। 'মি. অলোক, আপনার কাজিন এবং ভগ্নিপতির এ পরিণতির জন্য আমি সত্যি খুব দুঃখিত। তবে এখন বুঝতে পারছি কাদের সঙ্গে লড়াই করছি।'

'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন না...'

'না, ভাবছি না,' বলল সে, 'আমি জানি। আপনার কাজিন এবং ভগ্নিপতি প্রেত-বৈঠকে বসে মিসকুয়ামাকাসকে ডেকে এনে তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। সে এসেছিল দেখতে কার এত বড় সাহস তাকে বিরক্ত করে। মিসকুয়ামাকাসের জন্য ওভাবে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া কোনও ব্যাপারই নয়। আর এরকম আগুনে শুধু তারাই পুড়ে মরবে যাদের মৃত্যু কামনা করবে মেডিসিনম্যান। অন্য কারও বা কিছুর কোনও ক্ষতি হবে না।'

ড. রেমণ্ড সহানুভূতির হাত রাখলেন আমার পিঠে। 'কিন্তু অলোক সাহেবও তো ওই প্রেত-বৈঠকে ছিলেন। মিসকুয়ামাকাস তাঁর কোনও ক্ষতি কেন করল না?'

'আমার কারণে,' জবাব দিল সিংগিং রক। 'আমি বিরাট কোনও মেডিসিনম্যান না হতে পারি তবে আমার মন্ত্রপূত কবচ সাধারণ জাদুটোনা ঠেকিয়ে দিতে পারে। আমার যারা বন্ধু কিংবা বন্ধুর মত, আমার সঙ্গে থাকে, তাদেরকে কেউ ক্ষতি করতে পারে না। আমার ধারণা, মিসকুয়ামাকাসের যেহেতু এখনও পুনর্জন্ম ঘটেনি তাই সে নিজের জাদুবিদ্যা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারছে না। তবে এটা আমার অনুমান মাত্র।'

'এ বিশ্বাস করা কঠিন,' বললেন ড. রেমণ্ড। 'আমরা টেকনোলজিকাল একটি যুগে বসবাস করছি অথচ চারশো বছর আগের গ্রাম্য কোন্ এক বৈদ্য কিনা দু'জন মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলল! এটা কী করে সম্ভব?'

'জাদু দিয়ে সম্ভব,' বলল সিংগিং রক। 'প্রকৃত জাদু সৃষ্টি করা হয় মানুষ যেভাবে তার পরিবেশকে ব্যবহার করে সেভাবে। আর এ

পরিবেশে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির ছয়টি উপাদান দিয়ে—পাথর, বৃক্ষ, পানি, মাটি, আগুন ও আকাশ। আমরা ভুলে গেছি এই ছয়টি উপাদানকে দিয়ে কত না কাজ করা যায়! বিস্মৃত হয়েছি কীভাবে প্রকৃত জাদু কাজ করে। কিন্তু এ দিয়ে এখনও কাজ করা যায়। আত্মা অবিনশ্বর। আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাসে। কাজে লাগার জন্য তারা প্রস্তুত। একজন আত্মার কাছে একটি শতাব্দী মিলি সেকেণ্ডের মত। তারা অমর এবং ধৈর্যশীল। তবে একই সঙ্গে শক্তিশালী এবং ক্ষুধার্ত। খুব সাহস ও শক্তি না থাকলে আত্মাকে আহ্বান করা যায় না। আর একবার ডেকে আনলে তাদেরকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আরও শক্তির দরকার হয়। তারা যে পথ দিয়ে এসেছে ওটাকে বন্ধ করে দিতে হয়।'

'একটা সত্যি কথা বলি, সিংগিং রক?' বললেন ড. রেমণ্ড। 'আপনার বক্তৃতা শুনে আমার গা ছমছম করছে।'

সিংগিং রক তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। 'গা ছমছম করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এরকম ভয়াবহ ঘটনা আর কোনদিন ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।'

ছয়

সোমবার সারাটা রাত আমি আর সিংগিং রক পালা করে পাহারা দিলাম শ্যারন রেনল্ডসকে। দু'জনে মিলে জোর করে ড. রেমণ্ডকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। তাঁর টানা একটা ঘুম দরকার। যদি শ্যারনের ম্যানিটু ওর শরীরে ফিরিয়ে আনতে পারি, মেয়েটার তাৎক্ষণিক জ্ঞান ফেরাতে ড. রেমণ্ডকে দরকার হবে। আর সেজন্য ডাক্তারের ফ্রেশ এবং ফিট থাকা খুবই জরুরী।

আমরা হাসপাতালে শ্যারনের পাশের ঘরটি দখল করেছি। সিংগিং

রক ঘুমাচ্ছে আর আমি করিডরে শক্ত চেয়ার পেতে বসে আমাদের রোগীর ঘরের জানালায় তাকিয়ে আছি। শ্যারনের ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতরে ওর সঙ্গে পুরুষ একজন নার্স আছে, যদি আকস্মিক কোন দরকার হয়ে পড়ে। তবে লোকটাকে বলা আছে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লেই সে যেন আমাকে ডাক দেয়।

লাইব্রেরিতে ড. ফ্যারিসের লেখা হিডাটসা ইণ্ডিয়ানদের ওপর একটা বই পেয়েছি। হাসপাতালের নগ্ন, ফ্লুরেসেন্ট বাতির আলোয় বইটির পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। রসকষহীন ভাষা তবে বোঝা যায় ভদ্রলোক মেডিসিনম্যানদের জাদুটোনা, তুকতাক ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন।

রাত দুটোর দিকে আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসতে লাগল। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল গরম পানিতে একটা শাওয়ার নিয়ে সোজা বিছানায় গা এলিয়ে দিতে।

আমি ঝিমাতে লাগলাম। ঝিমাতে ঝিমাতে কখন দু'চোখের পাতা একত্রিত হয়ে এসেছে টেরও পাইনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম আমার চারপাশে উষ্ণ, পিচ্ছিল অন্ধকার। তবে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে না। আমি যেন ভ্রুণ হয়ে কোনও নারীর জরায়ুর মধ্যে গুটিশুটি মেরে পড়ে আছি। উষ্ণতাটুকু আরামদায়ক লাগছে, আমাকে শক্তি এবং পুষ্টি জোগাচ্ছে। কিছু একটা ঘটার জন্য অপেক্ষা করছি আমি—সঠিক মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুণছি। সেই সময় এলেই আমাকে এই উষ্ণ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে পড়ে প্রবেশ করতে হবে শীতল, অজানা কোনও জায়গায়। যে জায়গাটা ভীতিকর এবং অচেনা।

ভয়ের অনুভূতি আমাকে ঘুমের চটকা ভেঙে দিল। ঝট করে তাকালাম ঘড়ির দিকে কতক্ষণ ঘুমিয়েছি দেখতে। পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি নয়। সিধে হলাম, শ্যারনের ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। উঁকি দিলাম। বিছানায় শুয়ে আছে মেয়েটা, গায়ে একটা চাদর। চাদর অনেকখানি ঢেকে রেখেছে পিঠের কুৎসিত মাংসপিণ্ডটা। এখনও অচেতন শ্যারন, মুখটা হলুদ, যেন মরা মানুষের খুলি। চোখের চারপাশটায় বেগুনি ছোপ, গালে গভীর বলীরেখার দাগ। দেখে মনে হচ্ছে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে ও। শুধু ওর বিছানার পাশের

বৈদ্যুতিক ডায়াগনসিস যন্ত্রে ঝিলিক দেয়া রেখাগুলো প্রমাণ করছে মারা যায়নি শ্যারন, ওর শরীরের ভেতরে জ্যান্ত কিছু একটা আছে।

নার্স মাইকেল পায়ের ওপর পা তুলে *'গার্ল ফ্রম গ্রীন প্ল্যানেট'* নামে একটি সায়েন্স ফিকশন পেপারব্যাক পড়ছে। হিডাটাসদের ওপর লেখা নীরস বইটির বদলে অন্য যে কোনও বই এখন হাতে পেলে বেশ হত।

হাড়ের মত খটখটে চেয়ারে ফিরে এসে বসলাম। তিনটার সময় সিংগিং রক আমাকে ছেড়ে দেবে। ওর তখন পাহারার পালা শুরু। কিন্তু আমার আর বসে থাকতে ভাল্লাগছে না। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। আঙুল মটকাতে লাগলাম। হাসপাতালে, এত রাতে নির্জন করিডরে বসে থাকার অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে কিনা জানি না। তবে মনে হবে পৃথিবীতে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, মনে হবে অদ্ভুত একটা সময়ের মধ্যে আপনি প্রবেশ করেছেন, যে সময়ে শরীরের পালস রেট আস্তে আস্তে কমে আসে, ঘন হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস, ডুবে যান দুঃস্বপ্নের অতল রাজ্যে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ওটাকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে নিভিয়ে দিলাম আগুন। আবার ঘড়িতে সময় দেখলাম। আড়াইটা বাজে। ভোর হতে এখনও কত দেরি! দিনের চেয়ে রাতের বেলা মিসকুয়ামাকাসের মত পিশাচের মুখোমুখি হওয়া অনেক বেশি ভীতিকর। আর রাতের বেলা মনে হয় ঘরের আনাচে-কানাচে ওঁৎ পেতে রয়েছে প্রেতের দল, এমনকী দেয়ালে নিজের ছায়া দেখেও আঁতকে ওঠে কলজে।

ছোট বেলায় মাঝরাতে একা একা বাথরুমে যেতে ভয় পেতাম। বসার ঘর পার হয়ে যেতে হত বাথরুমে। আমি ভয়ে কাঁপতাম। ভাবতাম কোন এক চাঁদনী রাতে বাথরুমে যাওয়ার সময় দেখব আমাদের বৈঠকখানায় কতগুলো লোক বসে আছে চেয়ারে। তারা নড়াচড়া করছে না, কথা বলছে না, এমনকী চোখের পলকও পড়ছে না। এরা সবাই মরা মানুষ। এক সময় এ বৈঠকখানায় বসে এরা এই চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিত। এখনও নিচ্ছে।

শৈশবের সেই অনুভূতি এ মুহূর্তে আবার ফিরে এসেছে আমার মাঝে। লম্বা, জনশূন্য করিডরে বারবার ভীতচকিত চোখে তাকাচ্ছি যদি

দূরে আবছা কোনও মূর্তি দেখা যায়! যদি দেখি জিন্দালাশের মত কেউ দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে আসছে, নির্ঘাত দৌড় দেব।

রাত পোনে তিনটা। আরেকটা সিগারেট ধরালাম। শূন্য করিডরে নিঃসীম নীরবতার মাঝে ধূমপান করে চললাম। এখন এলিভেটর চলছে না, পুরু কার্পেটের কারণে রাতের কর্মচারীদের পায়ের শব্দও প্রায় শোনা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। একা আমি। যতবার এক পায়ের ভর চাপালাম আরেক পায়ে, ভয়টা বেড়েই চলল।

এমন ক্লান্ত লাগছে! ভাবছিলাম সত্যি এসব ঘটছে নাকি স্বপ্ন দেখছি অথবা পুরোটাই আমার কল্পনা। মিসকুয়ামাকাস বলে সত্যি যদি কেউ না থাকে তা হলে মধ্যরাতে হাসপাতালের নির্জন করিডরে বসে একা একা কীসের জন্য পাহারা দিচ্ছি আমি? সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ড. ফ্যারিসের বইতে আবার মনোসংযোগের চেষ্টা করলাম। কিন্তু ক্লান্তিতে এমন ধরে এসেছে চোখ, শেষে পড়ার আশা ত্যাগ করলাম।

শ্যারনের ঘরের জানালার কাচে মৃদু ঠুন শব্দ হতে আমি মুখ তুলে তাকালাম। প্রায় অস্পষ্ট একটা আওয়াজ, কেউ যেন করিডরের অন্য প্রান্তে বসে চামচে বাড়ি মেরে শব্দ তুলছে ঠুন ঠুন ঠুন...

লাফ মেরে খাড়া হলাম দৃশ্যটা দেখে। জানালার কাচে একটা মুখ। বিকট একটা চেহারা! কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ, দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, যেন নিঃশব্দে চিৎকার করছে।

এক সেকেণ্ডের জন্য মুখটাকে দেখতে পেলাম আমি। তারপর পানি ছিটানোর মত একটা আওয়াজ হলো, গোটা জানালা লাল হয়ে গেল রক্তে। দরজার কী হোল থেকে বেরিয়ে এল রক্তের ঘন ধারা, কপাট বেয়ে নামতে লাগল।

'সিংগিং **রঅঅঅঅক!'** গলা ফাটালাম আমি। বিদ্যুৎ গতিতে ঢুকে পড়লাম পাশের ঘরে। এখানে ঘুমাচ্ছে ও। হাতের ঝাপটায় জ্বেলে দিলাম আলো। খাটে উঠে বসেছে সিংগিং রক, ঘুমের কারণে মুখ ফোলা, চোখ জোড়া বিস্ফারিত, ফুটে আছে ভয়।

'কী হয়েছে?' চেঁচাল ও। দ্রুত নেমে এল বিছানা থেকে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা করিডরে।

'ওখানে একটা চেহারা দেখেছি—জানালায়—এক সেকেণ্ডের জন্য। তারপর দেখলাম মুখটা নেই। শুধু রক্ত।'

'ও জন্ম নিয়েছে,' বলল সিংগিং রক। 'অথবা জন্ম নিতে আর দেরি নেই। আপনি বোধহয় নার্সটাকে দেখেছেন জানালায়।'

'নার্স? মিসকুয়ামাকাস ওকে দিয়ে কী করবে?'

'প্রাচীন ইণ্ডিয়ান জাদু। সে হয়তো শরীরের আত্মাটাকে ডেকে এনে তাকে ভেতর-বাহির করেছে।'

'ভেতর-বাহির মানে?'

আমার কথার জবাব দিল না সিংগিং রক। দ্রুত ঢুকল নিজের ঘরে। খুলল সুটকেস। মালা, মন্ত্রপড়া কবচ আর তরলে বোঝাই চামড়ার একটি বোতল বের করল। কাঁচা চামড়ার ফিতেয় ঝোলানো তামার ভয়ংকরদর্শন একটা মুখের কবচ সে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিল। তারপর মাথা এবং কাঁধে ছিটাল লালচে পাউডার। লম্বা সাদা হাড়ের ডগা ছুঁইয়ে দিল শরীরে।

'এখন আপনি মোটামুটি সুরক্ষিত,' বলল সে। 'অন্তত মাইকেলের মত দশা আপনার হবে না।'

'শুনুন, সিংগিং রক,' বললাম আমি। 'আমাদের একটা আগ্নেয়াস্ত্র দরকার। জানি মিসকুয়ামাকাসকে গুলি করলে মারা যেতে পারে শ্যারন, কিন্তু শেষ উপায় হিসেবে আমাদের হয়তো বন্দুক চালাতে হবে।'

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সিংগিং রক। 'না। মিসকুয়ামাকাসকে গুলি করলে তার ম্যানিটু আমাদেরকে সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়াবে। তাকে পরাস্ত করার একটাই উপায় আছে—জাদু। ওকে জাদু করা গেলে ও আর ফিরে আসতে পারবে না। আর জাদু কিংবা মায়াবিদ্যায় যে লোক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে তার দশা যার ওপর গুলি চালানো হয়েছে, তার চেয়ে শোচনীয় হয়ে ওঠে। এখন চলুন, আমাদের হাতে আর সময় নেই।'

সে আমাকে নিয়ে শ্যারন রেনল্ডসের ঘরে কদম বাড়াল। জানালায় রক্তের রেখা সরু হয়ে এসেছে, ভেতরে, বিছানার পাশের মিটমিটে আলোয় লালচে রংটা ভীতিকর দেখাল।

'গিচে ম্যানিটু, আমাদেরকে রক্ষা করো। গিচে ম্যানিটু,

আমাদেরকে রক্ষা করো। বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছে সিংগিং রক, দরজার হাতল ধরে ঘোরাল।

দরজার পেছনে ভেজা, ভারী কিছু একটা ছিল। সিংগিং রক কপাটে ধাক্কা দিতে ওটা ছিটকে গেল। বমি আর বিষ্ঠার গা গোলানো গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে, ভেতরে পা দিতেই পিচ্ছিল কীসে যেন হড়কে গেলাম আমি। মাইকেলের ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত শরীরের অবশিষ্টাংশ স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। গায়ে পেঁচিয়ে রয়েছে শ্বাস নালী, শিরা, এবং পাকস্থলী। মাত্র একবার ওদিকে তাকিয়েই সরিয়ে নিলাম চোখ। পেট ঠেলে বমি আসছে।

ঘরময় শুধু রক্ত আর রক্ত। দেয়ালে রক্ত, বেডশীটে রক্ত, মেঝেয় রক্ত। রক্তের সাগরের মাঝখানে শুয়ে আছে শ্যারন। শরীর মোচড় খাচ্ছে। যেন মস্ত একটা শুঁয়াপোকা, প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির।

'আর সময় নেই,' ফিসফিস করল সিংগিং রক। 'শ্যারন নিশ্চয় গা মোচড়ামুচড়ি করছিল। আর মাইকেল গিয়েছিল ওকে সাহায্য করতে। এ কারণেই মিসকুয়ামাকাস মাইকেলকে হত্যা করেছে।'

বহু কষ্টে বমি চেপে রেখে বিস্ফারিত চোখে দেখলাম শ্যারনের পিঠের ওপরের প্রকাণ্ড মাংসপিণ্ডটা ফুলে ফুলে উঠছে, মোচড় খাচ্ছে। ওটা আকারে এতই বড়, শ্যারনের নিজের কাঠামোটাকে লাগছে কাগজের শরীরের মত। পিঠে বহন করা জানোয়ারটা জন্ম নিতে চলেছে, পিণ্ডটা মোচড়াচ্ছে, আর শ্যারনের সরু সরু হাত পা নিস্তেজ হয়ে আছে, যেন ওর শরীরের সঙ্গে এ অঙ্গগুলোর কোনই সম্পর্ক নেই।

'গিচে ম্যানিটু, আমাকে শক্তি দাও। আমার জন্য অন্ধকারের আত্মাদের এবং শক্তি নিয়ে এসো। গিচে ম্যানিটু, আমার আহ্বান শোনো।' বিড়বিড় করে বলছে সিংগিং রক। মানুষের লম্বা হাড় দিয়ে জটিল সব নকশা আঁকছে শূন্যে, চারপাশে ছুঁড়ে দিচ্ছে লাল পাউডার। শুকনো ভেষজ এবং ফুলের ঘ্রাণের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে রক্তের দুর্গন্ধ।

আমার মাথার ভেতরে হঠাৎ গুনগুন একটা আওয়াজ উঠল। গোটা ব্যাপারটা নিজের কাছে অবাস্তব লাগছে, মনে হলো এসবের মাঝে আমি যেন নেই, সরে গেছি দূরে, যেন অন্য কোনও জায়গার আঁধারের মাঝ দিয়ে তাকিয়ে আছি। সিংগিং রক চট করে আমার হাত চেপে

ধরল, ঝিম ধরা অনুভূতিটা সঙ্গে সঙ্গে উধাও হলো।

'ও জাদু করা শুরু করে দিয়েছে,' ফিসফিস করল মেডিসিনম্যান। 'জানে আমরা এখানে এবং এও জানে আমরা ওর সঙ্গে লড়াই করব। সে আপনার মন নিয়ে অদ্ভুত সব খেলা খেলবে। আপনার ভেতর এরকম অনুভূতি ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে যেন আপনার কোনও অস্তিত্বই নেই। আপনাকে ভয় দেখাবে, আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করবে। নিজেকে আপনার সাংঘাতিক একা মনে হবে। আর এসব করার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু এগুলো স্রেফ কৌশল ছাড়া কিছু নয়। আমরা শুধু ওর ডেকে পাঠানো ম্যানিটুদের খুঁজব। কারণ এই ম্যানিটুদের থামানো প্রায় অসম্ভব।'

শ্যারন রেনল্ডসের শরীর দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে বিছানায়। দেখে মনে হলো মারা গেছে মেয়েটা। তবে মাঝে মাঝেই হাঁ হয়ে যাচ্ছে মুখ। এর কারণ ওর পিঠের ওপর মোচড় খেতে থাকা মেডিসিনম্যান শ্যারনের ফুসফুসে চাপ দিচ্ছে। এজন্য মুখটা খুলে যাচ্ছে বারবার।

আমার বাহুতে সিংগিং রকের হাতের চাপ বাড়ল। 'দেখুন,' মৃদু গলায় বলল সে।

মাংসপিণ্ডটাকে ভেতর থেকে, যেন আঙুল দিয়ে গুঁতো মারা হলো। টান টান হয়ে গেল পিণ্ডের সাদা চামড়া। আঙুলটা ভেতর থেকে ক্রমে গুঁতো মেরে চলল, যেন চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি ভয়ে জমে গেছি। পায়ে কোনও সাড়া নেই। যে কোনও মুহূর্তে হাঁটু ভেঙে হুড়মুড় করে পড়ে যাব। দেখছি আঙুলটা মাংসের ভেতর থেকে খোঁচা মারছে চামড়ার গায়ে। বেরিয়ে আসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

চামড়া ছিঁড়ে লম্বা একটা নখ বেরিয়ে এল, তারপর গর্ত দিয়ে হড়হড় করে বেরুল রক্ত মাখা হলুদ রঙের একটা তরল। পচা মাছের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। মিসকুয়ামাকাসের বার্থ ফ্লুইড বেরিয়ে ভিজিয়ে দিল বিছানার চাদর। তরলটা বেরিয়ে যেতে শ্যারনের পিঠের মাংসের বস্তাটা সংকুচিত হয়ে গেল।

'ড. রেমণ্ডকে খবর দিন–জলদি এখানে আসতে বলুন,' বলল সিংগিং রক।

দেয়ালে রাখা ফোনের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ফোনের গায়ে

লেগে থাকা রক্ত মুছে নিলাম রুমাল দিয়ে। সুইচবোর্ডে ফোন করলাম। জবাব দিল রিসেপশনের মেয়েটা। তার কণ্ঠ এমন ফাঁপা শোনাল, যেন অন্য ভুবন থেকে কথা বলছে।

'অলোক চৌধুরী বলছি। ড. রেমণ্ডকে দয়া করে মিস রেনল্ডসের ঘরে আসতে বলুন–যত জলদি সম্ভব। বলবেন ঘটতে শুরু করেছে ঘটনা আর ব্যাপারটা সাংঘাতিক জরুরী।'

'ঠিক আছে, সার।'

'এখুনি ওঁকে জানান। থ্যাংক ইউ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম।'

আমি ফিরে এলাম শ্যারনের কাছে। ওর শরীর থেকে এখনও সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারেনি পিশাচটা। চামড়ার গর্ত দিয়ে কালো একটা হাত বেরিয়ে এল, চামড়া ধরে টান মারল। প্লাস্টিক ছেঁড়ার মত বিশ্রী শব্দ তুলে ছিঁড়ে গেল ত্বক। আরও চওড়া হলো গর্ত।

'এখন কিছু করা যায় না?' ফিসফিসিয়ে বললাম সিংগিং রককে। 'ও বেরিয়ে আসার আগে ওকে জাদু করতে পারেন না?'

'না,' মাথা নাড়ল সিংগিং রক। ও শান্ত রয়েছে বটে তবে মুখের টান টান চামড়া দেখে বোঝা যায় ভীষণ ভয় পেয়েছে। সে তার হাড়গোড় আর পাউডার নিয়ে প্রস্তুত। তবে কাঁপুনি উঠে গেছে হাতে। আবার চড়চড় শব্দ। আরও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে শ্যারনের পিঠের চামড়া। তিন ফুট গভীর একটা গর্ত তৈরি হয়েছে ওখানে। শ্যারনের মুখটা পাণ্ডুর বর্ণ, নিস্পন্দ, রক্ত আর আঠালো ফ্লুইড লেগে রয়েছে। ওকে ছিঁড়েফুঁড়ে, ছিন্নভিন্ন করে ওর শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে শক্তিধর এক শয়তান।

পিঠের গর্ত থেকে উদয় হলো আরেকটা হাত। চামড়াটাকে দুইভাগ করে ফেলল হাতটা। ধীরে ধীরে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল মাথাসহ একটা কাঁধ। আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল লক্ষ করে এ চেহারাটাই সেদিন মিসেস ক্রেমারের বাড়ির টেবিলের ওপর ভেসে উঠতে দেখেছিলাম। এ সেই মিসকুয়ামাকাস, প্রাচীন মেডিসিনম্যান, নতুন পৃথিবীতে আবার জ্যান্ত হয়ে এসেছে।

মিসকুয়ামাকাসের লম্বা কালো চুল চওড়া খুলিতে লেপ্টে আছে। তেল আর ফ্লুইডে মাখামাখি। চোখ জোড়া বন্ধ, তামাটে চামড়া চকচক

করছে ফ্লুইড মেখে। পুতিগন্ধ ছড়াচ্ছে। তার চোয়াল উঁচু এবং সমতল, বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো নাকে ভ্রূণের চর্বি লেগে আছে। ঠোঁট এবং থুতনিতে ঝুলছে মিউকাসের সরু সরু সুতো।

মিসকুয়ামাকাসের আঠালো আবক্ষ মূর্তি শ্যারনের পিঠের চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে, আমি আর সিংগিং রক পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছি। মেডিসিনম্যান হাতে ভর দিয়ে উঁচু করল শরীর। বের করে আনল কোমরসহ নিতম্ব। তার জেনিটাল নবজাতক শিশুর মতই, শুধু ক্ষত-বিক্ষত পেটের নীচটা কালো হয়ে আছে যৌন কেশে।

মিসকুয়ামাকাস একটা পা বের করে আনল গর্ত থেকে, গা গোলানো পচপচ একটা শব্দ হলো। যেন কাদার মধ্যে ডুবে থাকা রাবার বুট পরা পা তুলে এনেছে। তারপর অন্য পা-টা বের করল সে।

এক্স-রে ওর কী ক্ষতি করেছে এতক্ষণে তা দেখতে পেলাম। মিসকুয়ামাকাসের পেশীবহুল পা-জোড়া হাঁটুর পর থেকে অদৃশ্য। তার নীচে কৃশ একজোড়া পায়ের পাতা, মণ্ডের মত নরম, কতগুলো বামন আঙুল তাতে। আধুনিক টেকনোলজি মেডিসিনম্যানকে একেবারে বিকলাঙ্গ বানিয়ে ছেড়েছে।

তার চোখ জোড়া এখনও শক্ত করে বন্ধ, মিসকুয়ামাকাস নিজের শরীরটাকে সরিয়ে নিল শ্যারনের ক্ষত-বিক্ষত দেহ থেকে। ভারসাম্য রক্ষায় খাটের কিনারা আঁকড়ে ধরল মেডিসিনম্যান, বিকৃত পা-জোড়া মুড়ে নিয়ে বসল বিছানায়, মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কফের মত ঘিনঘিনে পদার্থটা।

ওই মুহূর্তে হাতে একটা বন্দুক থাকলে দানবটাকে গুলি করে উড়িয়ে দিতাম আমি। কিন্তু আমি এর অকাল্ট ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন। জানি অস্ত্র থাকলেও কিছু করতে পারব না। মিসকুয়ামাকাসকে গুলি করলে ওর হয়তো কিছুই হবে না। কিন্তু দানবটা সারাজীবন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। আর আমি মারা যাওয়ার পরে তার ম্যানিটু আমার ওপরে ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবে।

'আপনার সাহায্য দরকার আমার,' শান্ত গলায় বলল সিংগিং রক।

'আমি যতবার জাদুমন্ত্র উচ্চারণ করব, আপনিও আমার সঙ্গে মন্ত্র আওড়াবেন। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ভাববেন আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি তাতে সফল হব। দু'জনে মিলে চেষ্টা করলে হয়তো ওকে কব্জা করা যাবে।'

যেন সিংগিং রকের কথা শুনতে পেয়েই চোখ মেলে তাকাল মিসকুয়ামাকাস। হলুদ চোখ। প্রথমে একটি চোখ মেলল, তারপর অন্যটি। আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল রক্ত হিম করা দৃষ্টিতে। চাউনিতে কৌতূহল, অবজ্ঞা এবং ঘৃণা।

তারপর মেঝেয় চোখ ফেরাল সে। খাটের চারপাশে আঁকা মেডিসিন সার্কেল দেখল। হাড়গোড় এবং লাল ও সাদা পাউডার দিয়ে তৈরি বৃত্ত।

'গিচে ম্যানিটু,' জোরে জোরে বলল সিংগিং রক। 'আমার আহ্বান শোনো। আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমার শক্তি পাঠিয়ে দাও।'

সে নাচের ভঙ্গি করতে লাগল, একই সঙ্গে হাতে ধরা হাড় দিয়ে শূন্যে নানান নকশা এঁকে চলেছে। সিংগিং রক আমাকে যা করতে বলেছে তা করার চেষ্টা করলাম আমি। মনোসংযোগের চেষ্টা করছি। কিন্তু বিছানার ওপর বসা শীতল এবং কুৎসিত লোকটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছি না। সে প্রচণ্ড প্রতিহিংসা নিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

'গিচে ম্যানিটু,' সুর করে বলে চলল সিংগিং রক, 'তোমার দূতদেরকে পাঠিয়ে দাও তালা-চাবি সহ। তোমার জেল রক্ষক এবং প্রহরীদের পাঠাও। এই আত্মাটাকে গ্রেফতার করো, জেলে ঢোকাও মিসকুয়ামাকাসকে। তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো। অসাড় করে দাও তার মন, নষ্ট করে দাও তার জাদুশক্তি।'

তারপর সে এক মাইল লম্বা একটি ইণ্ডিয়ান মন্ত্র দুর্বোধ্য উচ্চারণে আওড়াতে লাগল আমি যার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি দাঁড়িয়ে থেকে দোয়া করতে লাগলাম যাতে তার জাদু-বিদ্যা কাজে লাগে। যেন বিছানার ওপর বসে থাকা মেডিসিনম্যান সিংগিং রকের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ফাঁদে আটকা পড়ে।

তবে আমার ভেতরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি খেলা করছিল–মনে হচ্ছিল আমরা যা করছি তা আসলে অনর্থক এবং ভুয়া। আমাদের

আসলে উচিত মিসকুয়ামাকাসকে রেখে এখান থেকে চলে যাওয়া। তার যা খুশি সে করুক গে। সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং জ্ঞানী। কেউ আমাকে ভেতর থেকে খোঁচাচ্ছিল আমরা খামোকা এ লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। সে তার ইণ্ডিয়ান পিশাচদের কাউকে একবার ডেকে পাঠালেই হলো, আমাদের অস্তিত্ব আর রইবে না। দু'জনকেই বরণ করতে হবে ভয়ানক মৃত্যু।

'অলোক সাহেব,' হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করল সিংগিং রক । 'ওকে আপনার মনের ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। আমাকে সাহায্য করুন—আপনার সাহায্য আমার খুব দরকার।'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিতে চাইলাম অস্বস্তিকর অনুভূতিগুলো। ফিরলাম সিংগিং রকের দিকে। ঘেমে নেয়ে গেছে বেচারা, চেহারায় গভীর উদ্বেগ।

'হেল্প মী, অলোক, হেল্প মী।'

বিছানার ওপরে কালো, ভীষণ মূর্তিটার দিকে তাকালাম। তারপর সবটুকু ইচ্ছাশক্তি একীভূত করে মনোসংযোগ করলাম দানবটার দিকে। ওকে নিশ্চল করে দিতে চাইছি। চকচকে হলুদ চোখে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল মিসকুয়ামাকাস, আমাকে চাউনি দিয়ে ভস্ম করে দিতে চায়। আমি মানসিক শক্তি জড়ো করে সকল ভয় দূর করার চেষ্টা করছি। মনে মনে বলছি তুমি অসহায়। নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই তোমার। তোমার জাদু কোনও কাজে আসবে না।'

কিন্তু ইঞ্চি ইঞ্চি করে মিসকুয়ামাকাস নামতে লাগল বিছানা থেকে। স্থির দৃষ্টি সারাক্ষণ লেপটে রইল আমাদের দিকে। সিংগিং রক পাউডার ছুঁড়ছে, হাড় শূন্যে ঝাঁকাচ্ছে কিন্তু মিসকুয়ামাকাসের তাতে কিছুই হচ্ছে না। সে একটা চালের বস্তার মত ধুপ করে বসে পড়ল মাটিতে। ছোট ছোট ভূতুড়ে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল ম্যাজিক সার্কেল ঘিরে। মুখটা ঘৃণার মুখোশ।

যন্ত্রণাকাতর ভঙ্গিতে বানরের মত দু'হাতে ভর করে দুলতে দুলতে বৃত্তের মধ্যে এগোচ্ছে সে। ওই বৃত্ত যদি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে না পারে, মনে মনে বললাম আমি, এখনই ভাগব আমি। এক ছুটে দরজার বাইরে, সেখান থেকে নিজের ফ্ল্যাটে। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে সোজা

নিজের দেশে।

সিংগিং রকের গলার স্বর ক্রমে তীক্ষ্ণ ও চওড়া হয়ে উঠল। 'গিচে ম্যানিটু, মিসকুয়ামাকাসকে আমার কাছে আসতে দিও না! ও যেন জাদুর বৃত্ত ছেড়ে বেরুতে না পারে। ওকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো!'

থমকে গেল মিসকুয়ামাকাস। রোষকষায়িত নয়নে চারপাশের মেডিসিন সার্কেল দেখল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ও বুঝি বৃত্ত-ফৃত্ত কিছু মানবে না, এক লাফে আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু থেমে গেল মিসকুয়ামাকাস, পাছায় ভর করে বসল, আবার মুদে এল দু'চোখ। রুদ্ধশ্বাস একটি মুহূর্ত আমি আর সিংগিং রক দাঁড়িয়ে রইলাম নীরবে, তারপর সিংগিং রক বলল, 'ওকে আমরা আটকে ফেলেছি।'

'ও আর বেরুতে পারবে না?'

'না, বৃত্ত পার হতে পারবে মিসকুয়ামাকাস। তবে এখনই নয়। ওর সে শক্তি নেই। শক্তি ফিরে পেতে বিশ্রাম নিচ্ছে।'

'কিন্তু কতক্ষণে শক্তি ফিরে পাবে সে? আমাদের হাতে কতক্ষণ সময় আছে?'

সিংগিং রক চিন্তিত চোখে এক নজর দেখল নগ্ন মিসকুয়ামাকাসকে।

'বলা মুশকিল,' জবাব দিল সে। 'কয়েক মিনিট হতে পারে আবার কয়েক ঘণ্টাও লাগতে পারে। তবে ওর জন্য যে আধিভৌতিক বাধার সৃষ্টি আমি করেছি তাতে হয়তো ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট সময় পাব।'

'এখন তা হলে কী করব?'

'অপেক্ষা করব। ড. রেমণ্ড আসুক। হাসপাতালের এ ফ্লোরটা খালি করে দিতে হবে। মিসকুয়ামাকাস শীঘ্রি আবার জেগে উঠবে। ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুনে তখন জ্বলতে থাকবে সে। তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। আর আমি চাই না ওর কারণে নিরপরাধ মানুষজনের কোনও ক্ষতি হোক।'

ঘড়ি দেখলাম। 'ড. রেমণ্ড যে কোনও সময় চলে আসবেন। আচ্ছা, আমরা কি সত্যি ওকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারি না?'

মুখের ঘাম মুছল সিংগিং রক। 'আপনি টিপিকাল আমেরিকানদের মত কথাটা বললেন। জানি না কদ্দিন ধরে এ দেশে আছেন। তবে

বুঝতে পারছি টিভিতে ওয়েস্টার্ন ছবি আর হাইওয়ে পেট্রল দেখতে দেখতে আমেরিকানদের মত আপনার মাথাটাও গেছে। বন্দুকবাজি ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন না। ভাবেন আগ্নেয়াস্ত্রই সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আচ্ছা, আপনি শ্যারন রেনল্ডসকে রক্ষা করতে চান নাকি চান না?'

'ও এখনও রক্ষা পাবে বলে মনে হচ্ছে আপনার? ওর অবস্থা দেখছেন না?'

শ্যারনের শীর্ণ, সংকুচিত তনু অদ্ভুত ভঙ্গিতে বেঁকে রয়েছে বিছানায়। মাত্র চার রাত আগে যে সুন্দরী মেয়েটি আমার অফিসে এসেছিল হাত দেখাতে তার সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। দেখে বোঝা যায় না ক্ষত-বিক্ষত শরীরের, মরা মানুষের মত দেখতে এ মেয়েটিই শ্যারন।

সিংগিং রক মৃদু গলায় বলল, 'ওকে এখনও রক্ষা করা সম্ভব। আর সে সুযোগ পেলে আমরা নিশ্চয় চেষ্টা করে দেখব।'

'নিশ্চয় চেষ্টা করব,' সায় দিলাম আমি।

এমন সময় ড. রেমণ্ড উলফ নামের অপর নার্সটিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাঁরা এক পলক রক্তমাখা মেঝে দেখলেন, চোখ চলে গেল মিসকুয়ামাকাসের বিকট মূর্তির দিকে, সভয়ে পিছু হঠলেন দু'জনে।

'গড,' গলা কেঁপে গেল রেমণ্ডের। 'এখানে কী ঘটেছে?'

আমরাও ডাক্তারকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। দাঁড়ালাম করিডরে।

'ও মাইকেলকে খুন করেছে,' জানালাম আমি। 'আমি এখানে বসে ছিলাম, এমন সময় ঘটনা ঘটে। খুব দ্রুত ঘটে যায় ঘটনা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই। তারপর সে শ্যারনের শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। সিংগিং রক বলেছে দানবটাকে কিছুক্ষণের জন্য মেডিসিন সার্কেলে আটকে রাখা যাবে। তবে আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।'

ঠোঁট কামড়ালেন ডাক্তার। 'আমাদের পুলিশে খবর দেয়া উচিত। দানবটা যে শতাব্দী থেকেই আসুক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। সত্য হলো সে মানুষ খুন করেছে।'

দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি জানাল সিংগিং রক। 'পুলিশ ডাকলে সে

ওদেরকেও খুন করে ফেলবে। বুলেটে এ সমস্যার সমাধান হবে না, ড. রেমণ্ড। কেবলমাত্র জাদুই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে।'

'জাদু?' তেতো গলায় বললেন ডাক্তার। 'এখন আমাদের জাদুর ওপর ভরসা করতে হবে?'

'সিংগিং রক বলছে এ ফ্লোরটা খালি করে দিতে,' বললাম আমি। 'মিসকুয়ামাকাস জেগে ওঠার পরে তার যা কিছু আছে সব নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'এ ফ্লোরে মানুষজন নেই বললেই চলে,' জানালেন ডাক্তার রেমণ্ড। 'এটা সার্জিকাল এবং অপারেটিং ফ্লোর। শ্যারনকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম অপারেশন থিয়েটারের সুবিধে পাবে বলে। দশ তলায় আর কোনও রোগী নেই। কর্মচারী যে ক'জন আছে তাদেরকে বললেই তারা চলে যাবে।'

করিডরে আরও খানকয়েক চেয়ার এনে আমরা বসলাম। সতর্ক চোখ মিসকুয়ামাকাসের নিশ্চল প্রকাণ্ড শরীরে। উলফ ড. রেমণ্ডের অফিস থেকে বুরবনের কয়েকটা বোতল নিয়ে এল। আমরা মদ পান করতে লাগলাম। পোনে চারটা বাজে। সামনে এখনও লম্বা রাত। 'ও তো উদয় হলো,' বললেন রেমণ্ড। 'আমাদের এখন করণীয় কী? শ্যারনের ম্যানিটু ওর কবল থেকে রক্ষা করতে কী করব আমরা?'

'আমি যা করতে চাই তা হলো,' শুরু করল সিংগিং রক। 'মিসকুয়ামাকাসের মাথায় যেভাবেই হোক এ ভাবনাটা ঢোকাতে হবে যে সে অসহায়। সে অত্যন্ত শক্তিমান সন্দেহ নেই। তবে তার কাজ এবং মায়া বিদ্যা সবার ওপর খাটাতে পারবে না। যারা এসবে বিশ্বাস করে না জাদু তাদেরকে খুব একটা প্রভাবিত করতেও পারে না। মিসকুয়ামাকাস যদি আমাদের সবাইকে হত্যা করে–ধরুন হাসপাতালের একটি লোককেও সে বাঁচতে দিল না–কিন্তু বাইরের দুনিয়ায় গিয়ে সে কী করবে? শারীরিকভাবে সে বিকলাঙ্গ, সমসাময়িক সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, সে বাইরের পৃথিবীতে গিয়ে রীতিমত বুদ্ধু বনে যাবে। এ হাসপাতালে সে হয়তো ক্ষমতা বিস্তার করতে পারবে কিন্তু হাসপাতালের বাইরে নিরাপদ নয় মিসকুয়ামাকাস। আজ হোক বা কাল হোক কেউ হয়তো মাথায় একটা

বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে।'

'কিন্তু আপনি ওর মাথায় আপনার ভাবনাটা ঢোকাবেন কী করে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওকে সরাসরি কথাটা বলতে হবে,' জবাব দিল সিংগিং রক। আমাদের কাউকে যোগাযোগ করতে হবে মিসকুয়ামাকাসের সঙ্গে। আধুনিক পৃথিবী কী জিনিস তা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।'

'কিন্তু ও যদি মনে করে এটা স্রেফ একটা জাদুর ফাঁদ? ভাঁওতাবাজি?' প্রশ্ন করলেন ড. রেমণ্ড।

'মনে করতেই পারে। তবে এ ছাড়া আর কোনও উপায় আমি দেখছি না।'

'এক মিনিট,' বললেন ডাক্তার, ঘুরলেন আমার দিকে। 'একটা কথা মনে পড়েছে। আপনার নিশ্চয় মনে আছে শ্যারনের স্বপ্নের কথা আমাকে আপনি বলেছিলেন? জাহাজ, উপকূল ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'অবশ্যই মনে আছে।'

'তবে স্বপ্নের একটা ব্যাপার আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। স্বপ্নের মধ্যে মিসকুয়ামাকাস কিছু একটাকে খুব ভয় পাচ্ছিল। সে এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে জ্বলন্ত তেল খেয়ে আবার জন্মগ্রহণ করার ঝুঁকি নিয়েছিল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে–সে কীসের এত ভয় পাচ্ছিল?'

'ঠিক বলেছেন,' সায় দিলাম আমি। 'আপনার কী মনে হয়, সিংগিং রক?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই,' বলল সিংগিং রক। 'সে হয়তো ডাচদের হাতে খুন হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত ছিল। মৃত্যুর পরে ম্যানিটু মানুষের শরীরে আশ্রয় করে বেঁচে থাকার মানে এ নয় যে মেডিসিনম্যানদের খুন হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল না। মেডিসিনম্যানদের হত্যা করার বিভিন্ন উপায় আছে। এমন সব উপায় রয়েছে যাতে একবার খুন হয়ে গেলে তাদের ম্যানিটু আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না, ডাচরা হয়তো ব্যাপারটা জানত তাই মিসকুয়ামাকাসের জন্য তারা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

'কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা দিয়ে কিছুই পরিষ্কার হলো না,' বললেন ড.

রেমণ্ড। 'আমরা তো দেখলামই মিসকুয়ামাকাস কীভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে। কোনও ওলন্দাজের পক্ষে তার ক্ষতি করা সম্ভব ছিল না। তবুও সে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু কেন? সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজদের কাছে এমন কী জিনিস ছিল যা মিসকুয়ামাকাসের মত মেডিসিনম্যানকে আতংকিত করে তুলেছিল?'

'ডাচদের কাছে বন্দুক ছিল,' বলল উলফ। 'কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের কাছে ছিল না। ছিল কি?'

'উঁহুঁ, এতেও প্রশ্নের জবাব মিলল না,' বলল সিংগিং রক। 'বন্দুকের গুলি ঠেকিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখত মিসকুয়ামাকাস। সে অলোক সাহেবের বোন আর ভগ্নিপতির কী দশা করেছে শুনেছেনই তো। আপনারা ওর দিকে যে বন্দুক তাক করবেন সে ওই বন্দুক আপনাদের হাতেই বিস্ফোরণ ঘটাবে।'

'ওলন্দাজরা ছিল খ্রিস্টান,' বললাম আমি। 'খ্রিস্টান ধর্মে এমন কিছু কি আছে যার সাহায্যে মিসকুয়ামাকাসের পিশাচ আর ম্যানিটুদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেয়া হয়েছিল?'

'খ্রিস্টান ধর্মে তেমন কিছু নেই যা প্রাচীন ইণ্ডিয়ান আত্মার শক্তির সমকক্ষ হবার ক্ষমতা রাখে।'

কপালে ভাঁজ ফেলে কী যেন মনে করার চেষ্টা করছিলেন ড. রেমণ্ড। হঠাৎ আঙুল ফোটালেন তিনি।

'এখন বুঝতে পেরেছি,' বললেন ডাক্তার। 'ওলন্দাজ উপনিবেশকারীদের কাছে এমন একটা জিনিস ছিল যা ইণ্ডিয়ানদের কাছে ছিল না। এমন কিছু যার ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছিল ইণ্ডিয়ানরা। অমন জিনিসের মুখোমুখি তারা আগে কখনও হয়নি, লড়াই করা দূরে থাক।'

'কী সেটা?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'ব্যাধি,' জবাব দিলেন ডাক্তার। 'ওলন্দাজরা নানান ধরনের ভাইরাস নিয়ে এসেছিল যা উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অধিবাসীদের কাছে ছিল অজানা। বিশেষ করে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। ইউরোপীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গোটা উপজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কারণ তাদের কাছে ছিল না কোনও প্রতিষেধক। সাধারণ সর্দি-কাশি কিংবা ফ্লুও তারা ঠেকাতে পারেনি। মেডিসিনম্যানরা তাদেরকে কোন সাহায্য

করতে পারেনি। কারণ যে জিনিস সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না উপজাতি বৈদ্যদের, তারা এর কী জাদু করবে? অদৃশ্য এবং ভয়ংকর ভাইরাসের মৃত্যুর ছোবলও ছিল দ্রুত। আর মিসকুয়ামাকাস এই ভাইরাসের ভয়েই আধমরা হয়ে থাকত। ওলন্দাজরা তার জাতিকে এমন একটা ওষুধ দিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছিল যা সে কোনদিন দেখেনি কিংবা যার সম্পর্কে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল শূন্য।

উত্তেজিত দেখাল সিংগিং রককে। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে, ড. রেমণ্ড। দারুণ যুক্তি আছে।'

'তবে একটা কথা,' বাধা দিলাম আমি। 'মিসকুয়ামাকাসের নিশ্চয় এখন আর ইনফ্লুয়েঞ্জার ডর নেই? স্বাভাবিক শিশুর মত যদি তার জন্ম হয়ে থাকে, তা হলে শ্যারনের রক্ত থেকে সে প্রতিষেধকও পেয়ে গেছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' বললেন রেমণ্ড। 'তার নার্ভাস সিস্টেম শ্যারনের নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে একত্রে পাক খেয়ে থাকলেও মা'র সঙ্গে ভ্রূণের রক্তের যেমন একটা বন্ধন থাকে, শ্যারনের রক্তের সঙ্গে মিসকুয়ামাকাসের রক্তের সেরকম কোনও সম্পর্ক ছিল না। সে শ্যারনের কাছ থেকে যে-শক্তিটি পাচ্ছিল তা ছিল বৈদ্যুতিক শক্তি। শক্তিটা সে পেত শ্যারনের মস্তিষ্কের কোষ এবং স্পাইনাল সিস্টেম থেকে। ফিজিকাল সেন্সে সেরকম কোনও সম্পর্ক দু'জনের ছিল না।'

'তার মানে,' বলল সিংগিং রক, 'আমরা আমাদের মেডিসিনম্যানকে কাবু করার একটা সুযোগ পাচ্ছি। নিজেদের পক্ষে একটা হুমকি।'

'নিশ্চয়,' বললেন ড, রেমণ্ড। 'এক মিনিট।'

তিনি দেয়াল কোনে গিয়ে দ্রুত ডায়াল করলেন।

'ড. উইনসামকে দাও জলদি,' অপারেটরের সাড়া দিলে হুকুম করলেন রেমণ্ড।

সিংগিং রক মিসকুয়ামাকাসের দিকে তাকাল। শ্যারনের রক্তমাখা ঘরের মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে সে। ভয়ংকর লাগছে দেখতে। এ দানবকে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস দিয়ে কাবু করা যাবে? বিশ্বাস হয় না।

'ড. উইনসাম?' বললেন রেমণ্ড। 'আপনাকে এত রাতে ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। কিন্তু একটা বিকট সমস্যায় পড়ে গেছি। আমার কিছু ভাইরাস স্যাম্পল সাংঘাতিক দরকার।'

ও প্রান্তের বক্তব্য নীরবে কিছুক্ষণ শুনে গেলেন রেমণ্ড। তারপর বললেন, 'জানি এখন ভোর চারটা বাজে। কিন্তু খুব প্রয়োজন না হলে অসময়ে আপনাকে ফোন করতাম না, ড. উইনসাম। আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দরকার। আপনি কত দ্রুত জিনিসটা নিয়ে আসতে পারবেন, বলুন?'

আরও কয়েক সেকেণ্ড ওপ্রান্তের কথা শোনার পরে ফোন রেখে দিলেন রেমণ্ড। আমাদের দিকে ফিরলেন।

'ড. উইনসাম আসছেন এখুনি। তাঁর ল্যাবরেটরিতে যে পরিমাণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আছে তা দিয়ে ওহায়োর ক্লেভল্যাণ্ডের গোটা জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাবে।'

'চেষ্টাটা তিনি অন্যসময় করতে পারেন।' রসিকতা করল সিংগিং রক। তবে আমরা কেউ হাসলাম না।

চারটা পাঁচ বাজে। মিসকুয়ামাকাস এখনও নড়াচড়া করেনি। আমরা চারজনেই বসে আছি করিডরে। চোখ দানবাকৃতির শরীরটার দিকে। সবাই ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছি। মাইকেলের লাশ পচতে শুরু করেছে। গন্ধ ছড়াচ্ছে।

'বাইরের কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করলাম ড. রেমণ্ডকে।

'ঠাণ্ডা। আবার বরফ পড়তে শুরু করেছে,' জানালেন তিনি। 'আশাকরি ড. উইনসামের আসতে বিশেষ কষ্ট হবে না।'

আরও আধঘণ্টা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটবে ভোরের আলো। আমরা গুটিশুটি মেরে বসে আছি চেয়ারে, চোখ ঘষছি, ধূমপান করছি। ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা। প্রচণ্ড টেনশনে আছি বলেই জেগে থাকতে পারছি। রোববার রাত থেকে দু'চোখের পাতা এক করার সুযোগ হয়নি। তারপর বড় জোর চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি।

পৌনে পাঁচটা নাগাদ শ্যারনের ঘর থেকে খড়মড় একটা আওয়াজ ভেসে এল। মুখ তুলে চাইলাম। এখনও চোখ বুজে রয়েছে মিসকুয়ামাকাস, তবে নড়ছে শরীর। চেয়ার ছাড়ল সিংগিং রক। হাড়গোড় আর পাউডার তুলে নিল হাতে।

'ও জেগে উঠছে,' বলল সে। কথা বলার সময় গলা কেঁপে গেছে। ও জানে এবারে প্রাচীন মেডিসিনম্যান তার জাদুর শক্তি ফিরে পেতে যাচ্ছে। মৃদু পদক্ষেপে শ্যারনের ঘরে ঢুকল সিংগিং রক। পেছন পেছন আমরাও। ওর জন্য সাপোর্ট হিসেবে কাজ করব।

অকস্মাৎ পেশীবহুল শক্ত হাত সামনে বাড়িয়ে দিল মিসকুয়ামাকাস। ঝট করে মাথা তুলল। চোখ বুজেই ফিরল আমাদের দিকে।

'ও কি জেগে গেছে?' ফিসফিস করলেন ড. রেমণ্ড।

'বলতে পারব না,' জবাব দিল সিংগিং রক। 'তবে জেগে যাবে শীঘ্রি।'

হঠাৎ বিছানা থেকে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনলাম। শ্যারনের নীলচে-সাদা ঠোঁট নড়তে শুরু করেছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হিসহিস আওয়াজ বেরুচ্ছে।

'ও এখনও বেঁচে আছে,' বলল উলফ।

'না,' বলল সিংগিং রক। 'মিসকুয়ামাকাস অমন করছে। আগেও যেমনটা করেছে এবারেও সে শ্যারনকে আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে। শ্যারনকে সে মাইক্রোফোন হিসেবে ব্যবহার করছে। যাতে আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে।'

'কিন্তু এ তো অসম্ভব,' বললেন রেমণ্ড। 'ও তো শ্যারনের কাছ থেকে অনেক দূরে।'

'বৈজ্ঞানিকভাবে এটা হয়তো অসম্ভব,' বলল সিংগিং রক। 'কিন্তু এটা বিজ্ঞান নয়। এ হলো ইণ্ডিয়ান ম্যাজিক।'

শ্যারনের গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আর হিসহিস আওয়াজ বেরুচ্ছে। আমরা সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে তাই দেখছি। তারপর সে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল। ফাঁপা, আবছা ভৌতিক একটা কণ্ঠ। আমার শরীরের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল রোমহর্ষক গলাটা শুনে।

'তোমরা–আমাকে–কাবু করতে–চেয়েছ–হিস্স্স্' শ্বাস টানল কণ্ঠ। 'তোমরা–আমাকে–ব্যথা–দিয়েছ–আমার–ভীষণ–ব্যথা–লাগছে। আমি–তোমাদের–এ জন্য–কঠিন–শাস্তি–দেব–হিস্স্স্।'

থেমে গেল শ্যারন। বন্ধ হয়ে গেছে ওষ্ঠের নড়াচড়া। আমরা মিসকুয়ামাকাসের দিকে ফিরলাম। তার হলুদ চোখ জোড়া খুলে গেছে, আমাদের দিকে চকচকে, অশুভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চেরিউড টেবিলে যে মুখটা এক ঝলক ভেসে উঠতে দেখেছিলাম বিকট হাসি সহ, সেই কুৎসিত হাসিটা এখন মুখে ঝুলে রয়েছে তার।

সিংগিং রক শুরু করে দিল মন্ত্রপড়া। হাড় দিয়ে মেঝেয় ছন্দময় গতিতে বাড়ি দিতে লাগল। তবে আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম মিসকুয়ামাকাসের জাদুর কাছে তার জাদু কিছুই নয়। কারণ ঘরের আলো দপদপ করতে শুরু করেছে, ম্লান হয়ে আসছে জ্যোতি, একটু পরেই নিকষ আঁধারে ডুবে গেলাম আমরা।

হাতটা বাড়িয়ে দিলাম সামনের দিকে পরিচিত কারও হাতের স্পর্শ পাবার জন্য। কিন্তু হাতটা কোন কিছুর সঙ্গে বাধল না। মিসকুয়ামাকাসের পিচ্ছিল মুখে হাতটা লেগে যায় কিনা ভেবে শিরশির করে উঠল শরীর।

'নড়বেন না,' হিসিয়ে উঠল সিংগিং রক, কণ্ঠে ভয়। *'কেউ নড়াচড়া করবেন না।'*

কিন্তু *কেউ* কিংবা *কিছু* একটা ঘরের মধ্যে নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে। পা ঘষটে ঘষটে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

সাত

সিগারেট-লাইটার জ্বালাল উলফ। লম্বা হলুদ অগ্নিশিখা ঘরে ভৌতিক ছায়া নিয়ে স্বল্প আলো ছড়াল।

চকচকে মুখে পৈশাচিক হাসি নিয়ে এখনও মেডিসিন সার্কেলে উবু হয়ে বসে আছে মিসকুয়ামাকাস। তবে ঠিক তার সামনে, মেঝেতে, যেখানে লাল এবং হলুদ পাউডার দিয়ে বৃত্ত এঁকে দিয়েছে সিংগিং রক,

ওখানে যেন চুম্বক লোহার পেরেক টেনে নেয়ার মত বৃত্তটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

'ও সার্কেল ভেঙে ফেলছে!' চিৎকার দিলেন ড. রেমণ্ড হফম্যান। 'সিংগিং রক—ফরগডস শেক, কিছু একটা করুন!'

সিংগিং রক এক কদম সামনে বাড়ল, দাঁড়াল মিসকুয়ামাকাসের সামনে—বিকলাঙ্গ মেডিসিনম্যান থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে।

মিসকুয়ামাকাসের গায়ে পাউডার ছিটাল সিংগিং রক, হাড় দিয়ে শূন্যে আঁকিবুঁকি টানল। কিন্তু মিসকুয়ামাকাসের তাতে কিছুই হলো না। পিছিয়েও গেল না, মুখ বিকৃতিও করল না। শ্যারন রেনল্ডসের বিছানা থেকে ভেসে এল মৃদু, খনখনে একটা হাসি, মিলিয়ে গেল হিস্‌স্‌ শব্দ তুলে।

মেডিসিন সার্কেলের শেষ বৃত্তটাও মুছে গেল মেঝে থেকে, এখন নরকের পিশাচ মিসকুয়ামাকাস আর আমাদের মাঝখানে বাধা হয়ে কিছু দাঁড়িয়ে নেই। আমি দাঁড়িয়ে থাকব নাকি ভোঁ দৌড় দেব কিছুই স্থির করে উঠতে পারছিলাম না। তবে বুঝতে পারছিলাম সংকটময় এ মুহূর্তে জাদু বিদ্যা প্রয়োগের জন্য আমাদের উপস্থিতি সিংগিং রকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাঁকা পা নিয়ে যতটা সম্ভব খাড়া হবার চেষ্টা করল মিসকুয়ামাকাস, প্রসারিত করল হাত। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল কর্কশ, খরখরে একটা স্বর, ইণ্ডিয়ান মন্ত্র জপ করছে। দীর্ঘ মন্ত্রটা পড়তে পড়তে সে হাড্ডিসার হাত ঘরের একটা কোণে তাক করল।

ওর হাত লক্ষ্য করে তাকালাম আমি। মেডিসিনম্যানের হাত তাক করা রয়েছে রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন মাইকেলের লাশের দিকে।

ঝট করে কদম পেছাল সিংগিং রক। 'সবাই বেরিয়ে যান। *এক্ষুনি!'* দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল সে আমাদেরকে।

করিডরে পা রেখেছি, ঘরের ভেতরে চোখে পড়তে সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে দাঁত বাড়ি খেতে লাগল আমার। মাইকেলের রক্তমাখা লাশটা নড়তে শুরু করেছে! ছেঁড়া ধমনীতে প্রাণের স্পন্দন! নার্ভগুলো কাঁপছে, বেলুনের মত লাংস দুটো ফুলে ফুলে উঠছে নিঃশ্বাস নেয়ার ভঙ্গিতে!

উলফের সিগারেট-লাইটারের মিটমিটে কমলা আলোয় দেখতে পেলাম মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে মাইকেলের ছিন্নভিন্ন লাশ। রক্তমাখা বীভৎস মুখটাকে চেনা যায় না তবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আমাদের দিকে জল ভরা দুই চোখ নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মাইকেল। মানুষের চোখ নয় ও দুটো–সাগরতলের আতংক স্কুইডের চোখ।

পেছনে রক্তের রেখা রেখে থপথপ পা ফেলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল মাইকেলের লাশ।

'ওহ্, ক্রাইস্ট!' গুঙিয়ে উঠলেন ড. হফম্যান।

তবে অলস বসে নেই সিংগিং রক। সে পকেট থেকে চামড়ার বোতল বের করে ওটার ছিপি খুলল। হাতের তালুতে ফেলল কয়েক ফোঁটা তরল। তারপর তরলটা ছিটিয়ে দিল শূন্যে এবং মাইকেলের গায়ে।

'গিচে ম্যানিটু, এ লাশটার কাছ থেকে কেড়ে নাও জীবন,' বিড়বিড় করছে সিংগিং রক। 'গিচে ম্যানিটু, একে মৃত্যু দাও।'

মাইকেলের শরীর বাঁকা হয়ে গেল, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল, নগ্ন পেশী ছিঁড়ে বেরিয়ে এল হাড়। দরজার পাশে একটা বস্তার মত লুটিয়ে পড়ল সে।

ঘরের ভেতরে আবার কাজ শুরু করে দিয়েছে মিসকুয়ামাকাস। ওকে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি না। কারণ উলফের সিগারেট-লাইটারের শিখা প্রায় নিভে এসেছে। তবে পিশাচটার মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, কথা বলছে সে কারও সঙ্গে, হাড় দিয়ে বাড়ি মারছে মেঝেতে।

'উলফ,' বলল সিংগিং রক, 'নতুন একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এসো। কী করছি তা দেখা দরকার। মিসকুয়ামাকাস আঁধারে দেখতে পায়, অন্ধকারে সে সহজেই তার প্রেতদেরকে ডেকে আনতে পারবে। প্লীজ–তাড়াতাড়ি যাও।'

উলফ তার সিগারেট-লাইটারটি গুঁজে দিল আমার হাতে, আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে এটার। করিডর ধরে ছুট দিল এলিভেটর অভিমুখে। কিন্তু বাঁক ঘুরেছে মাত্র, নীলচে-সাদা তীব্র একটা আগুনের ঝলক দেখলাম আমরা ওখানটাতে। মেঝেতেও জ্বলে উঠল আগুন। ধাঁধিয়ে

দিল চোখ।

'উলফ!' হাঁক ছাড়ল সিংগিং রক। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'ঠিক আছি, সার,' সাড়া দিল উলফ। 'আমি আসছি এখুনি।'

'কী ছিল ওটা?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'চক্ষুষ্মান বজ্র,' জবাব দিল সিংগিং রক। 'এই বিজলি চমকই আপনার বোন এবং বোনপোকে হত্যা করেছে, মি. অলোক। আমার সন্দেহ হয়েছিল উলফ আমার কাছ থেকে দূরে গেলেই সে আবার এ জিনিস ব্যবহার করে ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। তাই আমি ওটাকে সরিয়ে দিয়েছি।'

আমরা এখন প্রায় অন্ধকারে ডুবে আছি। লাইটারের জ্বলার ক্ষমতা প্রায় শেষ। শ্যারনের ঘরে কী ঘটছে দেখার জন্য চোখ টানটান করে রেখেছি। খসখস, দুমদাম নানান আওয়াজ আসছে ও ঘর থেকে। কিন্তু কী যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না কিছুই।

আমাদেরকে কালো চাদরে ঢেকে রেখেছে আঁধার। একজন আরেকজনের কাঁধে হাত দিয়ে রেখেছি যাতে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাই। কান খাড়া। সূক্ষ্ম শব্দও শ্রবণেন্দ্রিয় এড়িয়ে যেতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পরে আবার মিসকুয়ামাকাসের মন্ত্র পাঠ শুরু হলো।

'করছে কী ও?' ফিসফিস করলেন ড. রেমণ্ড।

'মনে মনে যে ভয়টা করেছিলাম,' জানাল সিংগিং রক। 'এক ইণ্ডিয়ান পিশাচকে আহ্বান করছে। প্রাচীন এক দানব।'

'কাকে সে আহ্বান করছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। কান পেতে কর্কশ গলার মৃদু মন্ত্রোচ্চারণ শুনল সিংগিং রক।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। সে নিজস্ব উপজাতীয় ভাষায় একটা নাম ধরে ডাকছে। উত্তর আমেরিকার পিশাচ বা দানবরা সবাই প্রায় একই রকমের হলেও বিভিন্ন উপজাতির কাছে এরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। সে এখন যাকে ডাকছে তার নাম বোধহয় কাঙ্গালা বা কামালাহ্ জাতীয় কিছু একটা হবে। বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।'

'কাকে ও ডাকছে বুঝতে না পারলে আপনি লড়াই করবেন কীভাবে?' প্রশ্ন করলাম আমি। কল্পনায় দেখলাম কপাল কুঁচকে গেছে সিংগিং রকের। 'লড়াই করতে পারব না। অপেক্ষা করে দেখি কখন সে

আসে।'

গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমরা প্রাচীন-পিশাচের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। অন্ধকার ফুঁড়ে সবুজাভ একটা আলো ফুটল শ্যারনের ঘরে, সেই সঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে।

'ঘরে আগুন লাগল নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন ড. রেমণ্ড।

'না,' জবাব দিল সিংগিং রক। 'ওই ধোঁয়া দিয়ে তৈরি হবে ম্যানিটুর শরীর। এটা ইক্টোপ্ল্যাজমের মত।'

ইক্টোপ্ল্যাজম কী জিনিস আমি জানি। ইউরোপীয় আধ্যাত্মিকতাবাদের একটা বিষয়। সমাহিত সাধকের শরীর থেকে তৈরি হয় অন্য একটা শরীর।

সবুজ আলোটা ম্লান হয়ে এল। শ্যারনের ঘর থেকে নানান শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মনে হলো মেঝেতে কেউ নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে। তারপর শুনলাম কথা বলছে মিসকুয়ামাকাস। কয়েক মিনিট কথা বলল সে। আঁতকে উঠলাম শুনে তার সঙ্গেও একজন কথা বলছে! খরখরে, অস্বাভাবিক, নির্মম একটা কণ্ঠ।

'ও পিশাচটাকে বলছে আমাদেরকে যেন সে ধ্বংস করে দেয়।' বলল সিংগিং রক। 'আপনারা একে অন্যের হাত চেপে ধরুন। ভুলেও দৌড় দেবেন না। পালাবার চেষ্টা করলে আমার প্রটেকশনের বাইরে চলে যাবেন–ও আপনাদেরকে হত্যা করবে।'

মেঝেয় আঁচড় কাটার শব্দটা অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে খচ খচ আওয়াজ তুলে। অন্ধকারেও ঠাহর হলো দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে লম্বা, কালো একটা ছায়া। দেখে মনে হলো মানুষ। আবার পুরোপুরি মানুষও নয়। চোখ কুঁচকে তাকালাম আঁধারে। ছায়া মূর্তিটার হাতের জায়গায় লম্বা নখযুক্ত থাবা, গায়ে আঁশ।

'কী এটা...?' হিসিয়ে উঠলেন রেমণ্ড।

'এর নাম বৃক্ষ-গিরগিটি,' বলল সিংগিং রক। 'এ বন-জঙ্গল এবং সকল বৃক্ষের ম্যানিটু। ওকে ডেকে আনার কারণ আমি সমভূমির মানুষ এবং অরণ্যের ম্যানিটুদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমার কম।'

দোরগোড়ার ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। গলা দিয়ে পিঁইইই আওয়াজ বেরুচ্ছে। সিংগিং রক ওটার গায়ে

পাউডার আর তরল পদার্থটা ছিটিয়ে দিল, সেই সঙ্গে জাদুর হাড়ে বাড়ি মারল।

মাত্র দু'হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা।

'কাজ হয়েছে,' বললেন রেমণ্ড। 'ওটাকে থামিয়ে দিয়েছেন।'

'ও আমাদেরকে হত্যা করতে পারবে না কারণ আমার জাদুশক্তি দিয়ে ওকে ঠেকিয়ে রেখেছি,' রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বলল সিংগিং রক। 'তবে কিছু একটা না নিয়ে ও ফিরে যাবে না।'

'কিছু একটা মানে? কী চায় ও?'

'খাবার। মাংস। তবে তা হতে হবে জ্যান্ত শরীরের।'

'কী!' শিউরে উঠলাম আমি। 'ও জিনিস আমরা কোত্থেকে জোগাড় করব?'

'কিন্তু দিতে হবেই,' বলল সিংগিং রক। 'একটা আঙুল অথবা একটা কান।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন,' বললাম আমি।

'মাংস না নিয়ে ও যাবে না,' বলল সিংগিং রক। 'আর বেশিক্ষণ ওকে আমি ঠেকিয়েও রাখতে পারব না। হয় ওকে কিছু খেতে দিতে হবে নয়তো ও আমাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এটার ঠোঁট ভয়ানক ধারাল। অক্টোপাস অথবা টেরোডাকটিলের মত। আপনাকে একটানে ফেঁড়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে সে।'

'ঠিক আছে,' বললেন ড. রেমণ্ড। 'আমি যাচ্ছি।'

বুক ভরে দম নিল সিংগিং রক। 'ধন্যবাদ, ড. রেমণ্ড। তবে জলদি করুন। আপনার হাত বাড়িয়ে দেবেন ওর দিকে। কড়ে আঙুলটা শুধু বাড়িয়ে রাখবেন। বাকি আঙুল মুঠো থাকবে। আমি জাদু দিয়ে আপনার হাতের বেশিরভাগ অংশ আমার ম্যাজিক সার্কেলের মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা করব। ওটা আপনাকে কামড় দেয়া মাত্র ঝট্ করে সরিয়ে আনবেন হাত। এক সেকেণ্ডও দেরি করবেন না যেন।'

টের পেলাম কাঁপছেন ড. রেমণ্ড। বৃক্ষ-গিরগিটির বিরাট ছায়ার দিকে বাড়িয়ে দিলেন হাত। মেঝেয় খচড়মচড় আওয়াজ উঠল, যেন ধারাল ব্লেড ঘষছে কেউ। এগিয়ে আসছে ওটা। কাছিয়ে আসছে। বাঁশির মত পিঁইইই শব্দ করছে পিশাচ শ্বাস নেয়া কিংবা ফেলার সময়।

ভৌতিক, খসখসে একটা শব্দ হলো, থাবা জোড়া যেন উন্মাদের মত পিছলে এল করিডরের মেঝে দিয়ে, তারপর কড়মড় করে হাড় চিবুনোর এমন ভীতিকর আওয়াজ হলো, আমার গায়ের সব ক'টা রোম দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

'আ আ আ আ আ' গলা চিরে প্রবল আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ড. রেমণ্ডের। একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে আমাদের গায়ে ঢলে পড়লেন। আমি ডাক্তারকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছি, টের পেলাম গরম রক্তের ধারা ভিজিয়ে দিয়েছে আমার পা এবং হাত।

'আ আ আহ্, বাবাগো!' কেঁদে উঠলেন রেমণ্ড। 'ওহ গড, আমার অর্ধেকটা হাত খেয়ে ফেলেছে হারামজাদা। ওহ্, ক্রাইস্ট!'

আমি তাঁর পাশে হাঁটু মুড়ে বসলাম, পকেট থেকে বের করলাম রুমাল। ড. রেমণ্ডের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বুঝতে পারলাম দানবটা কামড়ে দু'তিনটে আঙুল ছিঁড়ে নিয়েছে, গাঁটের অর্ধেকসহ। প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরাচ্ছেন ডাক্তার, মোচড় খাচ্ছে শরীর।

সিংগিং রকও বসে পড়েছে পাশে। 'জানোয়ারটা চলে গেছে,' জানাল সে। 'ভ্যানিশ হয়ে গেল। তবে জানি না মিসকুয়ামাকাস এরপরে কোন্ ধরনের আত্মা ডেকে আনবে। ওটা ছিল সাধারণ মানের একটা জীব। ওরচেয়েও ভয়ংকর এবং খারাপ ম্যানিটু আছে।'

'সিংগিং রক,' বললাম আমি, 'ড. রেমণ্ডকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসা করতে হবে।'

'কিন্তু মিসকুয়ামাকাসকে এখন ছেড়ে যাওয়া যাবে না। ওকে একা রেখে গেলে কী করে বসে তার ঠিক নেই।'

'ড. রেমণ্ড প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর হাতের রক্ত পড়া বন্ধ করতে না পারলে উনি মারা যাবেন। শ্যারন রেনল্ডসের চেয়ে ড. রেমণ্ডের জীবনের দাম এখন অনেক বেশি।'

'আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না,' বলল সিংগিং রক। 'আমরা মিসকুয়ামাকাসকে এখন ছেড়ে দিলে সে গোটা হাসপাতাল ধ্বংস করে ফেলবে। শতশত মানুষ মারা যাবে।'

'ওহ্ গড,' গোঙাতে লাগলেন ড. রেমণ্ড, 'আমার হাত! আমি আর সইতে পারছি না।'

'সিংগিং রক,' খেঁকিয়ে উঠলাম আমি, 'ডাক্তারকে বাইরে নিয়ে

যেতেই হবে। আপনি মিসকুয়ামাকাসকে কয়েক মিনিট ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না? আমি ডাক্তারকে নিয়ে যাওয়ার সময় করিডরে যেন আগুনের হামলা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখুন। আমি রেমণ্ডকে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দিয়েই আবার এখানে চলে আসছি।'

'ঠিক আছে,' বলল সিংগিং রক। 'কিন্তু দেরি করবেন না যেন। আমার পাশে কাউকে না কাউকে দরকার হবে।'

আমি ড. রেমণ্ডকে ধরে সিধে করলাম, আহত হাতটা তুলে দিলাম আমার কাঁধে। তারপর এক পা এক পা করে করিডর ধরে এগোলাম এলিভেটরের দিকে। প্রতি পদক্ষেপে ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন তিনি। টপটপ করে হাত থেকে রক্ত পড়ছে মেঝেয়। তবে নতুন একটা শক্তি যেন ভর করেছে আমার গায়ে। আমি ডাক্তারকে কাঁধে বয়ে হাঁটতে লাগলাম।

কোনও বিদ্যুৎ চমকাল না, ভৌতিক কিছু আমাদের পথ আটকাল না। হয়তো মিসকুয়ামাকাস এটাই চেয়েছে–সিংগিং রককে একা পাবে। কিন্তু সিংগিং রকের সঙ্গে এ মুহূর্তে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। ড. রেমণ্ড মারাত্মক আহত। করিডরে বসে থাকলে উনি রক্তক্ষরণেই মারা যাবেন।

অবশেষে চলে এলাম লিফটের সামনে। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে ছোট লাল আলোটা। আমি **'UP'** লেখা বোতামে চাপ দিলাম। অসহ্য বিরতি শেষে হাজির হলো এলিভেটর, খুলে গেল দরজা। আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

আলকাতরা গোলা অন্ধকার থেকে এলিভেটরের উজ্জ্বল আলোর রাজ্যে হঠাৎ প্রবেশের কারণে ধাঁধিয়ে গেছে চোখ। একটু সামলে নিয়ে ড রেমণ্ডকে বসিয়ে দিলাম মেঝেতে। তিনি রক্তাক্ত হাতটা কোলে নিয়ে বসে থাকলেন। আমি তাঁর পাশে উবু হয়ে বসলাম। দ্রুত উঠে এলাম আঠারোতলায়। ডাক্তারকে এলিভেটর থেকে বেরুতে সাহায্য করলাম।

ড. রেমণ্ডকে তাঁর অফিসে নিয়ে ঢুকেছি দেখে রীতিমত রিসেপশন কমিটি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। উলফ আছে, সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ নার্স। সবার হাতে ফ্ল্যাশলাইট। দু'জন আবার বন্দুকও নিয়েছে। বাকিরা সজ্জিত ক্রোবার এবং ছুরি নিয়ে। সাদা কোট, চোখে চশমা, টাক মাথা লাল মুখের এক ডাক্তারও আছেন ওদের সঙ্গে।

আমরা ভেতরে ঢুকতেই ওরা আমাদেরকে ঘিরে ধরল। ড. রেমণ্ডকে সাবধানে একটা কাউচে শুইয়ে দিল। উলফ ফার্স্ট-এইড প্যাক আর অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে এল। যন্ত্রণা উপশমে রেমণ্ডকে নোভোকেন ইনজেকশন দিল।

লালমুখো ডাক্তার এগিয়ে এলেন আমার দিকে। নিজের পরিচয় দিলেন।

'আমি উইনসাম। এখুনি নীচে নামতে যাচ্ছিলাম আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য। ওখানে হচ্ছেটা কী? উলফ যা বলল তাতে তো মনে হচ্ছে দশতলায় উন্মাদ একটা রোগী আছে।'

হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছলাম আমি। নীচে যা ঘটছে তা আমার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব লাগছে। কিন্তু সিংগিং রক এখনও দশতলায় বসে আছে। ওখানে ফিরে যেতে হবে আমাকে, সাহায্য করতে হবে সিংগিং রককে।

'আপনি এসেছেন খুব খুশি হয়েছি, ড. উইনসাম। এ মুহূর্তে সবকিছু ব্যাখ্যা করার সময় নেই। তবে অস্ত্রশস্ত্রসহ এত লোক নিয়ে আপনাদেরকে নীচে যেতে হবে না।'

'কেন যাব না? যদি ব্যাপারটা ইমার্জেন্সি কিছু হয়ে থাকে, নিজেদেরকে তো রক্ষা করতে হবে।'

'বিশ্বাস করুন, ড. উইনসাম,' কাঁপা গলায় বললাম আমি। 'এত অস্ত্র নিয়ে নীচে গেলে অনেকগুলো নিরীহ মানুষ আহত হবে। আমার এখন একমাত্র যে জিনিসটি দরকার তা হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।'

নাক সিটকালেন ড. উইনসাম। 'কী আবোল তাবোল বলছেন! নীচে একটা উন্মাদ রোগী আছে, আমাদের ডাক্তারদের ওপর হামলা চালাচ্ছে আর আপনি কিনা চাইছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস?'

'জ্বী,' বললাম আমি। 'প্লীজ, ড. উইনসাম। যত জলদি সম্ভব জিনিসটা আমাকে দিন।'

কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন উইনসাম। 'আপনাকে এ হাসপাতালের কোনও ব্যাপারে নাক গলানোর ক্ষমতা কেউ দিয়েছে বলে তো আমার মনে পড়ছে না, সার। আমার কাছে সবচেয়ে সহজ সমাধান মনে হচ্ছে সদলবলে নীচে গিয়ে ওই উন্মাদ রোগীটাকে

পাকড়াও করা যাতে সে আর কারও আঙুল কামড়ে নেয়ার সুযোগ না পায়।'

'আপনি আমার কথাই তো বুঝতে পারছেন না!' অসহায় গলায় বললাম আমি।

'ঠিক বলেছেন,' সায় দিলেন ড. উইনসাম, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। উলফ, তোমরা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে রেডি তো?'

'জ্বী, ড. উইনসাম,' জবাব দিল উলফ।

'উলফ,' অনুনয়ের স্বরে বললাম আমি। 'তুমি তো দেখেছ নীচে কী ঘটেছে। ওদেরকে বলো না, ভাই!'

শ্রাগ করল উলফ। 'আমি শুধু জানি ড. রেমণ্ডকে ওই রোগীটা হামলা করেছে। ওকে এখন থামাতে হবে।'

কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। চারপাশের মুখগুলোর ওপর চোখ বুলালাম কাউকে বুঝিয়ে যদি ক্ষান্ত করা যায়। কিন্তু সবার চোখে-মুখে দৃঢ় সংকল্প—দশ তলায় গিয়ে পাগলা রোগীকে শায়েস্তা করবে।

এমন সময় কাউচে শোয়া ড. রেমণ্ড কথা বলে উঠলেন।

'ড. উইনসাম,' কর্কশ শোনাল তাঁর কণ্ঠ। 'ড. উইনসাম, আপনারা যাবেন না। বিশ্বাস করুন, আপনাদের যাওয়া উচিত হবে না। ওঁকে ভাইরাসটা দিয়ে দিন। উনি জানেন উনি কী করছেন। আর যা-ই করুন, ভুলেও নীচে পা বাড়াবেন না।'

ড. উইনসাম হেঁটে গেলেন ড. রেমণ্ডের কাউচের সামনে। 'আপনি যেতে নিষেধ করছেন, ড. রেমণ্ড? কিন্তু আমাদের সবার কাছে অস্ত্র আছে আর আমরা নীচে যাওয়ার জন্যও প্রস্তুত।'

'না, আপনারা যাবেন না। দয়া করে মি. চৌধুরীকে ভাইরাস দিয়ে দিন। তাঁর কাজে বাধা দেবেন না।'

টাক মাথা চুলকালেন উইনসাম, তারপর ঘুরে রেসকুৎ পার্টিকে বললেন, 'ড. রেমণ্ড এ পেশেন্টের চার্জে আছেন। আমি তাঁর অনুরোধ ফেলতে পারি না। তবে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকব।'

ডাক্তার ডেস্কে গিয়ে ছোট, কাঠের একটি বাক্স খুলে তরল ভর্তি একটি কাচের বোতল বের করলেন। বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

'এর মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আছে। খুব সাবধানে এটা নাড়াচাড়া করবেন। ভেঙে টেঙে গেলে কিন্তু মহামারী লেগে যাবে।'

সাবধানে বোতলটা হাতে নিলাম আমি। 'ঠিক আছে, ড. উইনসাম। আপনাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না।'

একটা আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নেয়ার প্রবল ইচ্ছে জাগল। যদিও জানি কাজটা বোকামো এবং বিপজ্জনক হয়ে যাবে। তবে একটা ফ্ল্যাশলাইট নিলাম। দ্রুত ফিরে এলাম এলিভেটরে, দশতলার বোতাম টিপলাম। আবার ডুবে গেলাম আঁধারে।

দশতলায় আসার পরে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা।

আমি সাবধানে উঁকি দিলাম অন্ধকারে।

'সিংগিং রক?' ডাকলাম গলা চড়িয়ে। 'আমি অলোক চৌধুরী! এসে পড়েছি!',

কোনও সাড়া নেই। এলিভেটরের দরজায় পা ঠেকিয়ে রেখেছি যাতে বন্ধ না হয়ে যায়।

'সিংগিং রক?' চেঁচালাম আবার। 'আপনি এখানে আছেন, সিংগিং রক?'

ফ্ল্যাশলাইটের সুইচ অন করলাম। করিডরে ফেললাম আলো। আমার এবং শ্যারন রেনল্ডসের ঘরের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় চোখে পড়ল না কিছু। সিংগিং রক হয়তো আমার গলা শুনতে পায়নি, এদিক-সেদিক কোথাও গেছে। ওকে খুঁজে বের করা দরকার।

ঝুঁকে পায়ের জুতো খুলে নিলাম আমি। দরজার ফাঁকে রেখে দিলাম জুতো জোড়া যাতে বন্ধ না হয়ে যায় এলিভেটর। মিসকুয়ামাকাসের পিশাচ আমাকে তাড়া করেছে আর সে মুহূর্তে আমি অপেক্ষা করছি কখন এলিভেটর আসবে, এ কথা ভাবলেও হিম হয়ে আসে বুকের রক্ত।

ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে রেখে করিডর ধরে এগোলাম শ্যারনের ঘরে। ওখানে সুনসান নীরবতা–বড্ড বেশি নিশ্চুপ, গা ছমছমে। সিংগিং রকের উদ্দেশ্যে আবার হাঁক ছাড়ার সাহস হলো না। কী জানি কী সাড়া দেয়?

শ্যারনের ঘরের দরজায় পা বাড়িয়েছি, নাকে ধাক্কা মারল রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ। ফ্ল্যাশলাইটের লম্বালম্বি আলোক রেখায় করিডরের বেশ

খানিকটা আলোকিত। তবে সিংগিং রকের কোনও চিহ্ন নেই। হয়তো সে শ্যারনের ঘরে ঢুকেছে, মুখোমুখি হয়েছে মিসকুয়ামাকাসের। আবার ওখানে না-ও থাকতে পারে।

শেষ ক'কদম বাড়লাম ভূতের মত নিঃশব্দ পায়ে, ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়েছে শ্যারনের রুমের দোরগোড়ায়। হঠাৎ ওখানে কী যেন একটা নড়ে উঠল। কী ওটা? জিনিসটা কী ভাবতেও ভয় লাগছে। আমি করিডরের দূর প্রান্ত ঘেঁষে এগিয়ে চললাম। তারপর এক ছুটে দরজার সামনে এসেই ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললাম ঘরে।

ওটা সিংগিং রক। মেঝেতে চার হাত পায়ে উবু হয়ে বসেছে। গায়ে আলো পড়তেই ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। মিসকুয়ামাকাস ওর মুখটার কী দশা করেছে দেখে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সারা ঘরে আলো ফেললাম। কিন্তু মিসকুয়ামাকাসের চিহ্নও নেই কোথাও। পালিয়েছে। দশতলার পিচকালো অন্ধকার করিডরের কোনও বাঁকে হয়তো বসে আছে ঘাপটি মেরে। ওকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু আমার হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট আর এক বোতল সর্দি ছাড়া আর কিছু নেই। কোনও অস্ত্র নেই।

'অলোক?' ফিসফিস করল সিংগিং রক। আমি হেঁটে গেলাম ওর কাছে, পাশে বসলাম হাঁটু মুড়ে। ওর মুখটা কেউ যেন কাঁটাতার দিয়ে বাড়ি মেরে ফালি ফালি করে কেটেছে। গালের মাংস হাঁ হয়ে আছে, ঠোঁট কেটে দুই ভাগ, রক্তে সারা মুখ রঞ্জিত। আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে রক্ত মুছে দিতে লাগলাম। 'খুব লেগেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কী হয়েছে? মিসকুয়ামাকাস। কোথায়?'

মুখ থেকে রক্ত মুছল সিংগিং রক। 'আমি ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমি যেটুকু জাদু জানি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি।'

'ও আপনাকে মেরেছে?'

'আমার গায়ে ওকে হাত তুলতে হয়নি। শুধু কতগুলো সার্জিকাল ইকুইপমেন্ট ছুঁড়ে মেরেছে। পারলে ও আমাকে মেরেই ফেলত।'

বিছানার পাশের কেবিনেট খুলে সিংগিং রকের জন্য কতগুলো ব্যাণ্ডেজ এবং তুলা নিয়ে এলাম। তুলা দিয়ে ঘষে মুছে দিলাম রক্ত।

রক্ত মুছে দেয়ার পরে মুখটাকে আগের মত আর বীভৎস লাগল না। মিসকুয়ামাকাস যে সব স্কালপেল ওর দিকে ছুঁড়ে মেরেছিল, নিজের ম্যাজিক দিয়ে তার বেশিরভাগ সিংগিং রক ঠেকিয়ে দিতে পেরেছিল বলে রক্ষা। বেশ কয়েকটা স্কালপেল গেঁথে রয়েছে দেয়ালে।

'ভাইরাস এনেছেন?' জানতে চাইল সিংগিং রক। 'রক্তটা বন্ধ হোক। তারপর ওকে ধাওয়া করব।'

'এই যে আপনার জিনিস,' বললাম আমি। 'ভেতরে বেশি মাল নেই তবে ড. উইনসাম বললেন এ দিয়ে নাকি গোটা একটা শহর উজাড় করে দেয়া যাবে।'

সিংগিং রক বোতলটা হাতে নিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল। 'এখন প্রার্থনা করুন যাতে এতে কাজ হয়। আমাদের হাতে সময় বড্ড কম।'

ফ্ল্যাশলাইটটি তুলে নিলাম। মৃদু পায়ে চলে এলাম দরজায়। কান পাতলাম। আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। করিডর অন্ধকার এবং নির্জন। অবশ্য অসংখ্য ঘর আছে যেখানে স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারবে মিসকুয়ামাকাস।

'ও কোন্ দিকে গেছে দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করলাম সিংগিং রককে।

'না,' জবাব দিল সিংগিং রক। 'তবে যে কোনও জায়গায় ও লুকিয়ে থাকতে পারে।'

'চারদিক বড্ড চুপচাপ। এত নিস্তব্ধ কেন চারপাশ?'

'জানি না। ও মনে মনে কী প্ল্যান আঁটছে ধারণা করতে পারছি না।'

খুক খুক কাশলাম আমি। 'আপনি যদি ওর জায়গায় হতেন তা হলে এ মুহূর্তে কী করতেন?'

খানিকক্ষণ ভাবল সিংগিং রক, মৃদু হাত বুলাচ্ছে রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ করা গালে।

'ঠিক জানি না।' অবশেষে বলল ও। 'মিসকুয়ামাকাসের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পুরো ব্যাপারটা আপনাকে দেখতে হবে। সে মনে করছে ১৬০০ শতকের ম্যানহাটান সে ত্যাগ করেছে মাত্র অল্প ক'দিন আগে। শ্বেতাঙ্গরা তার কাছে এখনও অদ্ভুত এবং ভয়ংকর একদল অনুপ্রবেশকারী। তা ছাড়া সে শারীরিকভাবেও বিকলাঙ্গ। ফলে তার

জাদু শক্তিও গেছে কমে। আমার ধারণা সে নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য রিইনফোর্সমেন্ট আহ্বান করবে।'

করিডরের সামনে পেছনে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললাম আমি। 'রিইনফোর্সমেন্ট? তার মানে আরও পিশাচ?'

'অবশ্যই। এটা তো মাত্র শুরু।'

'তো আমাদের করণীয় কী?'

মাথা নাড়ল সিংগিং রক। 'আমাদের করণীয় কিছুই নেই। তবে মিসকুয়ামাকাস অসীম অন্ধকার থেকে যদি পিশাচদের ডেকে আনতে চায় তা হলে তাকে প্রবেশ পথের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'প্রবেশ পথ মানে?'

'বিষয়টি বুঝিয়ে বলি। ধরুন মানুষের পৃথিবী এবং আত্মাদের পৃথিবীর মাঝখানে একটা দেয়াল আছে। মিসকুয়ামাকাস কোনও দানব বা পিশাচকে আহ্বান করতে চাইলে ওই দেয়াল থেকে কয়েকখানা ইট তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং পিশাচদের ঢোকার রাস্তা তৈরি করতে হবে। তাদেরকে এমনিতে বললে আসবে না। প্রলোভন দেখাতে হবে। দানব বা পিশাচরা তাদের সেবার জন্য বিনিময়ে সব সময়ই কিছু পেতে চায়। যেমন বৃক্ষ-গিরগিটিকে মানুষের মাংস খেতে দিতে হয়েছে।'

'হারামজাদাটা ডাক্তারের হাত প্রায় খেয়েই ফেলেছে,' অনুযোগের সুরে বললাম আমি।

সিংগিং রক আমার হাত ধরল, 'অলোক সাহেব,' মৃদু গলায় বলল সে, 'এটা তো কিছুই না। আরও কত দুর্ভোগ যে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য কে জানে!'

আমি সিংগিং রকের দিকে তাকালাম। এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারলাম কী ভয়ংকর একটা ফাঁদে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। এ থেকে উত্তরণের কোনও রাস্তাও দেখতে পাচ্ছি না।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'ঠিক আছে' কথাটা বলতে চাইনি মোটেই, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। 'চলুন, ওটার সন্ধান পাই কিনা দেখি।'

করিডরে পা রাখলাম দুজনে। তাকালাম ডানে-বামে। নৈঃশব্দ মাথার ওপর চেপে বসেছে। অস্বস্তিকর। কানের পর্দায় ড্রিম ড্রিম ডাক

বাজছে। টের পাচ্ছি ধড়াশ ধড়াশ করছে কলজে। মিসকুয়ামাকাস অথবা তার দানবের মুখোমুখি হব, লড়াই করব, এ ভাবনাটা দুজনকেই ভয়ের চরম সীমায় নিয়ে গেছে। ঘেমে গেছি আমরা, কাঁপছি। সিংগিং রকের দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। প্রথম করিডরটা পার হলাম। প্রতিটি ঘরের দরজায় ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললাম। জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে পিশাচটা লুকিয়ে আছে কিনা দেখতে।

'এই প্রবেশ পথ,' প্রথম মোড়টা ঘোরার সময় ফিসফিস করলাম সিংগিং রকের কানের কাছে, 'এগুলো কী রকম জিনিস?'

শ্রাগ করল সিংগিং রক। 'নানান রকম গেট অ্যাওয়ে বা প্রবেশপথ রয়েছে। এর সাহায্যে বৃক্ষ-গিরগিটির মত দানবদের ডেকে আনা যায়। তবে বৃক্ষ-গিরগিটি তেমন শক্তিধর নয়। রেড ইণ্ডিয়ানদের লাখ লাখ দানবদের মধ্যে সে একজন মাত্র। আপনি যদি লজপোল গার্ডিয়ান কিংবা ওয়াটার স্নেকের মত দানবদের আহ্বান করতে চান তা হলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মানুষের পৃথিবীর প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়।'

'ওই দরজাটা একটু চেক করে দেখি,' বাধা দিলাম আমি সিংগিং রককে। আলোর রশ্মি ফেললাম। সে হাসপাতালের ঘরটিতে উঁকি দিল। মাথা নাড়ল। 'ও এই ফ্লোরেই কোথাও আছে,' বলল সিংগিং রক। 'তবে যদি এখানে চলে আসে, কপালে খারাবী আছে আমাদের।'

'সিঁড়িতে গার্ড আছে,' বললাম আমি।

হাসল সিংগিং রক। 'মিসকুয়ামাকাসকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কোনও গার্ডের নেই।'

করিডর ধরে সাবধানে হাঁটছি আমরা, একটু পরপর ঘর, কাবার্ড এবং কিনারগুলো পরীক্ষা করে দেখছি। আমার তো সন্দেহই হতে লাগল মিসকুয়ামাকাস বলে সত্যি কিছু আছে নাকি সে স্রেফ একটা হ্যালুসিনেশন।

'আপনি নিজে কখনও কোনও পিশাচ বা দানব ডেকে এনেছেন?' জিজ্ঞেস করলাম সিংগিং রককে। 'মানে আমরা এরকম কাউকে আহ্বান করতে পারি না? মিসকুয়ামাকাস রিইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা

করতে পারলে আমরা পারব না কেন?'

আবার হাসি ফুটল সিংগিং রকের মুখে। 'অলোক সাহেব, আপনি না বুঝেই কথাটা বললেন। এই পিশাচ বা দানবরা হাসি-মশকরার কোনও বিষয় নয়। এদেরকে মানুষ সৃষ্টিও করেনি। রেড ইণ্ডিয়ান পিশাচদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে যারা আছে তারা যে কোনও আকার-আকৃতি ধারণ করতে পারে। এই হয়তো ভয়ংকর বাইসন হয়ে দেখা দিল, পরমুহূর্তে দেখলেন সে সাপে ভরা একটা গর্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে কোনও মানবিকতা নেই, নেই মায়া-মমতা।'

'এরা কি সবাই খারাপ?' প্রশ্ন করলাম আমি। করিডরে উবু হয়ে কী যেন বসে আছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলতে দেখলাম ওটা ময়লা ফেলার ঝুড়ি।

'না,' জবাব দিল সিংগিং রক। 'সবাই নির্দয় এবং নির্মম নয়। তবে একটা কথা বোঝার চেষ্টা করুন, এ গ্রহের প্রাকৃতিক শক্তিগুলো মানুষের প্রতি সদয় নয়। স্কুলে যা-ই পড়ানো হোক না কেন, ধরিত্রী মাতা আসলে খুব একটা হৃদয়বতী নয়। আমরা গাছ কেটে ফেলছি। গাছের আত্মা এতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হচ্ছে। আমরা খনি খুঁড়ে পাথর এবং মাটির দানবদের শান্তি বিঘ্নিত করছি। নির্জন খামার বাড়িতে শয়তানের আছর নিয়ে এত গল্প যে শোনা যায় তা কি সবই বানানো? সব বানোয়াট কাহিনি নয়। পেনসিলভানিয়ায় গেছেন কোনদিন? জানেন কি যে ওখানকার কৃষকরা পেণ্টাকল্ এবং অ্যামুলেট পরে ভূত তাড়ানোর জন্য? ওই চাষারা বৃক্ষ এবং মাঠের দানবদের বিরক্ত করেছে সে জন্য তাদের কাফফারাও দিতে হচ্ছে।'

আরেকটি মোড় ঘুরলাম। হঠাৎ বলে উঠলাম, 'কী ওটা?'

অন্ধকারে চোখ টানটান করে তাকালাম। দুই-তিন মিনিট পরে চোখে ধরা পড়ল ব্যাপারটা। একটা ঘরের দোর গোড়ায় নীলচে একটা আলো দপদপ করে জ্বলছে।

সিংগিং রক বলল, 'ওই তো মিসকুয়ামাকাস। ও ওখানে কী করছে কে জানে। তবে কোনও বদ মতলব আঁটছে নিশ্চয়।'

পকেট থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বোতল বের করলাম। 'এ জিনিসটা কিন্তু আমাদের কাছে আছে,' মনে করিয়ে দিলাম সিংগিং রককে। 'মিসকুয়ামাকাস যে মতলবই করে থাকুক না কেন এ জিনিস

গায়ে ছিটিয়ে দিলে বাপ বাপ করে পালাতে দিশে পাবে না।'

মুখ বাঁকাল সিংগিং রক। 'অত বেশি আশান্বিত হবেন না। ভুলে যাবেন না মিসকুয়ামাকাস অপ্রতিরোধ্য।'

আমি কিছু না বলে টর্চটা নিভিয়ে দিলাম। নীলচে আলোটার দিকে নিঃশব্দে পা বাড়ালাম। আলোটা দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন দরজায় ওয়েল্ডিং করছে কিংবা থেকে থেকে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। তবে পার্থক্য হলো এ আলোটার মধ্যে অস্বাভাবিক এবং ভীতিকর একটা ব্যাপার আছে, বুকের ধুকপুকুনি বাড়িয়ে দেয়।

দরজার সামনে চলে এলাম আমরা। বন্ধ। দরজার ওপরে ছোট্ট কাচের জানালাটা বারবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে নীল আলোয়। সিংগিং রক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি উঁকি দিয়ে দেখবেন নাকি আমি?'

শিউরে উঠলাম আমি, যেন কেউ আমার কবরে পা ফেলে হাঁটছে। 'আমি দেখছি। আপনার ওপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল গেছে।'

দরজা ঘেঁষা দেয়ালে হেলান দিলাম আমি। ভীষণ ঠাণ্ডা দেয়াল। দরজার কাচে তুষার জমে আছে। তুষার? শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হাসপাতালের ঘরে? সিংগিং রকের দিকে তাকালাম। সে ইশারায় আগে বাড়তে বলল।

আমি নিঃশব্দে জানালায় মুখ নিয়ে এলাম, তাকালাম ঘরে। যা দেখলাম, শরীরের সব ক'টা রোম সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল, আতংকিত শজারুর মত খাড়া হয়ে গেল খুলির সবগুলো চুল।

আট

ঘরের মাঝখানে যেন ঘাঁটি গেড়ে বসেছে মিসকুয়ামাকাস। এক হাতের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে বিকৃত শরীরের পুরো ভর। ঘরটাকে দেখে মনে হলো এটা বোধহয় লেকচার থিয়েটার। ঘরের সবগুলো আসবাব

এখানে-ওখানে উল্টে পড়ে রয়েছে। যেন বাতাসের তাণ্ডব নৃত্য বয়ে গেছে রুমে। মেঝেতে কিছু দুর্বোধ্য ছবি এঁকেছে মেডিসিনম্যান। বাঁ হাতটা তুলে রেখেছে বৃত্তের ওপর, কর্কশ, ফিসফিসে গলায় কী যেন বিড়বিড় করছে মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে।

তবে ওই বৃত্ত কিংবা মিসকুয়ামাকাসের মন্ত্র পড়া দেখে আমি ভয় পাইনি, আতংকিত হয়ে উঠেছি বৃত্তের মাঝখানের দৃশ্যটা দেখে। ওখানে আবছা, আধা-স্বচ্ছ একটা শরীরের কাঠামো হঠাৎ ভেসে উঠছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নীল একটা আলো জ্বলছে ওখানটায়, পরিবর্তন করছে আকার। দেখতে মস্ত বড় কোলা ব্যাঙের মত, মোচড় খাচ্ছে ব্যাঙের শরীর। এই মাত্র অদৃশ্য হয়ে গেল, আবার ভিন্ন আরেকটা শরীর নিয়ে হাজির। সে শরীরটাও গলে গেল।

সিংগিং রক হালকা পায়ে চলে এল আমার পাশে, জানালায় উঁকি দিল এক ঝলক। তারপর বলতে লাগল, 'গিচে ম্যানিটু, আমাদেরকে রক্ষা করো, গিচে ম্যানিটু আমাদের কোনও ক্ষতি হতে দিয়ো না, গিচে ম্যানিটু আমাদের শত্রুদেরকে হঠিয়ে দাও।'

'কী ওটা?' ব্যগ্র গলায় জানতে চাইলাম আমি। 'কী হচ্ছে ওখানে?'

সিংগিং রক আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গুনগুন করে বলেই যেতে লাগল, 'ও গিচে ম্যানিটু আমাদেরকে সাহায্য করো, ও গিচে ম্যানিটু আমাদেরকে আহত হবার কবল থেকে বাঁচাও।'

'সিংগিং রক—আমি জানতে চাইছি কী ওটা?'

কোলা ব্যাঙের মত দেখতে কদাকার প্রাণীটার দিকে আঙুল তুলল সিংগিং রক। 'ওটা স্টার বীস্ট। ছবিতেই শুধু এটাকে দেখেছি আমি। আজ মুখোমুখি দেখলাম। আমি কল্পনাও করিনি মিসকুয়ামাকাস এ জিনিস ডেকে নিয়ে আসবে।'

'কেন?' ফিসফিস করলাম আমি। 'এর মধ্যে বিপজ্জনক কী আছে?'

'স্টার বীস্ট নিজে বিপজ্জনক নয়। আপনাকে ওটা চোখের পলকে ধ্বংস করার ক্ষমতাও রাখে। তবে ওর নিজের কোনও শক্তি নেই। ওর ভূমিকা হলো সমন্বয়কারীর।'

'তার মানে মিসকুয়ামাকাস অন্যান্য পিশাচ ডেকে আনার জন্য ওকে দূত হিসেবে ব্যবহার করছে?'

সিংগিং রক জবাব দিল, 'অনেকটা সেরকমই। পরে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব আপনাকে। এ মুহূর্তে এখান থেকে আমাদের কেটে পড়াই মঙ্গল।'

'ভাইরাস–ভাইরাস দিয়ে কী করব আমরা? সিংগিং রক, একটা সুযোগ অন্তত নিই।'

দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল সিংগিং রক। 'ভাইরাসের কথা ভুলে যান। এ দিয়ে এখন আর কাজ হবে না। অন্তত এ মুহূর্তে নয়। চলুন, জলদি কেটে পড়ি।'

আমি জায়গা থেকে নড়লাম না। ভয়ে-আতংকে অস্থির আমি, তবু মিসকুয়ামাকাসকে ধ্বংস করার কোনও সুযোগ থাকলে ওটা হারাতে চাই না।

'সিংগিং রক–এটা দিয়ে ওকে ভয় তো দেখাতে পারব। ওকে বলুন ও যদি ওই প্রবেশপথ বন্ধ করে না দেয়, আমরা ওকে খুন করব।'

সিংগিং রক ফিরে এল দরজায়। আমাকে টেনে সরিয়ে নিতে চাইল। 'এখন চেষ্টা করেও লাভ হবে না,' ফিসফিস করল সে। 'আপনি বুঝতে পারছেন না ওই দানবগুলো কী? ওরা নিজেরাই একেকটা ভয়ংকর ভাইরাস। স্টার বীস্ট আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জাকে পাত্তাই দেবে না, বরং এমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটাবে যা আপনার কল্পনাতেও নেই।'

'কিন্তু মিসকুয়ামাকাস–'

'মিসকুয়ামাকাসকে ভয় দেখানো যেত। কিন্তু সে যখন এই পিশাচগুলোকে আহ্বান করেই ফেলেছে এখন আর তাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। বরং এখন তাকে হত্যা করার চেষ্টা করাটা হবে আরও বেশি বিপজ্জনক। ওই দানবগুলোর কোনও একটা যদি চলে আসে আর এরই মধ্যে মারা যায় মিসকুয়ামাকাস, দানবটাকে আর ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না। আপনি কি চান গোটা ম্যানহাটান শহর ধ্বংস হয়ে যাক?'

স্টার বীস্টের শরীর দিয়ে সেই ভৌতিক আলোটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ওটার গায়ে বুদ্বুদ ফুটছে, মোচড় খাচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কখনও ওটা ফুলে বেলুনের মত হয়ে যাচ্ছে আবার পরক্ষণে সর্পিল একটা মেঘের আকার

ধারণ করছে। ওটা যেন পাগলা, ভয়ংকর একটা কুকুর, অবর্ণনীয় ভীতিকর একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

'তবু আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই,' বললাম আমি সিংগিং রককে।

সিংগিং রক বলল, 'অলোক সাহেব, বিশ্বাস করুন এতে কোনও লাভ হবে না।'

কিন্তু আমার রোখ চেপে গেছে। আমি যাবই। বরফ শীতল দরজার হাতলে হাত রাখলাম। এখনই খুলব দরজা।

'আমাকে কাভার করার জন্য কোনও মন্ত্রটন্ত্র পড়ে দিন,' বললাম আমি।

'অলোক–মন্ত্র পড়ে লাভ নেই। যাবেন না দয়া করে।'

দু' সেকেণ্ডের জন্য ভাবলাম আমি আসলে কী করতে যাচ্ছি। আমি তো কমিক বইয়ের হিরো নই যে সুপারন্যাচারালের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুপার পাওয়ার আছে। কিন্তু এই মিসকুয়ামাকাস ব্যাটার ওপর প্রচণ্ড রাগ লাগছে আমার। ও শ্যারনের মত চমৎকার একটা মেয়েকে মেরে ফেলেছে। সিংগিং রকের কথা যদি সত্যি হয় আরও কতজন যে ওর জিঘাংসার বলি হবে খোদা জানে। নাহ্, কপালে যা-ই থাক, ঝুঁকি আমি নেবই। মেডিসিনম্যানটাকে হত্যা করব আমি। মনে মনে এক, দুই, তিন গুণে-ধাক্কা মেরে খুলে ফেললাম দরজা।

ইস্, ভেতরটা কী ঠাণ্ডা! যেন ডীপ ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ছুটে সামনে বাড়তে চাইলাম কিন্তু আমার পা চলল সিনেমার স্লো মোশন গতিতে। আমি কাচের বোতলটি মাথার ওপর তুলে ধরে ধীরে কদম বাড়লাম।

ঠাণ্ডার চেয়েও ভয়ংকর লাগছে বাতাসের শব্দটা। শোঁওওও করে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ সুরে ঘরের মধ্যে যেন ঘূর্ণি তুলেছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস। ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ, বাতাসের চিহ্নও নেই। অথচ হারিকেন ঝড়ের মত আর্তনাদ এবং হুংকার তুলছে হাওয়া।

আমার দিকে ধীরে ধীরে ঘুরল জীবন্ত দুঃস্বপ্ন মিসকুয়ামাকাস। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না। কয়েক গজ দূরে হিমশীতল প্রবেশ পথের মাঝখানে স্টার বীস্ট কখনও ধোঁয়ার কুণ্ডলী কখনও বা ব্যাঙের শরীর ধারণ করছে।

'মিসকুয়ামাকাস!' চিৎকার দিলাম আমি। শব্দগুলো গলিত মোমের মত যেন গড়িয়ে নামল ঠোঁট বেয়ে, শূন্যে জমাট বরফ হয়ে গেল। 'মিসকুয়ামাকাস!'

মেডিসিনম্যানের দুই বা তিন ফুট দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এক হাতে কান চেপে আছি কামান গর্জনের মত বাতাসের শব্দের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে। অপর হাতে জীবাণু ভর্তি বোতল। হাতটা মাথার ওপর তুলে রেখেছি বোতল ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে। 'মিসকুয়ামাকাস-এর মধ্যে অদৃশ্য এক আত্মা আছে যে তোমার লোকদের ধ্বংস করে দেবে! এই বোতলের মধ্যে আছে সেই আত্মা। প্রবেশপথ বন্ধ করো–স্টার বীস্টকে ফিরিয়ে নাও–নয়তো তোমার মাথায় বোতল ভাঙব।'

শুনতে পেলাম সিংগিং রক পেছন থেকে ডাকছে, 'ফিরে আসুন, অলোক সাহেব।' এর পরপরই ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটল। হাতের ভেতর ঠাণ্ডা কী যেন একটা কিলবিল করে উঠল। তাকিয়ে দেখি বোতল কোথায়? ইয়া মোটা একটা জোঁক আমি ধরে রেখেছি, মুঠোর মধ্যে মোচড় খাচ্ছে। ঘেন্নায় ওটাকে প্রায় ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম–হঠাৎ আমার মন বলে উঠল আমি যা দেখছি তা ইল্যুশন বা ভ্রম। মিসকুয়ামাকাসের একটা চাতুরী। বরং আরও শক্ত করে চেপে ধরলাম বোতল। আর তখন ওটা বিস্ফোরিত হলো। হাতের মধ্যে জ্বলে উঠল আগুন। এটাও যে একটা ইল্যুশন সে উপলব্ধি মস্তিষ্কে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই হাতে আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে, আঁতকে উঠে মুঠো থেকে ফেলে দিলাম ভাইরাসের বোতল। ওটা ধীর গতিতে পড়তে লাগল মেঝেতে–অস্বাভাবিক মন্থর গতি, যেন স্বচ্ছ তেলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এক খণ্ড পাথর।

আতংকিত আমি ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুট দিলাম দরজায়। কিন্তু বাতাসটা প্রচণ্ড ভারী, আমার পা সীসের মত আটকে রাখতে চাইল মেঝে। দোরগোড়ায় হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিংগিং রক। কিন্তু ওকে মনে হচ্ছে বহু, বহু দূরের মানুষ, তীরের কাছে যেন এক লাইফ সেভার, যার কাছে আমি কোনদিন পৌঁছাতে পারব না।

বর্ণহীন, মোচড় খেতে থাকা স্টার বীস্টের শরীরটা এবার তার দিকে আমাকে টেনে নিতে শুরু করল। যদিও প্রাণপণ চেষ্টা করছি

স্টার বীস্টের কাছে না যেতে কিন্তু সৃষ্টিছাড়া জীবটার দিকেই আমার শরীর হাওয়ায় প্রায় ভেসে চলল। দেখলাম ইনফ্লুয়েঞ্জার বোতল মেঝেয় আছড়ে পড়েনি, মাঝপথে পরিবর্তন করেছে গতি, এগোচ্ছে স্টার বীস্টের দিকে।

তীব্র শীতের কষাঘাতে থরথর করে কাঁপছি আমি, নাক দিয়ে বেরিয়ে আসা বাতাস বাষ্পের সৃষ্টি করছে, কোটের গায়ে জমে উঠছে বরফ। ভাইরাসের বোতলটা জমাট বাঁধা একখণ্ড বরফ হয়ে গেছে।

আমি ভৌতিক গেট অ্যাওয়ে বা প্রবেশ পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার বৃথাই চেষ্টা করছি, আমার পা জোড়া দরজার দিকে এগিয়ে নিতে চাইছে না। চক দিয়ে আঁকা বৃত্তের মাত্র কয়েক ইঞ্চি বাইরে আছি আমি এখন, বৃত্তের মাঝখানে থাকা স্টার বীস্ট ক্রমে তার দিকে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। মিসকুয়ামাকাসের মাথাটা নিচু করা, বাম হাতটা ওপরে তুলে কান ফাটানো শব্দে দীর্ঘ একটা মন্ত্র আউড়ে চলছে স্টারবীস্টকে আরও উত্তেজিত করে তুলতে। দানবটাকে লাগছে পেটের মধ্যে ভৌতিক এক্স-রের মত, পরিপাকতন্ত্রের নাড়িভুঁড়ি পেঁচানো একটা বিদ্ঘুটে চেহারা পেয়েছে।

বৃত্তের কাছ থেকে সরে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিন্তু ভয়াবহ ঠাণ্ডাটা যেন হাড়-মজ্জা পর্যন্ত জমিয়ে দিয়েছে, শরীরটা কীভাবে উষ্ণ করে তুলব সে চিন্তা ছাড়া অন্য কোন ভাবনা কাজ করছে না মুস্তিষ্কে। শূন্যের নীচের তাপমাত্রায় আমার শরীরের সবগুলো পেশী ব্যথা করছে, গোঙাতে থাকা দমকা হাওয়া আর তেলের মত ঘন বাতাস ঠেলে আমি কিছুতেই কদম বাড়তে পারছি না। বুঝতে পারছি শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হবে আমাকে, মিসকুয়ামাকাসের প্রতিহিংসার বলি হতে হবে। এ নিয়তি মেনে নেয়া ছাড়া আমার উপায় নেই। হঠাৎ হাঁটু মুড়ে পড়ে গেলাম।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিল্লাচ্ছে সিংগিং রক। 'অলোক! উঠুন! উঠে পড়ুন। হাল ছেড়ে দেবেন না, প্লীজ!'

মাথাটা তুলে তার দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম। ঘাড়ের পেশিগুলো আড়ষ্ট, চোখের পাতা এবং চুলে এমন ঘনভাবে তুষার জমেছে, কিছুই ভালভাবে ঠাহর হচ্ছে না। নাক এবং মুখেও জমাট

বেঁধেছে তুষার, নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা বরফ হয়ে যাচ্ছে। যেন উত্তর মেরুতে এসে পড়েছি আমি, চারদিকে শুধু ভীতিকর ঝড়ো বাতাসের উন্মত্ততা।

'অলোক!' চেঁচাচ্ছে সিংগিং রক। 'অলোক সাহেব–উঠুন। উঠে পড়ুন!'

হাতটা তুললাম। আবার খাড়া হবার চেষ্টা করছি। কীভাবে জানি না গেট অ্যাওয়ে থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে সরে আসতে পারলাম। কিন্তু স্টার বীস্টের ক্ষমতা অসীম। আর মিসকুয়ামাকাসের জাদু আমাকে জালের ফাঁদে পড়া মাছির মত আটকে ফেলেছে।

মেঝেয় একটা ইলেকট্রিক টাইপরাইটার পড়ে ছিল। ওটার চাবিগুলো বরফ মেখে সাদা। হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা যদি মিসকুয়ামাকাস কিংবা স্টার বীস্টের দিকে ছুঁড়ে মারতে পারি, সামনে এগোবার মত অন্তত কয়েক সেকেণ্ড সময় হয়তো পাব। তুষার জমা, প্রায় সাড়াহীন হাত বাড়িয়ে বহু কষ্টে মেঝে থেকে তুলে নিলাম টাইপরাইটার। গায়ে এত বরফ জমেছে, ওটার ওজন হয়ে গেছে দ্বিগুণ।

ঘুরলাম আমি। তারপর ম্যাজিক গেট অ্যাওয়ের দিকে ছুঁড়ে মারলাম টাইপরাইটার। স্লো মোশন ছবির কায়দায় যন্ত্রটা বাতাসে ভাসল, তারপর অত্যন্ত ধীর গতিতে শূন্যে ডিগবাজি খেতে খেতে এগোল স্টার বীস্টের বৃত্তের দিকে। মনে হলো কয়েক যুগ লাগবে ওটার ম্যাজিক সার্কেলে পৌঁছাতে।

জানি না কী ঘটবে। মেঝেয় শুয়ে পড়েছি আমি, নড়াচড়ার শক্তি নেই। অপেক্ষা করছি টাইপরাইটার কখন আঘাত হানবে স্টার বীস্টের গায়ে। ক্লান্তিতে বোধহয় চোখ বুজে এসেছিল আমার, ঘুমিয়েও পড়েছিলাম হয়তো এক মুহূর্তের জন্য। হাড় জমাট বাঁধা শীতে আপনার শুধু ঘুম আসবে, চাইবেন উষ্ণতা, আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছে জাগবে।

স্টার বীস্টকে ঘিরে রাখা বৃত্তের ধারে পৌঁছাল টাইপরাইটার, তারপর অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ঘটল। বিস্ফোরিত হলো টাইপরাইটার, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ধাতব আর প্লাস্টিক, সেকেণ্ডের জন্য মনে হলো বিস্ফোরণের মধ্যে কী যেন দেখতে পেয়েছি আমি। পরমুহূর্তে

অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা—কেমন হিস্‌স্ একটা শব্দ তুলল। ওটার কোনও আকার বা আকৃতি নেই, আমার চোখে শুধু আবছা একটা প্রতিচিত্র ফুটে থাকল, যেন আঁধারে ঝটিতি ছবি তোলা হয়েছে।

কুঁকড়ে গেল স্টার বীস্ট। ওটার সাপের মত কুণ্ডলী আর মেঘগুলো নিজেদের ভেতরে যেন লুটিয়ে গেল ভূতুড়ে সামুদ্রিক আগাছার মত। শোকের মাতম তোলা বাতাসের গর্জন উচ্চকিত হয়ে তীব্র গোঙানির আওয়াজ ছাড়ল। আমি বুঝতে পারলাম গেট অ্যাওয়ের কবল থেকে মুক্তি পাবার এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রচণ্ড কসরত করে মেঝে থেকে টেনে তুললাম শরীর, টলতে টলতে এগোলাম দরজায়। সিংগিং রকের দিকে মুখ তুলে তাকাইনি আমি, ফলে ধাক্কা খেলাম ওর সঙ্গে। পরমুহূর্তে দেখি বসে আছি করিডরে, দরজা বন্ধ। সিংগিং রক দরজায় সুরক্ষার চিহ্ন আঁকছে যাতে মিসকুয়ামাকাস বেরিয়ে আসতে না পারে।

'আপনি একটা উন্মাদ!' বলল সিংগিং রক। 'আপনি সত্যি একটা পাগল।'

চুলের গলন্ত বরফ ঘষলাম হাত দিয়ে। 'তবে এখনও বেঁচে আছি আমি। মিসকুয়ামাকাসের কবল থেকে ছুটেও এসেছি।'

মাথা নাড়ল সিংগিং রক। 'পারতেন না। আমি যদি মিসকুয়ামাকাসের ওপর সুরক্ষার মন্ত্র না ঝাড়তাম, এতক্ষণে ভাজা মাছ হয়ে যেতেন আপনি।'

খুক খুক কেশে তাকালাম ওর দিকে। 'সে আমি জানি, সিংগিং রক। এজন্য ধন্যবাদ। তবে ঘরটা কী ঠাণ্ডা ছিল, খোদা!' শিউরে উঠলাম। 'মনে হচ্ছে বিশ মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছি তুষার ঝড় ঠেলে।'

সিধে হলো সিংগিং রক। উঁকি দিল দরজায়। 'মিসকুয়ামাকাস নড়াচড়া করছে না। স্টার বীস্ট অদৃশ্য। এখন এখান থেকে কেটে পড়া দরকার।'

'আমরা এখন কী করছি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। সিংগিং রক আমাকে খাড়া হতে সাহায্য করল। 'তারচেয়েও বড় কথা—মিসকুয়ামাকাস এরপরে কী করতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

আমাদের পেছনে ফ্ল্যাশলাইট মারল সিংগিং রক—দেখতে কেউ

পিছু নিয়েছে কিনা। বলল, 'মিসকুয়ামাকাস এরপরে কী করবে তা আমি জানি। তাই আগেভাগেই আমরা এখান থেকে ভাগব। আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, এ জায়গায় স্রেফ নরক ভেঙে পড়তে যাচ্ছে।'

'তা হলে তো মিসকুয়ামাকাসকে এখানে রেখে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

'এখানে বসে থেকেও লাভ নেই। ওকে আমরা স্পর্শ করতে পারব না।'

করিডর ধরে দ্রুত কদম চালিয়ে চললাম এলিভেট্রে। দশতলা অন্ধকার এবং নীরব। আমাদের পায়ের শব্দ ভোঁতা শোনাল কানে যেন নরম ঘাসে দৌড়াচ্ছি। করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে হাঁপিয়ে গেলাম। এলিভেটরের দরজা যেভাবে খুলে রেখে গিয়েছিলাম সেরকম অবস্থাতেই আছে। আমি দরজার ফাঁক থেকে আমার জুতো জোড়া তুলে পায়ে গলালাম। তারপর ১৮ তলার বোতাম টিপলাম। স্বস্তি নিয়ে হেলান দিলাম এলিভেটরের দেয়ালে। সাঁ সাঁ করে ওপরে উঠতে লাগল এলিভেটর।

উজ্জ্বল আলোকিত আঠারো তলায় পৌঁছে দেখি রীতিমত লোকে লোকারণ্য জায়গাটা। ড. উইনসাম পুলিশে খবর দিয়েছেন। আট-ন'জন সশস্ত্র অফিসার ডাক্তার আর পুরুষ নার্সদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। সাংবাদিকরাও এসে পড়েছে। সিবিএস টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা হাতে রেডি। এলিভেটর থেকে মাত্র নেমেছি, হাউকাউ শুরু হয়ে গেল আমাদেরকে ঘিরে। সাংবাদিকরা এক সঙ্গে প্রশ্ন করছে, টিভি চ্যানেলের ক্রুরা চিল্লাচিল্লি করছে। সব মিলিয়ে বিশ্রী অবস্থা। ভিড় ঠেলে সামনে বাড়লাম।

ড. রেমণ্ড হফম্যান কিনারে বসে আছেন। হাতে পুরু ব্যাণ্ডেজ। তাঁর চেহারা বিবর্ণ এবং ম্লান। এক নার্স আছে সঙ্গে। তিনি নিশ্চয় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে চাননি।

'খবর কী?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার। 'ওখানকার অবস্থা কী?'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন ড. উইনসাম। তাঁর মুখটা আগের চেয়েও লাল। 'আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হয়েছি মি. চৌধুরী। আমার মনে হয়েছে এখানকার মানুষগুলোর জীবন বিপন্ন। সবার মঙ্গলের

জন্যই পুলিশে খবর দিয়েছি। ইনি লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। আপনার সঙ্গে কী যেন বলবেন।'

ড. উইনসামের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। মুখে সেই কঠিন হাসি আর মাথায় শজারুর কাঁটার চুল। আমি হাত নাড়লাম। প্রত্যুত্তরে সে-ও হাত নাড়ল। 'মি. অলোক,' ভিড় ঠেলে এল সে। আমাদের চারপাশে পাঁচ-ছ'জন সাংবাদিক, হাতে নোটবুক। টিভির লোকজন চোখ ঝলসানো আলো জ্বেলে দিয়েছে। 'কয়েকটা ব্যাপার আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাইছি, মি. অলোক।'

'একটু নিরিবিলিতে বসে কথা বলা যায় না?' বললাম আমি। 'এখানে বড্ড ভিড়।'

শ্রাগ করল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। 'সাংবাদিকদের কবল থেকে আপনি কখনোই রেহাই পাবেন না। কী ঘটছে সেটা বলুন। ড. উইনসাম বললেন এখানে নাকি এক ভয়ংকর পেশেণ্ট আছে। সে একজন লোককে ইতিমধ্যে হত্যা করেছে, আহত করেছে এখানকার ডাক্তারকে এবং আরও মানুষজন হত্যার নাকি মতলব আছে তার।'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'এক দিক থেকে কথা সত্য।'

'এক দিক থেকে কথা সত্য। মানে কী?'

'সে কোনও পেশেণ্ট নয়। আর নরমাল সেন্সে আমরা যাকে খুন বলি সে সেভাবে ওই লোককে হত্যাও করেনি। আসলে এখানে দাঁড়িয়ে এত কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। নিরিবিলি কোথাও বসে কথা বলতে হবে।'

ম্যারিনো প্রেস, টিভি ক্যামেরা, পুলিশের লোকজন আর হাসপাতালের কর্মচারীদের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যা বলেন। ড. উইনসাম, নিরিবিলিতে কথা বলার মত কোনও ঘর আছে?'

হতাশায় গুঙিয়ে উঠল প্রেসের লোকজন। তর্ক শুরু করে দিল আসল ঘটনা জানার অধিকার তাদেরও আছে। কিন্তু লেফটেনেন্ট ম্যারিনো ওদেরকে পাত্তা দিল না। তার ডেপুটি ডিটেকটিভ ন্যারো, আমাকে এবং সিংগিং রককে নিয়ে এক ওয়ার্ড সিস্টারের কামরায় ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। সাংবাদিকেরা দরজার বাইরে ভিড় করল। আমরা দ্রুত এবং অনুচ্চ গলায় কথা বললাম যাতে ওরা কিছু বুঝতে না

পারে।'

'লেফটেনেন্ট,' বললাম আমি, 'এখানে মারাত্মক জটিল একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কীভাবে আপনাকে ব্যাখ্যা করব।'

ডেস্কে পা তুলে দিল ম্যারিনো, একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'চেষ্টা করুন।'

'দশতলায় যে লোকটা আছে সে এক বদ্ধ উন্মাদ। সে এক রেড ইণ্ডিয়ান। শ্বেতাঙ্গদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার নেশায় উন্মত্ত।'

খুক খুক কাশল লেফটেনেন্ট। 'বলতে থাকুন।'

'তবে সমস্যা হলো সে স্বাভাবিক কোনও মানুষ নয়। তার এমন কিছু ক্ষমতা এবং শক্তি রয়েছে যা সাধারণ মানুষের থাকে না।'

'সে কি এক লাফে উঁচু বিল্ডিং টপকাতে পারে?' ঠাট্টা করল ম্যারিনো। 'বুলেটের চেয়েও তার গতি বেশি?'

হেসে উঠল সিংগিং রক, তবে নিষ্প্রাণ হাসি। 'আপনি যা বলছেন তা করার ক্ষমতা তার আছে,' লেফটেনেন্ট।

'তার মানে নীচে একজন সুপারম্যান আছে? নাকি সুপার রেড স্কিন?'

আমি বসলাম চেয়ারে। চেহারায় সিরিয়াস একটা ভাব ফুটিয়ে তুললাম।

'শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনা সত্য, লেফটেনেন্ট। দশতলায় যে রেড ইণ্ডিয়ানটি আছে সে একজন মেডিসিনম্যান এবং প্রতিশোধ নিতে সে জাদুর শক্তি ব্যবহার করছে। সিংগিং রক নিজেও একজন মেডিসিনম্যান, সিউক্স প্রজাতির মানুষ, উনি আমাদেরকে এ ব্যাপারটিতে সাহায্য করছেন। ইনি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের জীবন বাঁচিয়েছেন। উনি কী বলেন তা আপনার শোনা উচিত।'

ডেস্ক থেকে পা নামাল ম্যারিনো, ঘুরল সিংগিং রকের দিকে। কিছুক্ষণ সিগারেট ফোঁকার পরে বলল, 'কিছু ডিটেকটিভ আছে উদ্ভট সব কেস নিয়ে নাড়াচাড়া করে। রহস্যময় কিছু কেস। তবে আমি এসব পছন্দ করি না। আমি কী পছন্দ করি জানেন? আমি পছন্দ করি পরিষ্কার খুন-খারাবীর কেস যার মধ্যে থাকবে ভিক্টিম, মোটিভ, অস্ত্র এবং কনভিকশন। কিন্তু বদলে আমার কপালে কী জোটে জানেন?

উদ্ভট কেস।'

সিংগিং রক মুখ তুলে বলল, 'এটাও কি আপনার কাছে উদ্ভট কেস মনে হচ্ছে?' লেফটেনেন্ট জবাবে কিছু না বলে চুপ করে রইল।

সিংগিং রক বলল, 'আমি সরাসরি কাজের কথায় আসি। কারণ আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমার কথা আপনার হয়তো এখন বিশ্বাস হবে না। কিন্তু যখন ঘটনা ঘটবে তখন ঠিকই বিশ্বাস করবেন। আমার বন্ধুটি ঠিকই বলেছেন নীচতলায় একজন রেড ইণ্ডিয়ান মেডিসিনম্যান আছে। সে কীভাবে এখানে এল, একটি প্রাইভেট হাসপাতালের দশ তলায় বসে সে কী করছে ইত্যাদি বিশদ বর্ণনায় এখন যাওয়ার অবকাশ নেই। তবে এটুকু বলি ওই লোকটার রয়েছে অসীম ক্ষমতা এবং সে অসম্ভব বিপজ্জনক একজন মানুষ।'

'তার কাছে কি অস্ত্র আছে?' জিজ্ঞেস করল নীল সুট এবং নীল চেক শার্ট পরা তরুণ গোয়েন্দা ন্যারো।

'তার কাছে বন্দুক নেই,' জবাব দিল সিংগিং রক। 'বন্দুকের প্রয়োজনও তার নেই। তার জাদুর শক্তির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কিছুই না। তা ছাড়া তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করেও লাভ হবে না, ক্ষতি ছাড়া। দয়া করে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না।'

ভুরু তুলল ম্যারিনো। 'তা হলে কি আমরা তীর-ধনুক নিয়ে যাব?'

কপালে ভাঁজ পড়ল সিংগিং রকের। 'আপনার ঠাট্টা শুনে হাসতে পারছি না বলে দুঃখিত, লেফটেনেন্ট। নীচতলায় যা ঘটছে তা হাসি-ঠাট্টার কোনও বিষয় নয়।'

'নীচতলায় কী ঘটছে শুনি?' জানতে চাইল ম্যারিনো।

'বিষয়টি সত্যি জটিল।' বলল সিংগিং রক। 'আমার নিজের কাছেও পুরোপুরি পরিষ্কার নয় ব্যাপারটা। তবে এ মুহূর্তে মেডিসিনম্যান মিসকুয়ামাকাস অন্য ভুবন থেকে রেড ইণ্ডিয়ান পিশাচ এবং আত্মাদের ডেকে আনার জন্য একটি জাদুর প্রবেশ পথ তৈরিতে ব্যস্ত।'

'অন্য ভুবন কী জিনিস?'

'আত্মাদের পৃথিবী। সে কিছুক্ষণ আগে স্টার বীস্টকে ডেকে এনেছিল। রেড ইণ্ডিয়ান দানবদের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের পিশাচদের

ভৃত্য এবং দূত হিসেবে কাজ করে স্টার বীস্ট। মি. অলোক চৌধুরী স্টার বীস্টকে নিজের চোখে দেখেছেন। এবং তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন।'

লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো জিজ্ঞেস করল, 'কথা কি সত্য, মি. চৌধুরী?'

মাথা দোলালাম আমি, 'জ্বী। আমার হাতের কী দশা হয়েছে দেখুন।'

আমার হাতে ফ্রস্টবাইটের নীল, দাগড়া দাগ দেখল লেফটেনেণ্ট তবে কোনও মন্তব্য করল না।

সিংগিং রক বলল, 'অন্য ভুবন থেকে দানবদের ডেকে আনা সহজ কাজ নয়। এই পিশাচ এবং দানবগুলো হয় দয়ামায়াহীন, বিপজ্জনক এবং শক্তিশালী। আমাদের মহাদেশে শ্বেতাঙ্গরা আসার বহু আগেই বেশিরভাগ দানবদের মন্ত্রের জোরে বন্দী করে রাখা হয়। যে সব মেডিসিনম্যান এই দুঃসাধ্য কাজটি করেন তাঁরা ছিলেন ওস্তাদের ওস্তাদ। এঁদের কেউ এখন বেঁচে নেই। আর মিসকুয়ামাকাস যদি এই ভয়ানক দানবদের ছেড়ে দেয়, কেউ আর তাদেরকে তাদের নিজেদের ভুবনে ফেরত পাঠাতে পারবে না। স্বয়ং মিসকুয়ামাকাসও পারবে কিনা সন্দেহ।'

ডিটেকটিভ ন্যারোকে হতভম্ব দেখাল। 'আপনি বলছেন এই দানব বা পিশাচগুলো এই বিল্ডিংয়ে লুকিয়ে আছে?'

মাথা নাড়ল সিংগিং রক। 'তারা সব জায়গায় আছে। আমরা যে নিঃশ্বাস নিই, সে বাতাসেও ওরা আছে। আছে বনে-বাদাড়ে, পাথরে, গাছে। প্রতিটি জিনিসেরই রয়েছে একটি ম্যানিটু বা আত্মা। আকাশ এবং পৃথিবীর প্রাকৃতিক ম্যানিটু আছে, আছে বৃষ্টির আত্মা। মানুষ যা তৈরি করেছে, প্রতিটি জিনিসেরই ম্যানিটু আছে। প্রতিটি ইণ্ডিয়ান কুটিরের ম্যানিটু আছে,' প্রতিটি ইণ্ডিয়ান অস্ত্রের রয়েছে আত্মা। কিছু তীর সোজা ভাবে চলে আর কিছু বাঁকা পথে যায় কেন? এ বিষয়টি নির্ভর করে যে মানুষটি তীর-ধনুক চালায় তার ওপর এবং যার নিজের অস্ত্রের ম্যানিটুর প্রতি ভালবাসা রয়েছে। এজন্যই আপনাদের আগ্নেয়াস্ত্র আপনাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। প্রতিটি বন্দুকের ম্যানিটু আছে। কিন্তু আপনার লোকেরা তা বিশ্বাস করে না। আর

বিশ্বাস করে না বলেই তাদের অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে।'

লেফটেনেন্ট ম্যারিনো সিংগিং রকের কথা শুনছে বটে তবে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না কথাগুলো সে বিশ্বাস করেছে। ডিটেকটিভ ন্যারোও তাই। তার চেহারা দেখে বোঝা যায় মিসকুয়ামাকাসকে সে একটা ক্রিমিনাল ম্যানিয়াক ছাড়া কিছু ভাবছে না।

সিংগিং রক বলল, 'মিসকুয়ামাকাস যে গেট অ্যাওয়ে তৈরি করছে, আমার ধারণা এর মাধ্যমে সে সকল আত্মাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর আত্মা দ্য গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে ডেকে আনবে।'

লেফটেনেন্ট ম্যারিনো প্রশ্ন করল, 'গ্রেট ওল্ড ওয়ানটা আবার কে?'

'এক মহা পিশাচ। সে আপনাদের শয়তানের সমান শক্তিধর। গিচে ম্যানিটু জীবনের মহান আত্মা, রেড ইণ্ডিয়ান সৃষ্টি। তবে এই গ্রেট ওল্ড ওয়ান তাঁর চিরশত্রু। একে নিয়ে প্রাচীন ইণ্ডিয়ান পুঁথিতে বহু লেখা রয়েছে। তবে কেউ জানে না সে দেখতে কেমন কিংবা কীভাবে তাকে আহ্বান করা যায়। কারও মতে সে দেখতে প্রকাণ্ড ব্যাঙের মত, আবার কেউ বলে তার মুখটা মেঘের মত, মুখে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ। এর মত ভয়ংকর পিশাচ আর একটিও নেই। এর তুলনায় শয়তানকে রীতিমত ভদ্রলোক বলা যায়। গ্রেট ওল্ড ওয়ান যেমন নিষ্ঠুর তেমনই নির্মম।'

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ রইল সবাই। অবশেষে চেয়ার ছাড়ল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো, বেল্টে রিভলবার টেনেটুনে ঠিক করল। নোটবুক বন্ধ করেছে ডিটেকটিভ ন্যারো, বোতাম লাগাল কোটের।

'তথ্য এবং সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ,' বলল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। 'আমি এখন একটা খুনেকে পাকড়াও করতে যাব।'

সিংগিং রক বলল,' লেফটেনেন্ট, সঙ্গে কি অস্ত্র নিচ্ছেন?'

হাসল ম্যারিনো। 'আপনি দানব এবং পিশাচদের যে গল্প শুনিয়েছেন মি. সিংগিং রক আমার ধারণা, পুরোটাই আপনার কল্পনাপ্রসূত। আমাকে একটা হোমিসাইড দলের নেতৃত্ব দিতে হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে এক পাগলা রোগীকে পাকড়াও করতে বলেছে যে কিনা ইতিমধ্যে একজন নার্সকে হত্যা করেছে, আহত করেছে একজন ডাক্তারকে। কাজেই আমার কর্তব্য হলো নীচে গিয়ে ক্যাঁক করে তার ঘাড়টা ধরা। বাধা দিলে সে মারা যাবে না হলে তাকে

জ্যান্ত ধরে আনব। ওর নামটা যেন কী বললেন? মিকি...?'

'মিসকুয়ামাকাস,' শান্ত গলায় ভুল শুধরে দিল সিংগিং রক। 'লেফটেনেন্ট, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি–'

'আমাকে সাবধান করতে আসবেন না,' বলল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। 'আমি বহুদিন ধরে পুলিশে কাজ করছি। এরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হয় ভালই জানা আছে আমার। কোনও সমস্যা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। ঘটনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকুন। দেখুন কী করি।'

অফিসের দরজা খুলল সে, প্রেস এবং টিভির লোকজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সিংগিং রক এবং আমি চুপ করে বসে রইলাম। হতাশ এবং ভীত। ম্যারিনো সংবাদ মাধ্যমের লোকদেরকে দুই মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তার পরিকল্পনা জানিয়ে দিল।

'আমরা গোটা ফ্লোর সিল করে দেব। তারপর মার্কসম্যান এবং টিয়ার গ্যাস দিয়ে চিরুনি অভিয়ান চালাব। প্রথাগত ভাবে আমাদের কার্যক্রম চলবে। এই পাগলটাকে আমরা প্রথমে সতর্ক করে দেব সে চুপচাপ বেরিয়ে না এলে তার কপালে অনেক খারাবী আছে। তিনজনকে আমি লিফটে করে নীচে পাঠাব।'

সাংবাদিকরা ম্যারিনোর অ্যাকশন প্ল্যানের দ্রুত নোট নিল কাগজে। তারপর তাকে নানান প্রশ্ন করত লাগল। ম্যারিনো হাত তুলল সবাইকে চুপ করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে।

'এ মুহূর্তে আমি আর কিছু বলত চাই না। শুধু দেখুন ওকে কীভাবে শায়েস্তা করি। তারপর আপনারা যত খুশি প্রশ্ন করবেন। সবাই রেডি তো, ডিটেকটিভ?'

'রেডি, সার,' জবাব দিল ন্যারো।

মনমরা চেহারা নিয়ে দেখলাম আট পুলিশের সশস্ত্র একটা দল সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছে, অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার ওপাশে। লেফটেনেন্ট ম্যারিনো এলিভেটরের পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াকিটকি চেক করছে। তার সার্চ-অ্যাণ্ড-ডেস্ট্রয় পার্টি দশতলায় পৌঁছার পরে এ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তিন লোক–দু'জন ইউনিফর্ম পরা অফিসার এবং অপরজন ডিটেকটিভ ন্যারো–এলিভেটরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে উদ্যত রিভলবার। নীচে নেমে গুলি করার জন্য

প্রস্তুত। নয়-দশ মিনিট পরে দশতলা থেকে সাড়া দিল ম্যারিনোর লোকজন।

'কী হচ্ছে ওখানে?' ওয়াকিটকিতে জানতে চাইল ম্যারিনো।

কয়েক সেকেণ্ড খড়মড় আওয়াজ তুলল যন্ত্র, তারপর ভেসে এল একটা কণ্ঠ, 'এখানে খুব অন্ধকার। কাজ চালানোর মত আলোর বড্ড অভাব। আমাদের কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট দরকার।'

'করিডরে ঢুকেছে?' প্রশ্ন করল লেফটেনেণ্ট। 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'দরজা দিয়ে মাত্র ভেতরে ঢুকলাম। এখন চারপাশে চোখ বুলাতে শুরু করব। তবে অস্বাভাবিক কিছু এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি।'

লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো আঙুল তুলে ইশারা করল ডিটেকটিভ ন্যারো এবং ইউনিফর্ম পরা দুই অফিসারকে। তারা এলিভেটরে ঢুকল। টিপে দিল দশতলার বোতাম। সিংগিং রক এবং আমি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে। দেখলাম ফ্লোর ইনডিকেটরে একের পর এক তলার নাম্বার ফুটে উঠছে ১৮-১৭-১৬-১৫-১৪...। ১০-এ এসে থেমে গেল।

'কী অবস্থা বলো?' ওয়াকিটকিতে বলল ম্যারিনো।

'সব ঠিক আছে,' জানাল সার্চ-অ্যাণ্ড-ডেস্ট্রয় দলের নেতা। 'আমরা একটার পর একটা কামরা সার্চ করছি। রিপোর্ট করার মত এখনও কিছু দেখছি না।'

'চোখ-কান খোলা রাখো,' উপদেশ দিল লেফটেনেণ্ট।

ওয়াকিটকিতে ভেসে এল ডিটেকটিভ ন্যারোর গলা। 'এখানে ভয়ানক অন্ধকার। ফ্ল্যাশলাইট ঠিকমত কাজ করছে না। বাতিগুলো জ্বলছে না কেন?'

ড. উইনসাম বললেন, 'আমরা চেক করে দেখেছি। কোনও ত্রুটি চোখে পড়েনি।'

লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো বলল, 'ওরা বলছেন বাতি ভালভাবে চেক করা হয়েছে। ওতে কোনও গলদ নেই। ফ্ল্যাশলাইট হাতে নিয়ে হাঁটাহাঁটি কোরো না। ইজি টার্গেটে পরিণত হবে।'

'খোদা,' মাথা নাড়তে নাড়তে সিংগিং রককে বললাম আমি। 'ওরা এখনও ভাবছে পাগলা কোনও বন্দুকবাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছে।'

মুখ শুকনো সিগিং রকের। 'ওরা কীসের সঙ্গে লড়াই করতে নেমেছে শীঘ্রি টের পাবে।'

সার্চ-অ্যাণ্ড-ডেস্ট্রয় পার্টির নেতা বলল, 'এখানে একটা ঝামেলা হয়েছে। এখানকার করিডরের ফ্লোর প্ল্যান ম্যাপের সঙ্গে ঠিক মিলছে না। একই করিডরে দুইবার ঘুরে এসেছি। মনে হচ্ছে আবারও সেই সার্কেলে ঘুরপাক খাচ্ছি।'

'ইল্যুশন,' মৃদু গলায় বলল সিংগিং রক। গাজর রঙা চুলের এক সাংবাদিক মুখ তুলে চাইল। 'কী বললেন?'

'তোমাদের অবস্থান বলো?' জিজ্ঞেস করল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। 'তোমাদের সবচেয়ে কাছের কামরার নাম্বার কত?'

'১০৫, সার।'

ফ্লোর-প্ল্যানে দ্রুত চোখ বুলাল ম্যারিনো। তারপর বলল, 'বামে একটা বাঁক দেখবে, তারপর ডানে মোড় নিলেই পরের সেকশনে চলে যেতে পারবে।'

একটু বিরতির পরে দলনেতা জানাল, 'সার, এদিকে কোনও বাঁক-টাক নেই। খালি কোনও জায়গাই নেই। স্রেফ খাড়া একটা দেয়াল আছে। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'কী বোকার মত কথা বলছ, পিটারসেন। অবশ্যই তোমার সামনে, ডানে, একটা মোড় আছে।'

'সার, কোনও মোড় নেই। ম্যাপ আঁকার পরে বোধহয় ওরা ওদের প্ল্যানে রদবদল করেছে, সার।'

লেফটেনেন্ট ম্যারিনো ঘুরল ড. উইনসামের দিকে। ডাক্তার ডানে-বামে মাথা নাড়লেন। ম্যারিনো বলল, 'হাসপাতালের লোকজন বলছে প্ল্যানে রদবদল করা হয়নি। তুমি ঠিক দেখেছ তো ১০৫ নাম্বার রুমের সামনে তোমরা আছ?'

'অবশ্যই, সার।'

'বেশ, তা হলে দেখতে থাকো। কোথাও বোধহয় কোনও ভুল হয়ে গেছে। সাসপেক্ট রুম নাম্বার বদলেও দিতে পারে।'

এমন সময় আবার খড়মড় করে উঠল ওয়াকি-টকি। ডিটেকটিভ ন্যারো। কণ্ঠস্বর কর্কশ, তাতে চাপা উত্তেজনা। 'এখানে একটা সমস্যা হয়েছে, সার।'

'কী সমস্যা?' ঘাউ করে উঠল লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো। 'সাসপেক্টের খোঁজ পেয়েছ?'

'সার—আমরা এক ধরনের—'

'এক ধরনের কী?'

'সার—আমরা—'

যন্ত্রটা খড়মড় করল এক মুহূর্ত, তারপর নীরব হয়ে গেল। আমি এক সেকেণ্ডের জন্য শুনতে পেলাম সেই ভৌতিক বাতাসের শব্দ। তারপর নীরবতা।

কল-বাটনে চাপ দিল লেফটেনেণ্ট। 'ন্যারো? ডিটেকটিভ ন্যারো—আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি? ন্যারো—ওখানে হচ্ছেটা কী?'

সার্চ টিম এবারে সাড়া দিল। ম্যারিনো বলল, 'বলো?'

'সার, আমরা এখানে কীসের মধ্যে যেন এসে পড়েছি। প্রচণ্ড শীত লাগছে। এমন ঠাণ্ডা জীবনে লাগেনি।'

'ঠাণ্ডা? আবোল-তাবোল কী বলছ?'

'আবোল-তাবোল না, সার। ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগছে। জমে যাচ্ছি শীতে। আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার। ফ্ল্যাশলাইটগুলো সব নিভে গেছে। পিচকালো অন্ধকার চারপাশে। আর এই ভয়ানক ঠাণ্ডা! সার, এমন ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ টিকতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো খেঁকিয়ে উঠল, 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো। তোমাদের সবার হয়েছেটা কী শুনি? ওখানে কী হচ্ছে?'

নীরবতা। এই প্রথম ঘরভর্তি প্রতিটি মানুষ চুপ মেরে গেল। হঠাৎ আমাদের পায়ের নীচের মেঝে কেঁপে উঠল। যেন ঢেউ খেলছে। মেঝে একবার নিচু হচ্ছে পরক্ষণে উঁচু। ঘরের প্রতিটি বাতি দপদপ করে উঠল। আমরা সবাই শুনতে পেলাম বাতাসের আর্তনাদ। ভেসে এল দূর থেকে। অস্পষ্ট।

লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো এলিভেটরের দরজার পাশে দাঁড়ানো এক পুলিশ অফিসারকে হুকুম দিল, 'এলিভেটর ওপরে নিয়ে এসো। আমি নিজে নীচে যাব।'

বোতামে চাপ দিল অফিসার। এলিভেটর ইণ্ডিকেটরে ফুটতে লাগল নাম্বার ১০-১১-১২-১৩-১৪। ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে পুলিশ স্পেশাল বের করে হাতে নিল ম্যারিনো। দাঁড়াল এলিভেটরের দরজার পাশে। দরজা

খুললেই ভেতরে ঢুকবে।

ইণ্ডিকেটরে ফুটল ১৮। মৃদু গুঞ্জন তুলে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। সঙ্গে সঙ্গে কামরার সবাই আঁতকে উঠল।

এলিভেটরের ভেতরটা যেন কসাইয়ের মাংসের দোকান। সার্চ-অ্যাণ্ড-ডেস্ট্রয় টীমের প্রতিটি সদস্য লাশ হয়ে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে ভেতরে। তাদের হাত-পা-মাথা কোনটাই আস্ত নেই। কেটে টুকরো টুকরো করেছে কেউ প্রবল আক্রোশে। রক্তের নহর বইছে এলিভেটরের ভেতরে। আর খণ্ডিত শরীরে জমাট বেঁধে আছে তুষার।

মুখ ঘুরিয়ে নিল সিংগিং রক। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। আর আমার নিজেকে মনে হলো প্রচণ্ড অসহায়। এমন ভয়ানক দৃশ্য কোনদিন দেখব কল্পনাও করিনি।

নয়

আধঘণ্টা পরে ড. রেমণ্ড হফম্যানের অফিসে বসেছি আমরা। লেফটেনেন্ট ম্যারিনো এবং ড. উইনসামও সঙ্গে আছে। ওরা দ্রুত ধূমপান এবং মদ পান করছে এবং বোঝার চেষ্টা করছে কী ঘটে গেল। আমি, সিংগিং রক এবং ড. হফম্যান পুলিশ এবং ডাক্তারদেরকে মিসকুয়ামাকাস এবং শ্যারন ফেয়ার চাইল্ডের অদ্ভুত স্বপ্ন সম্পর্কে যা জানি সব বলেছি। জানি না লেফটেনেন্ট ম্যারিনো আমাদের কথা বিশ্বাস করেছে কিনা। তবে চোখের সামনে পুলিশ কর্মকর্তাদের জবাই হওয়া লাশ দেখার পরে তর্ক করার মত অবস্থায় সে এ মুহূর্তে নেই।

বাতিগুলো এখন আরও বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে। জ্বলছে, নিভছে। আর পায়ের নীচে মেঝের ঢেউয়ের খেলা বেড়ে গেছে। ম্যারিনো রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাতে বলেছে তবে তারা এসে এখনও পৌঁছায়নি।

ম্যারিনোর ওয়াকিটকির ব্যাটারির আয়ু বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। শব্দে আগের মত জোর নেই। এক তরুণ পুলিশ অফিসারকে হাসপাতালের বাইরে পাঠানো হয়েছে সাহায্যের জন্য। পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেছে সে বহুক্ষণ হলো। তারও কোন খবর নেই।

'আচ্ছা,' তেতো গলায় হঠাৎ বলে উঠল ম্যারিনো। 'ধরা যাক এটা ম্যাজিক। ধরা যাক এসব আজগুবি ঘটনা সব সত্য। কিন্তু আমরা এখন কী করতে পারি? একজন ম্যানিটুকে আমরা কী করে গ্রেফতার করব?'

খুকখুক কাশল সিংগিং রক। তাকে অসুস্থ লাগছে। জানি না ও আর কতক্ষণ সামাল দিতে পারবে। আমাদের পায়ের নীচে মেঝে একবার উঁচু হচ্ছে, পরক্ষণে নিচু হয়ে নেমে যাচ্ছে। বৈদ্যুতিক বাতিগুলো নীলচে, অদ্ভুত একটা আলো নিয়ে মিটমিট করে জ্বলছে। যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে জাহাজ নিয়ে ভেসে চলেছি আমরা। মরণ-আর্তনাদ তোলা সেই অশুভ বাতাসটার গর্জন কানের পর্দায় বাড়ি মারছে।

'জানি না মিসকুয়ামাকাসকে কীভাবে ঠেকাব,' বলল সিংগিং রক। 'আপনারা যে ভাইব্রেশনটা টের পাচ্ছেন তা গ্রেট ওল্ড ওয়ান আসার আগমনী সংকেত। কিংবদন্তী বলে, গ্রেট ওল্ড ওয়ান যখন আসে, সঙ্গে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে। আপনাদেরকে এ ব্যাপারে ড. হফম্যান ভাল বলতে পারবেন।'

ড. হফম্যান কোনও কথা না বলে লেফটেনেন্টকে একটি সাদা কালো ছবি এগিয়ে দিলেন। এটি তাঁর অর্ধেক কাটা হাতের ছবি। তিনি হাসপাতালের ফটোগ্রাফিক ইউনিটকে ছবিটি প্রিন্ট করতে বলেছিলেন। ভাবলেশহীন মুখে ছবিটি দেখে ওটা ফিরিয়ে দিল ম্যারিনো।

'আমার হাতের এ দশা কীভাবে হয়েছে বলে আপনার ধারণা?' জিজ্ঞেস করলেন ড. হফম্যান, 'ধারালো, সরু দাঁতের দাগগুলো লক্ষ করুন। ওগুলো কি সিংহের দাঁতের কামড়ের চিহ্ন? নাকি চিতাবাঘ কামড়েছে আমাকে অথবা কুমির?'

মুখ তুলে চাইল ম্যারিনো।

ড. রেমণ্ড বললেন, 'এ কামড়ের দাগ এসব জানোয়ারের যে কোনটার কারণেই হতে পারে। কিন্তু ম্যানহাটান শহরের কেন্দ্রস্থলে

সিংহ আর কুমিরের দল কি ঘুরে বেড়ায়?'

মাথা নাড়ল ম্যারিনো, 'আমি জানি না, ডক্টর। জানার আগ্রহও নেই। আপনার হাতের দশা দেখে আমি দুঃখিত, সত্যি দুঃখিত। তবে তার চেয়েও বেশি দুঃখিত আমার এগারোজন পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যুতে। ওদের মৃত্যুর শোধ আমি অবশ্যই নেব। রেড ফার্ন!'

হালকাপাতলা গড়নের উজ্জ্বল চোখের এক তরুণ পুলিশ উঁকি দিল দরজা দিয়ে। 'জ্বী, সার?'

'রিইনফোর্সমেন্টের কোনও খবর আছে?'

'রেডিও ট্রান্সমিটারে ওদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সার। বলল বিল্ডিংয়ে নাকি ঢুকতে পারছে না।'

'মানে?'

'লেফটেনেন্ট জর্জ বলেছেন সার। বললেন দরজা খোলা যাচ্ছে না। দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে।'

আমি আর সিংগিং রক দৃষ্টি বিনিময় করলাম। মনে হচ্ছে বাইরের জগৎ থেকে এ হাসপাতালকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে মিসকুয়ামাকাস। গ্রেট ওল্ড ওয়ানের মত ভয়ংকর পিশাচ ওদিকে ধেয়ে আসছে, আর হাসপাতালে আটকা পড়ে আছি আমরা, উপলব্ধিটা মোটেও সুখকর নয়। কী কুক্ষণে যে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম!

সিগারেটের প্যাকেট বের করে কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরালাম। আবার ফুলে ফেঁপে উঠল মেঝে, এমন কমে এল আলো যে শুধু ফিলামেন্ট জ্বলছে।

'ওদের সঙ্গে আবার কথা বলো,' ধমক দিল ম্যারিনো। 'বলো আমরা খুব ঝামেলায় আছি। ওদের কোনও অজুহাত আমি শুনতে চাই না। শুধু ওদের চেহারাগুলো এখানে দেখতে চাই।'

'জ্বী, সার।'

আমাদের দিকে ফিরল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে কাজটা সে মোটেই উপভোগ করছে না এবং বিষয়টি লুকোবার চেষ্টাও করছে না। বুরবনের বোতল থেকে এক গ্লাস মদ ঢালল সে, ঢকঢক করে গিলল পুরোটা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলল, 'বেশ। গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে কীভাবে ধ্বংস করা যাবে

তার বিস্তারিত আমি জানতে চাই। ওকে নিয়ে যে সব কিংবদন্তী আছে সব আমাকে বলুন।'

মাথা নাড়ল সিংগিং রক। 'তা বলে লাভ নেই।'

'কেন লাভ নেই?'

'কারণ বলার মত আসলে কিছু নেই। গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে ধ্বংস করার উপায় নেই। থাকলে কয়েকশো বছর আগেই সেই মহাপণ্ডিত মেডিসিনম্যানরা এই মহা পিশাচকে ধ্বংস করতেন। তাঁরা যেটুকু পেরেছেন তা হলো গ্রেট ওল্ড ওয়ান যে প্রবেশপথ দিয়ে মানুষের পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল সেই পথটা বন্ধ করে দিয়েছেন।

'আপনাদের এই মিসকুয়ামাকাস সেই প্রবেশ পথ আবার খুলে দিচ্ছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সিংগিং রক। 'মেঝের কাঁপুনি, ওঠা-নামা টের পাচ্ছেন না? জানেন এগুলো কেন হচ্ছে?'

'ভূমিকম্প হচ্ছে নিশ্চয়,' বলল ম্যারিনো।

সিংগিং রক বলল, 'না, লেফটেনেন্ট, এ ভূমিকম্প নয়। এ হলো বিপুল ভৌতিক শক্তি সৃষ্টির পূর্বাভাস। আমার ধারণা, স্টার বীস্ট এ মুহূর্তে মিসকুয়ামাকাস এবং গ্রেট ওল্ড ওয়ানের সঙ্গে মধ্যস্থতা করছে। আর তৈরি হচ্ছে গেট অ্যাওয়ে বা প্রবেশপথ। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে তৈরি গ্রেট অ্যাওয়ে। এটি অল্প সময়ের জন্য খোলা থাকে। এ শক্তি গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে সে যেখান থেকে এসেছে আবার সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারে। তবে মুশকিল হলো পিশাচটা যেতে চাইবে না।'

'বাহ্, বেশ বেশ,' বিদ্রূপের স্বরে বলল ম্যারিনো।

সিংগিং রক বলল, 'তবে আমরা এখনই আশা ছাড়তে চাই না। মিসকুয়ামাকাসকে পুরোপুরি ধ্বংস করা না গেলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কোনও না কোনও উপায় নিশ্চয় আছে।'

আমি অ্যাশট্রেতে সিগারেটটার ঘাড় মুচড়ে ভাঙলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়েছে। 'আমি স্টার বীস্টের দিকে যে টাইপরাইটার ছুঁড়ে মেরেছিলাম–দেখেছিলেন দৃশ্যটা?'

'নিশ্চয়। ওটাই তো আপনাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে,' বলল সিংগিং রক।

'ওটা যখন বিস্ফোরিত হয়–ওটা যখন স্টার বীস্টের বৃত্তটাকে স্পর্শ করে, তখন কী যেন একটা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল মুহূর্তের জন্য। মুখ বা অন্য কিছু না। বিদেহী কিছু একটা।'

মাথা দোলাল সিংগিং রক। 'আপনি যা দেখেছেন তা হলো ওই যন্ত্রটার আত্মা, টাইপরাইটারের নিজের ম্যানিটু। স্টার বীস্টের ম্যানিটুর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় ওটা মুহূর্তের জন্য দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কারণ ওই সময় ওটা শক্তি ব্যয় করছিল। তবে স্টার বীস্ট ওটাকে যে ধ্বংস করে দিয়েছে সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

ভুরু কুঁচকে গেল আমার। 'ওটা টাইপরাইটারের ম্যানিটু ছিল?'

'অবশ্যই,' বলল সিংগিং রক। 'সবারই ম্যানিটু আছে। কলম, কাপ, এক টুকরো কাগজ। সব কিছুর মধ্যেই আত্মা আছে। তবে কোনটি আকারে বড়, কোনটি ছোট।'

'আমরা কিন্তু মূল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি,' গম্ভীর গলায় বলল লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো। 'আমরা জানতে চাইছি কীভাবে এই গ্রেট ওল্ড ওয়ানের হাত থেকে রক্ষা পাব?'

'দাঁড়ান,' বললাম আমি। 'এটা অপ্রাসঙ্গিক কোনও বিষয় নয়। টাইপরাইটারের ম্যানিটু কেন স্টার বীস্টের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল? তারা কেন মারামারি করতে যাবে?'

বিচিত্র মুখ ভঙ্গি করল সিংগিং রক। 'আমি ঠিক জানি না। মানুষ যেমন একজন আরেকজনের পেছনে সবসময় লেগে আছে, আত্মারাও তাই। সারাক্ষণ এদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি চলছে। পাথরের আত্মারা মারপিট করছে বাতাস এবং গাছের আত্মার সঙ্গে। প্রাচীন জাদু বিদ্যা টেকনোলজি সহ্য করতে পারে না বলেই হয়তো স্টার বীস্ট আর টাইপরাইটারের মধ্যে মারামারি হয়েছে।'

'মানে?' সামনে ঝুঁকে এলেন ড. হফম্যান।

'স্টার বীস্ট বহু প্রাচীন এক ম্যানিটু,' ব্যাখ্যা দিল সিংগিং রক। 'আর টাইপরাইটারের ম্যানিটু হলো মানুষের তৈরি ইলেকট্রিকাল টেকনোলজির ম্যানিটুর একটা অংশ। কাজেই দু'পক্ষে সংঘর্ষ বাধাটাই স্বাভাবিক।'

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, 'আচ্ছা, ধরা যাক আমাদের পক্ষে আছে টেকনোলজিকাল ম্যানিটু। ওরা কি আমাদেরকে সাহায্য করবে

না? মিসকুয়ামাকাসের চেয়ে আমাদের প্রতিই তো ওদের বেশি অনুগত থাকার কথা, নয় কি?'

'তা বটে,' বলল সিংগিং রক, 'কিন্তু আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন?'

'ধরুন–মানুষের তৈরি টেকনোলজিকাল সমস্ত যন্ত্রপাতিরই ম্যানিটু রয়েছে–তা হলে আমাদেরকে এমন একটি ম্যানিটু খুঁজে বের করতে হবে যে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। টাইপরাইটারের ম্যানিটু ছিল ছোট এবং দুর্বল। কিন্তু আমরা যদি শক্তিশালী এবং বলবান কাউকে খুঁজে পাই? তার পক্ষে কি গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে হঠিয়ে দেয়া সম্ভব না?'

চোখ ঘষল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। 'যদি নিজের চোখে আমার এগারো সহকর্মীর বিকৃত লাশ না দেখতাম তা হলে এতক্ষণে আপনাদেরকে সোজা পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিতাম।'

ড. হফম্যান বললেন, 'আপনি আসলে এমন একটি যন্ত্রের কথা বলছেন যার ক্ষমতা অসীম।'

'হাইড্রলিক পাওয়ার স্টেশন?' বললাম আমি।

মাথা নাড়ল সিংগিং রক। 'অনেক ঝুঁকি হয়ে যায়। পানির আত্মা গ্রেট ওল্ড ওয়ানের হুকুম মেনে চলবে। ও উল্টো শক্তিটা ব্যবহার করবে আমাদের বিরুদ্ধে।'

'এরোপ্লেন কিংবা জাহাজ?'

'একই সমস্যা,' বলল সিংগিং রক।

কী করা যায় ভাবছি আমরা। মেঝের উথালপাথাল ঢেউ আরও বেড়ে গেছে, মনে হচ্ছে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। ড. রেমণ্ডের টেবিলের কলম এবং পেপার ক্লিপগুলো ঝাঁকির চোটে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। প্রায় নিভে এসেছে বাতি, তারপর রীতিমত ধস্তাধস্তি করতে করতে যেন সামান্য একটু বাড়ল আলো। মেঝে প্রবল একটা ঝাঁকি খেল। ড. রেমণ্ডের ভ্যালেনটাইন কার্ড ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল লেফটেনেন্ট ম্যারিনোর চেয়ারের নীচে। বাতাসের শোঁওও শোঁওও গোঙানি এখন আগের চেয়ে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। বাতাসটা কেমন ভারী, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। ঘরের তাপমাত্রা হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। গরম লাগছে।

দরজায় হাজির হলো অফিসার রেড ফার্ন। উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওরা এখনও ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে, সার। লেফটেনেন্ট জর্জ বললেন ভবনটা দেখে নাকি তাঁর মনে হচ্ছে এটা দুলছে। নয় অথবা দশতলায় অদ্ভুত নীল একটা আলো জ্বলতে দেখেছে তারা। আমি কি বিল্ডিং খালি করতে সবাইকে বলে দেব, সার?'

'বিল্ডিং খালি করার কথা বলবে মানে?' ঘাউ করে উঠল ম্যারিনো। 'কীসের জন্য?'

'ভূমিকম্প হচ্ছে, সার। ডিজাস্টার ড্রিলে আমাদেরকে বলা হয়েছে এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিল্ডিং খালি করতে হবে।'

দুম করে টেবিলে ঘুসি বসাল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। 'ভূমিকম্প? ভূমিকম্প হলে তো আর এত চিন্তা করতাম না। দু'তিনজন লোককে পাঠিয়ে দাও। দ্যাখো গর্দভ জর্জটাকে ভেতরে ঢোকানোর ব্যবস্থা করতে পারে কি না। দশতলায় নামতে সিঁড়ি ব্যবহার করবে।

'জ্বী, সার। ওহ্, একটা কথা, সার।'

'কী?'

'ডিটেকটিভ উইকি বলল সে ইউনিটার্কের ফাইল ঘেঁটেছে। কিন্তু কোনও তথ্য পায়নি। কোনও হত্যাকারীর কাউকে বরফে জমিয়ে খুন করার রেকর্ড নেই।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। 'ঠিক আছে, রেড ফার্ন,' আমাদের দিকে ফিরল সে। 'এই হলো পুলিশি কম্পিউটারের দক্ষতার নমুনা। এগারোটা মানুষকে কেটে টুকরো করে ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলা হলো অথচ কম্পিউটার বলছে তার তথ্য ভাণ্ডারে এরকম হত্যাকাণ্ডের কথাই নাকি নেই! কম্পিউটারগুলোর ওপরও আজকাল ভরসা রাখা যায় না। ঠিকমত তথ্য দিতে পারে না।'

রেড ফার্ন দ্রুত একটা সেলুট ঠুকে চলে গেল। ফ্লোর আবার দুলতে শুরু করেছে। রেড ফার্নের চেহারা দেখে মনে হলো তাকে যে নীচে পাঠানো হচ্ছে এতেই বরং খুশি সে।

বাতাসের হুংকার বাড়ছে। ঝড়ো হাওয়ার চিহ্ন মাত্র নেই অথচ বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে, এ ব্যাপারটা কীভাবে লোককে ব্যাখ্যা করবেন আপনি?

'এক মিনিট,' বললেন ড. রেমণ্ড। 'আপনার ডিটেকটিভ

কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ করল কীভাবে?'

লেফটেনেন্ট ম্যারিনো বলল, 'ফোনে। নিউ ইয়র্ক মহানগরীর প্রতিটি পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে এ কম্পিউটারের যোগাযোগ রয়েছে। হারানো গাড়ি, নিখোঁজ ব্যক্তি, অপরাধের ধরন বা এরকম যে কোন কিছু জানতে চাইলে এ কম্পিউটারের দ্বারস্থ হলেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পেয়ে যাবেন তথ্য।'

'এটা কি বড় কম্পিউটার?'

'অবশ্যই। এ শহরের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার ইউনিটার্ক।'

সিংগিং রকের দিকে ফিরলেন ডাক্তার। 'আমার ধারণা আমরা একটি টেকনোলজিকাল ম্যানিটু পেয়ে গেছি। ইউনিটার্ক কম্পিউটার।'

মাথা দোলাল সিংগিং রক। 'আমারও তাই বিশ্বাস । আপনার কাছে কম্পিউটারটির ফোন নাম্বার আছে, লেফটেনেন্ট?'

একটু অবাক দেখাল ম্যারিনোকে। 'এ কম্পিউটার শুধু পুলিশের লোক ব্যবহার করতে পারবে। কোড ছাড়া আপনি কম্পিউটারে ঢুকতে পারবেন না।'

'আপনার কাছে কোড আছে?' জানতে চাইল সিংগিং রক। 'আছে। তবে–'

'তবে টবে নেই,' বলল সিংগিং রক। 'আপনার এগারোজন লোককে যে হত্যা করেছে তাকে যদি ধরতে চান, তা হলে এটাই একমাত্র রাস্তা।'

'মানে?' প্রায় ধমকের সুরে বলল ম্যারিনো। 'আপনি কি বলতে চাইছেন ওই হারামজাদা আত্মাটাকে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটার দিয়ে পাকড়াও করা যাবে?'

'কেন নয়?' বলল সিংগিং রক। 'কাজটা সহজ হবে না জানি। তবে ইউনিটার্কের ম্যানিটু ক্রিশ্চিয়ান, ঈশ্বরকে সে ভয় করে এবং আইন ও অনুশাসন মেনে চলে। ইউনিটার্ককে এ উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছে। একটি যন্ত্রের ম্যানিটু তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। আমি যদি ওটাকে ডেকে আনতে পারি, আমাদের কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।'

'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে কথার মানে কী?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘাড়ের পেছনটা ডলল সিংগিং রক। 'এ মহাদেশের রেড ইণ্ডিয়ান আত্মাদের একবার আইন ও ক্রিশ্চিয়ানিটির শ্বেতাঙ্গ ম্যানিটুরা পরাজিত করেছিল। আমার বিশ্বাস, ওদেরকে আবার পরাজিত করা যাবে।'

লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো পকেট থেকে কম্পিউটার কোড কার্ড বের করতে যাচ্ছে, এমন সময় বাতাস যেন স্থির হয়ে গেল। অস্বস্তি নিয়ে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমরা। মেঝের ঢেউ বন্ধ হয়েছে তবে ভাইব্রেশন শুরু হয়ে গেছে। যেন আমাদের পায়ের নীচের কংক্রিটের মেঝেতে কেউ ড্রিল মেশিন দিয়ে ড্রিলিং শুরু করেছে। রাস্তা থেকে ভেসে এল সাইরেন এবং ফায়ার-ট্রাক হর্নের আওয়াজ সেই সঙ্গে জাদুর বাতাসের গোঙানি।

হঠাৎ দপ করে নিভে গেল বাতি। চেঁচিয়ে উঠল লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো, 'কেউ নড়বেন না! নো বডি মুভ! কেউ নড়লেই আমি গুলি করব!' চেয়ারে পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম আমরা। টের পেলাম মুখ বেয়ে ঘাম পড়ে ঢুকে যাচ্ছে শার্টের কলারের ভেতরে। আঠারো তলার ঘরগুলো যেন বাতাসশূন্য, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। বন্ধ হয়ে গেছে সব ক'টা এয়ারকুলার।

আমি প্রথমে শব্দটা শুনতে পেলাম। দেয়ালটা যেন ভৌতিক একটা নদী, বেগে ছুটে আসছে ওরা নদী বেয়ে। ছোট ছোট পায়ের শব্দ। লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো বাগিয়ে ধরল তার পুলিশ স্পেশাল। তবে গুলি করল না। ভয়ে জমে গেছি সবাই। হালকা অন্ধকারে দেখতে পেলাম ওগুলোকে। ইঁদুর! শতশত, হাজার হাজার ভূতুড়ে ইঁদুর হুড়মুড় করে নামছে দেয়াল বেয়ে। ভোজবাজির মত উদয় হয়েছে ওরা। চোখের সামনে মেঝের মধ্যে ঢুকে গেল যেন ওগুলো নিরেট পাথরের তৈরি নয়। লাখ লাখ রোমশ ইঁদুর কিচমিচ করতে করতে, পায়ে খচড়মচড় শব্দ তুলে মেঝের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল!

'কী ওগুলো?' রুদ্ধশ্বাস গলায় জানতে চাইল ম্যারিনো।

'যা দেখেছেন, তাই,' জবাব দিল সিংগিং রক। 'ইঁদুর। ওরা গ্রেট ওল্ড ওয়ানের প্যারাসাইট। যা সন্দেহ করেছি তাই। মিসকুয়ামাকাস গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে ডেকে আনতে এ হাসপাতালকে প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহার করছে। এজন্যই ইঁদুরগুলো ওভাবে দেয়াল বেয়ে নেমে

এসেছে। দশতলায় জড়ো হচ্ছে সবাই। তারপর–তারপর কী ঘটবে জানি না।'

কোন মন্তব্য করল না লেফটেনেন্ট ম্যারিনো। সিংগিং রকের হাতে বিনাবাক্যব্যয়ে তুলে দিল কম্পিউটারের কোড কার্ড। ইশারায় কার্ডে লেখা নাম্বার দেখাল। ঘটনার আকস্মিকতায় একদম বোবা বনে গেছে লোকটা। আমরা সবাই-ই তার মত বিমূঢ় এবং স্তম্ভিত। এমনকী সাংবাদিক এবং টিভি ক্রুরাও নিশ্চুপ। আমরা ডুবন্ত সাবমেরিনে আটকা পড়া লোকদের মত পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছি।

সিংগিং রক ছোট একটি সাইড অফিসে ঢুকল। তুলল ফোন। আমি তার সঙ্গে রইলাম। ডায়াল করল সিংগিং রক। রিং হচ্ছে শুনতে পেলাম। রেকর্ড করা অ্যানসারিং মেশিনের 'ক্লিক' শব্দটা ভেসে এল। ম্যারিনোর কার্ডটি চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে কতগুলো নাম্বার উচ্চারণ করল সিংগিং রক। ইউনিটার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হবার জন্য অপেক্ষা করছে।

'আপনি কী করবেন?' জিজ্ঞেস করলাম সিংগিং রককে। 'আপনি কম্পিউটারকে কীভাবে বলবেন যে তার ম্যানিটুর কাছ থেকে সাহায্য চাইছেন?'

ছোট একটি সিগার জ্বালাল সিংগিং রক। মুখ দিয়ে বের করে দিল ধোঁয়া। 'সঠিক ভাষাটি ব্যবহার করতে হবে এবং প্রোগ্রামারদেরকে বোঝাতে হবে যে আমি পাগল নই।'

আরেকটা ক্লিক শব্দ হলো, শোনা গেল একটি কণ্ঠ। 'ইউনিটার্ক। আপনি কেন ফোন করেছেন জানতে পারি?'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সিংগিং রক। 'আমি নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লেফটেনেন্ট ম্যারিনোর পক্ষে কথা বলছি। লেফটেনেন্ট ম্যারিনো জানতে চেয়েছেন ইউনিটার্কের আত্মিক কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা।' বিরতি। তারপর কণ্ঠটি বলল, 'কী? কী বললেন?' 'লেফটেনেন্ট ম্যারিনো জানতে চাইছেন ইউনিটার্কের কোনও আত্মিক অস্তিত্ব আছে কিনা।'

আবার নীরবতা। তারপর কণ্ঠটি বলল, 'দেখুন–এসবের মানে কী? আপনি কি ঠাট্টা করছেন?'

'প্লীজ–ইউনিটার্ককে শুধু প্রশ্নটা করুন।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ল ওপ্রান্তে। 'এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য ইউনিটার্ককে প্রোগ্রাম করা হয়নি। ইউনিটার্ক কাজের কম্পিউটার–আপনাদের ছাইভস্ম কবিতা লেখার গ্যাজেট নয়। কথা শেষ তো?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' ব্যাকুল গলায় বলল সিংগিং রক। 'প্লীজ, ইউনিটার্ককে শুধু এই প্রশ্নটা করুন । জিজ্ঞেস করুন তার কাছে গ্রেট ওল্ড ওয়ান সম্পর্কে কোনও তথ্য আছে কিনা।'

'গ্রেট কী?'

'গ্রেট ওল্ড ওয়ান। সে এক ধরনের ক্রিমিনাল রিংলিডার।'

'কোন্ শাখা? জোচ্চুরি, খুন, আর্সন–কী?'

একটু ভেবে জবাব দিল সিংগিং রক। 'খুন।'

'আচ্ছা, দেখছি।'

রিসিভারে শুনতে পেলাম কম্পিউটারের কী-বোর্ডের খটখট শব্দ। সিংগিং রকের প্রশ্ন কার্ডে ঢোকানো হচ্ছে। চুপচাপ ধূমপান করে যেতে লাগল সিংগিং রক। কানে ভেসে আসছে ভৌতিক বাতাসের ভয়ংকর আর্তনাদ।

মেঝে আবার দুলতে লাগল। সিংগিং রক মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে ফিসফিস করল, 'মনে হয় না এতে কাজ হবে। গ্রেট ওল্ড ওয়ান কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল বলে।'

হিসিয়ে উঠলাম আমি। 'আমাদের কি আর কিছু করার নেই? তাকে বাধা দেয়ার অন্য কোনও রাস্তা নেই?'

সিংগিং রক বলল, 'আছে নিশ্চয়। প্রাচীন জাদুকররা গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে তার নিজের রাজত্বে বন্দী করে রাখতে পেরেছিলেন। তবে আমি সে রাস্তা জানলেও মনে হয় না কাজটা করতে পারব।'

ইউনিটার্কের জবাবের অপেক্ষা করছি, এমন সময় বমি বমি লাগল আমার। ভাবলাম পায়ের নীচে মেঝে দুলছে বলে এরকম অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝে ফেললাম বমি ভাব হওয়ার রহস্য। বিকট, পচা একটা গন্ধ ঢুকছে নাসারন্ধ্রে। বেড়াল পচা বোটকা গন্ধ। নাক মুখ কুঁচকে গেল বিশ্রী গন্ধটার ঝাপটায়। তাকালাম সিংগিং রকের দিকে।

'ও আসছে,' নির্বিকার গলায় বলল সিংগিং রক। 'গ্রেট ওল্ড ওয়ান

আসছে।'

বাইরে হল্লার আওয়াজ। সিংগিং রক রিসিভার ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম কী হলো দেখতে। সিবিএস ক্যামেরার ক্রুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ডাক্তার এবং নার্সের দল। আমি ভিড় ঠেলে ড. রেমণ্ডের কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে। ডাক্তারের মুখ শুকনো, বিবর্ণ। হাতের ব্যথায় বেচারা একেবারে কাবু। 'টিভির এক ক্যামেরাম্যান হঠাৎ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে,' বললেন তিনি। 'ক্যামেরা চালাচ্ছিল সে। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়। এমনভাবে কাঁপছিল যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে।'

আমি ক্যামেরাম্যানকে দেখতে গেলাম। এক তরুণ, বালু রঙা চুল মাথায়, পরনে জিন্স এবং লাল টী-শার্ট। চোখ বোজা। মুখটা কেমন ভেঙেচুরে আছে। সাদা। নীচের ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপছে, মাঝে মাঝে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এক ইণ্টার্নি ডাক্তার ছেলেটার শার্টের আস্তিন গোটালো হাতে ট্রাংকুইলাইজার দেয়ার জন্য।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'এর কি মৃগী রোগ আছে?'

ইণ্টার্নি সাবধানে হাইপডারমিক ঢোকাল তরুণের বাহুতে, চাপ দিল প্লাঞ্জারে। একটু পরেই মুখের খিঁচুনি বন্ধ হয়ে গেল ক্যামেরাম্যানের, কাঁপুনিও নেই। মাঝে মাঝে গালের পেশি কাঁপল তিরতির করে। সুস্থির হয়ে আসছে ছেলেটা।

'জানি না ওর কী হয়েছে,' বলল ইণ্টার্নি। তরুণ এক ডাক্তার। সযত্নে আঁচড়ানো চুল। গোল মুখ। 'বোধহয় মানসিক কোনও শক্ পেয়েছে। হয়তো এখানকার পরিবেশ আর সহ্য করতে পারেনি। তারই প্রতিক্রিয়া এটা।'

'একে এখান থেকে নিয়ে যাও,' হুকুম দিলেন ড. উইনসাম। 'শুইয়ে দাও বিছানায়। একটু বিশ্রাম করুক।' তিন-চারজন ডাক্তার গেল ট্রলি নিয়ে আসতে। বাকিরা সবাই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর হতাশা নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। জানি না এরপরে কী ঘটবে। শুনলাম লেফটেনেন্ট ম্যারিনো ক্রুদ্ধ স্বরে রিইনফোর্সমেন্টের সঙ্গে কথা বলছে ফোনে। সন্দেহ নেই ওরা এখনও ভবনে ঢোকার সুযোগ পায়নি। মিসকুয়ামাকাসের ভৌতিক বাতাসের গর্জনের সঙ্গে মিশে গেল রাস্তা থেকে ভেসে আসা সাইরেনের আওয়াজ। জানালায় চঞ্চল আলো। আর

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ভোরের আলো ফুটবে। অবশ্য ততক্ষণ যদি ওই আলো দেখার জন্য বেঁচে থাকি। গ্রেট ওল্ড ওয়ানের বিকট দুর্গন্ধটা ভারী করে রেখেছে বাতাস। গন্ধ সইতে না পেরে ওয়াক থু করছে কেউ কেউ। তাপমাত্রা আবার নেমে গেছে। ভীষণ শীত করছে। একটু আগেও প্রচণ্ড গরম লাগছিল এখন আবার ভয়ানক ঠাণ্ডা। ভবনটার যেন জ্বর হয়েছে। তাপমাত্রা বাড়ছে কমছে।

সিংগিং রকের কাছে ফিরে গেলাম। একটি পত্রিকার কোনায় সে কতগুলো সংখ্যা লিখছে। পাঁশুটে, উদ্বেগে ভরা মুখ। লেখা শেষ হবার পরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজ হবে?'

সংখ্যাগুলোয় সতর্ক চোখ বুলাল সিংগিং রক।

'ঠিক বলতে পারছি না। কম্পিউটার প্রোগ্রামার বলল মেশিনে গ্রেট ওল্ড ওয়ানের নামে কোনও পুলিশ রেকর্ড নেই। গত দশ বছরের ক্রিমিনাল রেকর্ড ঘেঁটে দেখেছে সে। ইউনিটার্ক শুধু একটি মেসেজ আর কতগুলো নাম্বার দিয়েছে।'

'ওগুলো কী বলছে?'

মেসেজে লেখা 'CALL PROCEDURE FOLLOWS PROMPTLY। তারপর নাম্বারগুলো পেলাম।'

কোঁচকানো রুমাল দিয়ে কপাল মুছলাম আমি। 'এতে কি কাজ হবে? মানে কী এর?'

'মনে তো হয় হবে,' জবাব দিল সিংগিং রক। 'অন্তত ইউনিটার্কের কাছ থেকে সাড়া তো পেলাম। মনে হচ্ছে ওটা জানে আমরা কী চাই।'

সংখ্যাগুলোয় ইংগিত করলাম। 'এ সংখ্যা দিয়ে কী হবে?'

'এ সংখ্যা দিয়ে কম্পিউটারের ম্যানিটুকে আহ্বান করব। তবে কাজ না করা পর্যন্ত বলতে পারছি না ঠিক কী ঘটবে।'

আমি ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। 'সিংগিং রক পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছে। কী ঘটেছে সবই আমি দেখেছি। তবে কম্পিউটার তার নিজের আত্মাকে কীভাবে জাগিয়ে তোলা যাবে এ কথা বলছে আর সেটা বিশ্বাস করা শুধু অস্বাভাবিকই নয়, স্রেফ পাগলামিও।'

মাথা ঝাঁকাল সিংগিং রক। 'জানি, অলোক সাহেব। আমার নিজের কাছেও এটা স্বাভাবিক লাগছে না। তবু শেষ আশ্রয় হিসেবে ইউনিটার্ক

যে মেসেজ এবং সংখ্যাগুলো পাঠিয়েছে তা দিয়ে তার আত্মা ডেকে আনার চেষ্টা করব। বাকিটা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। আমাকে আত্মা ডেকে আনার সমস্ত তন্ত্রমন্ত্র এবং আচার অনুষ্ঠান শিখিয়েছেন পাউউট গোত্রের মেডিসিনম্যান সারারা। তখন আমার বয়স মাত্র বারো। জুতা, মোজা এবং বইসহ অন্যান্য জড় পদার্থের ম্যানিটু ডেকে আনার কৌশল তখনই আয়ত্ত করি আমি। আমি বই না ধরেই ওটার সবগুলো পাতা ওল্টাতে পারি।'

'কিন্তু বইয়ের সঙ্গে মাল্টিমিলিয়ন ডলারের কম্পিউটারের তুলনা হতে পারে না, সিংগিং রক। এটা শক্তিশালী জিনিস। এমনকী বিপজ্জনকও হতে পারে।'

নাক কোঁচকাল সিংগিং রক, গ্রেট ওল্ড ওয়ানের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে। 'যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমরা তারচেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না।' বলল সে। 'মরতে যদি হয়ই তো বীরের মত লড়ে মরব।'

'কিন্তু বীরের মৃত্যুতে আমার কোনও আগ্রহ নেই।' আমার হাতে হাত রাখল সিংগিং রক।

'একাকী স্টার বীস্টের মুখোমুখি হওয়ার সময় কিন্তু আপনি মৃত্যু-চিন্তা করেননি।'

'তা করিনি। কিন্তু এখন করছি। এক রাতে দু'দু'বার মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সাহস খুব কম মানুষেরই থাকে।'

সিংগিং রক জিজ্ঞেস করল, 'বাইরে হইচইটা কীসের ছিল? কেউ ব্যথাট্যথা পেয়েছে?'

আমি টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিলাম। 'না, তা নয়। সিবিএস টিভির ক্যামেরাম্যান। ছবি তুলছিল। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে। মৃগী রোগ-টোগ আছে বোধহয়।'

কপালে ভাঁজ পড়ল সিংগিং রকের। 'ছবি তুলছিল?'

'হুঁ। সবার ছবি তুলছিল। হঠাৎ দড়াম করে পড়ে যায় যেন কেউ ঘুসি মেরেছে মাথায়। তবে বিস্তারিত কিছু জানি না। কারণ ঘটনাস্থলে ছিলাম না আমি।'

কী যেন চিন্তা করল সিংগিং রক। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। সোজা গেল সিবিএস টিভির সাংবাদিকদের কাছে।

সংখ্যায় পাঁচ-ছ'জন হবে। বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করছিল।

সিংগিং রক জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের বন্ধুটি—সে ঠিক আছে?'

বেঁটে, গাট্টাগোট্টা, চোখে ভারী চশমা, বলল, 'হ্যাঁ। ডাক্তাররা দেখছেন ওকে। বলেছেন সুস্থ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে কী হচ্ছে বলুন তো? কী সব ভূত-প্রেতের কথা শুনছি। সত্যি?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল সিংগিং রক। 'আপনাদের বন্ধুর কি মৃগী রোগ আছে?'

মাথা নাড়ল টিভি রিপোর্টার। 'এর আগে কোনদিন ওকে ফিট হয়ে যেতে দেখিনি। এবারই প্রথম এরকম ঘটল। মৃগী রোগ টোগের কথা বলেনি ও কখনও।'

চেহারা গম্ভীর দেখাল সিংগিং রকের। 'ওই সময় অন্য কেউ কি ক্যামেরা চালাচ্ছিল?'

টিভি সাংবাদিক জবাব দিল, 'না, সার। আমাদের কাছে এই একটাই ক্যামেরা আছে। আচ্ছা—এই বিশ্রী, পচা গন্ধটা কোত্থেকে আসছে বলুন তো?'

সিংগিং রক বলল, 'জানি না।' বাক্স খুলে পোর্টেবল টিভি ক্যামেরাটি বের করল। মেঝেয় পড়ে গিয়ে খানিকটা তুবড়ে গেলেও অচল হয়ে যায়নি। নীল ডেনিম পরা এক টেকনিশিয়ান সিংগিং রককে দেখিয়ে দিল ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে কীভাবে ভিউফাইণ্ডার দিয়ে তাকাতে হবে।

মেঝেয় আবার কাঁপুনি এবং ঢেউ শুরু হয়ে গেছে। ঝাঁকি খাচ্ছে। যেন কেউ প্রচণ্ড ভয়ে মেঝে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। আবার নিভু নিভু হয়ে এল বাতি। ভয়ংকর বাতাসের গর্জন বেড়ে গেছে। আতংকিত হয়ে পড়ল ডাক্তার, সাংবাদিক আর পুলিশ সদস্যরা। ড. উইনসামের মুখ সাদা। ঘামছেন। আমরা জানি না অন্যান্য ওয়ার্ড এবং অফিসগুলোতে কী ঘটছে। লেফটেনেন্ট ম্যারিনো এখনও ফোন হাতে বসে আছে তার রিইনফোর্সমেন্টের কাছ থেকে সাড়া পাবার আশায়। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে কোনও প্রত্যুত্তর নেই। ঘনঘন সিগারেট ফুঁকছে লেফটেনেন্ট। মুখ থমথমে।

ফ্লোরের ঝাঁকুনি একটু কমতে সিংগিং রক টিভি ক্যামেরার

ভিউফাইণ্ডারের কালো রাবারের সকেটে চোখ রাখল। অন করল সুইচ। ধীর গতিতে স্ক্যান করতে লাগল রুম। প্রতিটি কিনারা, দরজার পেছন কিছুই বাদ গেল না ক্যামেরার স্ক্যানিং থেকে। সিবিএস ক্রুরা অস্বস্তি নিয়ে লক্ষ করছে সিংগিং রককে। সামনে সামান্য ঝুঁকে আছে সিংগিং রক, আড়ষ্ট শরীর।

'হচ্ছেটা কী?' এক টেকনিশিয়ান সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করল।

'চুপ,' বলল তার কলিগ। 'উনি বোধহয় দুর্গন্ধটা কোত্থেকে আসছে তা খুঁজে বের করতে চাইছেন।'

কিছুক্ষণ সতর্ক খোঁজাখুঁজির পরে কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামাল সিংগিং রক। আমাকে ইশারা করল কাছে যেতে। তারপর অনুচ্চ গলায়, অন্যরা যাতে শুনতে না পায় সেভাবে বলল, 'কী ঘটেছে অনুমান করতে পারছি আমি। গ্রেট ওল্ড ওয়ানের চ্যালা দানবগুলো এখান থেকে গেছে। ওরা সম্ভবত এখন দশতলায়। ক্যামেরাম্যান বোধহয় ওই পিশাচগুলোকে দেখেছে।'

'দেখেছে? কীভাবে?'

'ইণ্ডিয়ানরা বিশ্বাস করে দানব বা পিশাচদের কখনও ছবি তুলতে নেই। কারণ ক্যামেরা তাদের কাছ থেকে তাদের আত্মা চুরি করবে এ ভয়ে। কিন্তু ক্যামেরার লেন্স কারও আত্মা চুরি করতে পারে না, শুধু প্রত্যক্ষ করতে পারে। এ জন্য অনেক ফটোগ্রাফে ভূতের ছবি উঠে যায়, প্রিন্ট করার পরে ওগুলো ধরা পড়ে।'

আমি খুক খুক কাশলাম। 'ক্যামেরাম্যান ভিউফাইণ্ডারে ওই পিশাচগুলোকে দেখেছে? আর দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেছে?'

'আমার তাই ধারণা,' বলল সিংগিং রক। 'ওর সঙ্গে বরং সরাসরি গিয়ে কথা বলি। হয়তো এতক্ষণে জ্ঞান ফিরেছে। কীরকম দানব দেখেছে যদি বলতে পারে সে, গ্রেট ওল্ড ওয়ান যখন হাজির হবে, আমরা তাকে বাধা দেয়ার জন্য কিছু একটা প্রস্তুতি নিয়ে নিতে পারব।'

ড. রেমণ্ড হফম্যানকে বললাম কী ঘটছে। তিনি কোনও মন্তব্য করলেন না। তবে সিংগিং রক যখন বলল সে ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে কথা বলতে চায়, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন তিনি। ড. উইনসামের সঙ্গে কথা বললেন তারপর আমাদেরকে নিয়ে ফার্স্ট-এইড রুমে ঢুকলেন।

এ ঘরের পরিবেশ নীরব। একটি উঁচু হাসপাতাল কাউচে ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে শুয়ে আছে ক্যামেরাম্যান। তিনজন ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখছে তাকে। একজন নাড়ি টিপছে, অন্যরা অন্যান্য পরীক্ষাগুলো করছে। ড. রেমণ্ড হফম্যানকে দেখে তারা সবাই সালাম দিল। ক্যামেরাম্যানের সামনে থেকে সরে গেল। আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম তার বিছানার পাশে।

'ওর সঙ্গে বেশি কথা বলা যাবে না,' বলল একজন ইণ্টার্নি। 'প্রচণ্ড মানসিক [illegible] পেয়েছে সে।'

সিংগিং রক কিছু না বলে ঝুঁকল ক্যামেরাম্যানের ওপর। ফিসফিস করল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি? আমি কী বলছি শুনতে পাচ্ছ?'

শরীরটা কেঁপে উঠল ক্যামেরাম্যানের। সিংগিং রক আবার বলল। 'আমি কী বলছি শুনতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছ তুমি কোথায় আছ?'

কোনও সাড়া নেই। কাঁধ ঝাঁকাল ইণ্টার্নি ডাক্তাররা। একজন বলল, 'ওর এখনও জ্ঞান ফেরেনি। ওর কী হয়েছে জানি না তবে চেতনা ফিরতে সময় লাগবে।'

সিংগিং রক বলল, 'আমাদের হাতে সময় নেই।' সে কোটের পকেট হাতড়ে অদ্ভুত রং করা একটা জপমালা বের করল। ক্যামেরাম্যানের কপালে রাখল মালাটা। এক ইণ্টার্নি আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন ড. রেমণ্ড হফম্যান।

চোখ বুজে বিড়বিড় করে একটা মন্ত্র পড়তে লাগল সিংগিং রক। অর্থ বুঝতে পারলাম না। নিশ্চয় ওদের সিওক্স ভাষায় মন্ত্র পড়ছে সিংগিং রক। তবে শুরুতে মন্ত্রে কোনও কাজ হলো না। ক্যামেরাম্যান নিথর শুয়ে রইল। মাঝে মাঝে তার দু'একটা আঙুল টকাশ করে লাফ দিল, ঠোঁট নড়ছে। তবে কোনও শব্দ বেরুচ্ছে না। সিংগিং রক লোকটার মাথার ওপরে শূন্যে একটা ম্যাজিক ফিগার আঁকল, আর তখন হঠাৎ করে চোখ মেলে চাইল ক্যামেরাম্যান। চকচক করছে চোখ।

'এবার বলো,' মৃদু গলায় বলল সিংগিং রক, 'তোমার ক্যামেরায় কী দেখেছ, বন্ধু?'

কেঁপে উঠল ক্যামেরাম্যান। ঠোঁটের কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে

নামল। ওর যেন র‍্যাবিস কিংবা সিফিলিস হয়েছে, মারা যাচ্ছে। মনের মধ্যে এমন ভয়ংকর কিছু একটা ছাপ ফেলেছে। যা সে চেষ্টা করেও বিস্মৃত হতে পারছে না।

'ওটা—ওটা—' বিড়বিড় করল সে।

'বলো, বন্ধু,' বলল সিংগিং রক। 'কথা বলো। কোনও ভয় নেই। তোমাকে গিচে ম্যানিটু রক্ষা করবেন।'

চোখ বুজল ক্যামেরাম্যান। ভাবলাম আবার বোধহয় চেতনা হারিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরে কথা বলতে লাগল সে—অত্যন্ত দ্রুত, প্রায় দুর্বোধ্য স্বরে।

'ওটা সাঁতার কাটছিল, সাঁতার কেটে ঘরে ঢুকল। ওটাকে একঝলক দেখেছি আমি। স্কুইডের মত দেখতে। শুঁড়ের মত হাত, সবগুলো শুঁড় নড়ছিল, তবে অনেক বড় ছিল ওটা, কতবড় বলতে পারব না, আমি খুব ভয় পেয়ে যাই, মনে হয় আমার মধ্যে কিছু ঢুকে গেছে, আমার গোটা মগজ চুরি করে নিয়ে গেছে। যদিও এক ঝলক দেখেছি ওটাকে। মাত্র এক ঝলক।'

আর কিছু বলল না ক্যামেরাম্যান। বুজে এল চোখ। সিংগিং রক লোকটার কপাল থেকে সরিয়ে নিল জপমালা।

'ও ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'নাকি—'

'না,' বলল সিংগিং রক। 'ও মারা যায়নি। তবে আর কোনদিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে না।'

'ও স্কুইডের কথা বলছিল,' বললাম আমি। 'আসলে কী ছিল ওটা?'

সিংগিং রক জবাব দিল, 'এ লোক এমন একটা জিনিস চাক্ষুস করেছে যা কয়েক শো বছর আগে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল পৃথিবীর বুক থেকে। ওটা গ্রেট ওল্ড ওয়ান। সে এসে পড়েছে এখানে।'

দশ

সিংগিং রকের পেছন পেছন ফার্স্ট-এইড রুম থেকে বেরিয়ে করিডরে চলে এলাম। ওর কালো চোখ জোড়া আবার জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়। বলল, 'অলোক সাহেব, এবারে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। আপনি আমাকে সাহায্য করছেন তো?'

'এখন কী ঘটবে?'

জিভ বের করে ঠোঁট ভেজাল সিংগিং রক। উত্তেজনায় বসে গেছে গলা, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে জ্বরে ভুগছে। 'এসে পড়েছে গ্রেট ওল্ড ওয়ান। গ্রেট ওল্ড ওয়ানের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করা—বুঝতে পারছেন না একজন মেডিসিনম্যানের কাছে এর অর্থ কী? এ যেন একজন ক্রিশ্চিয়ান শয়তানের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে যাচ্ছে।'

'সিংগিং রক—'

'কাজটা আমাদেরকে করতে হবে,' বলল সিংগিং রক। 'আমাদের হাতে একদমই সময় নেই। চলুন, নীচে যাই।'

'নীচে যাব মানে? আবার দশতলায় যেতে হবে?'

সিংগিং রক যেন হঠাৎই প্রবল সাহসে ফেটে পড়ছে। তার ভেতরে ভয় এবং আশা একই সঙ্গে কাজ করছে। আমেরিকার ভয়ংকরতম পিশাচের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নেয়াটা যেন তার কাছে চরম লালসা পূরণের মত। আমি আর কিছু বললাম না। সে দ্রুত পা বাড়াল সিঁড়িতে। আমি প্রায় ছুটে গিয়ে তার জামার আস্তিন খামচে ধরলাম। ঘুরে দাঁড়াল সে।

'সিংগিং রক,' বললাম আমি, 'ভুলে যাবেন না এগারো জন মানুষ দশতলায় খুন হয়ে গেছে। কী ঘটেছে আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন।'

'কিন্তু এখন কিছু করার নেই,' বলল সিংগিং রক। 'পৌঁছে গেছে মহা পিশাচ। এখন যা ঘটবে তা আগের চেয়ে মন্দ বই ভাল হবে না।'

'সিংগিং রক–'

হাত ছাড়িয়ে নিল সে। অন্ধকার সিঁড়ির দরজা খুলল। 'আপনি কি আমার সঙ্গে আসছেন নাকি আসছেন না?'

বাতাসহীন বাতাসের কুৎসিত গোঙানির আওয়াজ আমার ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো খাড়া করে দিল। বাতাসে গ্রেট ওল্ড ওয়ানের শরীরের পচা গন্ধ। ঢোক গিললাম আমি। নীচে ওই পিশাচটার আবার মুখোমুখি হতে হবে শুনে শুকিয়ে গেছে বুক। কিন্তু সিংগিং রককে একা যেতে দিতেও সায় দিচ্ছে না মন। তাই বললাম, 'আমি যাব।' তাকে পাশ কাটিয়ে পা রাখলাম কংক্রিটের ল্যাণ্ডিংয়ে।

আমাদের পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল সিংগিং রক। দম বন্ধ করা অন্ধকার গ্রাস করল দু'জনকে। হ্যাণ্ডরেইল ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম নীচে। প্রতিটি ছায়া দেখে আঁতকে উঠলাম, প্রতিটি শব্দের প্রতিধ্বনি হিম করে দিল কলজে। কসম খেয়ে বলতে পারি নীচের সিঁড়িতে কারও পায়ের শব্দ পাচ্ছিলাম। কিন্তু থেমে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার সময় নেই।

'সিংগিং রক,' ফিসফিসিয়ে বললাম, 'আমরা কী করব?'

'সে কথাই ভাবছি,' শান্ত গলায় জানাল সিংগিং রক। 'পরিস্থিতি নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত কী করব বলতে পারছি না। আশা করি ইউনিটার্কের আত্মাকে সঠিক সময়ে এবং সঠিকভাবে আহ্বান করতে পারব। এও আশা করি ইউনিটার্ক গ্রেট ওল্ড ওয়ানের মত আমাদের ওপর বিরূপ হয়ে উঠবে না। এ ঝুঁকিটা রয়েই যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, আমরা যদি স্রেফ সারেণ্ডার করি? তা হলে কি অন্যরা প্রাণে বাঁচবে না? মারামারি করতে গিয়ে কতজনের যে জীবন নাশ হবে, খোদা জানে।'

মাথা নাড়ল সিংগিং রক। 'এটা মারামারি নয়। এটা এক রেড ইণ্ডিয়ান জাদুকরের প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা। শ্বেতাঙ্গরা এক সময় রেড ইণ্ডিয়ানদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে, হত্যা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর তার প্রতিশোধ নিচ্ছে রেড ইণ্ডিয়ানদের

এক প্রতিনিধি জাদুকর।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা তো শ্বেতাঙ্গ নই। আমরা কেন আমেরিকানদের জন্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছি? আমরা কেটে পড়লে পারি না? মিসকুয়ামাকাস নিশ্চয় আমাদের পিছু ধাওয়া করবে না।'

'করবে,' বলল সিংগিং রক। 'আমরা তাকে রাগিয়ে দিয়েছি। তার রোষানল থেকে কেউ মুক্তি পাবে না। মিসকুয়ামাকাস প্রতিশোধ নেয়ার নেশায় উন্মাদ। আমাদের সবার মরণ না দেখা পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। কাজেই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার সঙ্গে লড়াই না করেও উপায় নেই।'

চুপ করে রইলাম। এখন আবার আফসোস হচ্ছে কেন এর মধ্যে জড়াতে গেলাম। তবে আবার এও ভাবছি একটা লোক প্রতিশোধ নিতে সবাইকে হত্যা করতে চাইছে, জেনে শুনে তাকে বাধা না দেয়া স্রেফ কাপুরুষতা। শ্বেতাঙ্গরা চারশ' বছর আগে রেড ইণ্ডিয়ানদের মেরে ধরে দেশ ছাড়া করেছে। কিন্তু চারশ' বছর পরে সেই অপরাধে নিরীহ কতগুলো মানুষের প্রাণহানি হবে এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। তা ছাড়া পালিয়ে গেলেও তো মিসকুয়ামাকাসের প্রতিহিংসার আগুন থেকে রেহাই মিলছে না। সিংগিং রক ঠিকই বলেছে, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করতেই হবে।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে হাতড়ে হাতড়ে নামছি আমরা, বাতাসের গোঙানি এবং কান্নার মাত্রা এমন বেড়ে গেল, ব্যথা করতে লাগল মাথা। অন্ধকারে ভাল করে প্রায় কিছুই ঠাহর হচ্ছে না। ভয়ের সঙ্গে যোগ হয়েছে অস্বস্তি। কারণ মনে হচ্ছে আমার পোশাকের নীচে কিলবিল করছে অসংখ্য জোঁক। সিংগিং রককে কথাটা জানালে সে বলল, 'আমরা গ্রেট ওল্ড ওয়ানের কাছাকাছি এসে পড়েছি তো তাই এরকম অস্বস্তি লাগছে আপনার। নিন, এই জপমালাটা ধরুন। অস্বস্তি কেটে যাবে।'

কানের পর্দা ফাটানো বাতাসকে সাথী করে দশ তলায় পৌঁছে গেলাম আমরা। ইউনিটার্কের সংখ্যা লেখা কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল সিংগিং রক। আমাকে বুড়ো আঙুল তুলে ইশারা করল। আস্তে করিডরের দরজাটা খুলে ফেললাম। এখানেই ঘাপটি মেরে আছে

মিসকুয়ামাকাস। এখানেই শতাব্দী প্রাচীন ভয়ংকর ম্যানিটু গ্রেট ওল্ড ওয়ান ফিরে পাচ্ছে জীবন।

বদবুটা এখানে আরও প্রবল। করিডর খালি অথচ ইঁদুরের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, কিচকিচ শব্দ ভেসে আসছে চারদিক থেকে। বাতাসের হাহাকার ছাপিয়ে শব্দগুলো হচ্ছে। যেন গোটা ফ্লোর জ্যান্ত হয়ে উঠেছে হাজার হাজার ইঁদুরের পদচারণায়। সিংগিং রক ঘুরে দেখল আমি তার পেছনে আছি কিনা। সে শ্যারন ফেয়ারচাইল্ডের ঘরে চলল—এ ঘরেই প্রথম মিসকুয়ামাকাসের বিকট উপস্থিতি ঘটেছে।

স্টার বীস্টের ভৌতিক বাতাসের উন্মাদনায় আমি দারুণ অসুস্থ বোধ করছি। শ্যারনের ঘরের যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, হাওয়ার হুংকারের মাত্রা ততই বেড়ে চলল। বাতাস তো নয় যেন ছুরির ধারাল ফলা! কেচে মোরব্বা বানাচ্ছে আমাকে। সেই সঙ্গে অদৃশ্য ইঁদুরের ভীতিকর কিচমিচ তো আছেই। একবার মনে হলো একটা ইঁদুর লাফ মেরে পড়েছে পিঠে। ভয় এবং ঘেন্নায় হাত দিয়ে শার্ট ঝাড়তে লাগলাম।

সিংগিং রক মন্ত্র পড়া শুরু করে দিয়েছে। সিউক্স জাতির আত্মাদেরকে ডাকছে সে। অনুনয় করছে তারা যেন গ্রেট ওল্ড ওয়ানের গ্রাস থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে।

একটা মোড় ঘুরলাম আমরা—হঠাৎ করিডর আলোকিত হয়ে উঠল চোখ ধাঁধানো তীব্র আলোয়। আলোটা ঘিরে ধরল আমাদেরকে। সিংগিং রক তালু সোজা রেখে হাত তুলে ধরল শূন্যে। আলোর রেখা ঠিকরে পড়ল তালুতে, সেখান থেকে ছিটকে গেল কংক্রিটের মেঝেতে। এ সেই চক্ষুস্মান বজ্রের আলো। মিসকুয়ামাকাস জানান দিল আমাদের উপস্থিতি সে টের পেয়ে গেছে।

শ্যারনের ঘরটা যে করিডরে, ওখানে চলে এসেছি আমরা। বজ্র বিদ্যুতের আলোয় ভূতুড়ে ইঁদুরগুলো বোধহয় পালিয়েছে। সাড়া শব্দ আর তেমন পাচ্ছি না। তবে বাতাসের হুংকার থামেনি। এবারে সত্যিকারের বাতাস বইছে। মুখে বাতাসের ঝাপটা বিঁধছে কাঁকরের মত। আমাকে ইশারা করল সিংগিং রক। প্রবল বাতাস উপেক্ষা করে আমরা কদম বাড়াতে লাগলাম। এত জোরে হুংকার ছাড়ছে ঝড়ো হাওয়া, কথা বলার জো নেই। শ্যারনের ঘরের দরজার সামনে

ভৌতিক, শীতল নীল আলোটা জ্বলছে। এ আলো একটা শক্তি। এ আলো দিয়েই মিসকুয়ামাকাস ভয়ংকর এক পিশাচকে নিয়ে আসার জন্য প্রবেশপথ তৈরি করেছে।

কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলা হারিকেন ঝড়ের বিরুদ্ধে যুঝতে যুঝতে আমরা দরজার সামনে চলে এলাম। সিংগিং রক প্রথমে তাকাল ঘরের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল একটা ঝাঁকি খেল। ঘুরিয়ে নিল মুখ। কাগজের মত সাদা। ভেতরে এমন কিছু দেখেছে সে যে ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে মুখ। আমি এরপর তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আতংকে জমে গেলাম।

ঘরটা ভরে আছে ঘন ধোঁয়ায়। নাড়িভুঁড়ি ওল্টানো গন্ধ আসছে ধোঁয়া থেকে। ধোঁয়ার উৎস দুটো ধাতব বাটি। বাটিতে আগুন জ্বলছে। মিসকুয়ামাকাস ভৌতিক বাটি দুটো রেখেছে গেট অ্যাওয়ের দুই পাশে। মেঝেতে বীভৎস এবং ভয়ংকর কিছু ছবি এঁকেছে সে। অমন বিকট ছবি জীবনেও দেখিনি আমি। লাল রঙ দিয়ে আঁকা ছবি। লাল রঙটা যে লেফটেনেণ্ট ম্যারিনোর নিহত পুলিশ অফিসারদের রক্ত তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ছবিতে আছে অদ্ভুত চেহারার ছাগল, বিরাট বিরাট কৃমির মত গা ঘিনঘিনে কতগুলো পোকা, আছে নগ্ন নারী মূর্তি, তাদের পেট ফেটে বেরিয়ে এসেছে বক্ষ। এই বৃত্তের মাঝখানে উবু হয়ে বসে আছে বিকৃত শরীরের মিসকুয়ামাকাস। তবে মিসকুয়ামাকাসের আঁকা ছবি দেখে ভয় পাইনি আমরা, ভয় পেয়েছি অন্য আরেকটা জিনিস দেখে।

ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে একটা ছায়া। ছায়াটা যেন টগবগ করে ফুটছে আর ক্রমেই আকারে বড় হচ্ছে। ওটাকে কখনও মনে হচ্ছে দানব একটা স্কুইড, আবার পরক্ষণে আকার পাল্টে হয়ে যাচ্ছে কুণ্ডলী পাকানো অনেকগুলো সাপ।

সিংগিং রককে বলে দিতে হলো না ওটা কী। এ হলো সেই ভয়ংকর দানব–গ্রেট ওল্ড ওয়ান। এতই ভয়ানক ওটার চেহারা, এমনই অশুভ ওটার অস্তিত্ব, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। ওটা ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে দুলছে, মোচড় খাচ্ছে, সামনে-পিছে বাড়ছে। যেন এখনই লাফিয়ে পড়বে আমাদের গায়ে। ছোবল দেবে ফণা তুলে, গিলে খাবে হাঁ করে। আমি সম্মোহিতের মত ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

নড়াচড়ার শক্তি নেই।

হাত তুলল মিসকুয়ামাকাস। গলা দিয়ে নেকড়ের ডাকের মত আউউ করে বিজয় উল্লাস বেরিয়ে এল। তার চোখ জোড়া ভাঁটার মত জ্বলছে। ঘামে ভেজা শরীর। দু'হাতে রক্ত। তার পেছনে, ধোঁয়ার মধ্যে প্রায় অদৃশ্য গ্রেট ওল্ড ওয়ানের কদাকার আকারটা মোচড় খাচ্ছে।

'এবার, অলোক!' চিৎকার দিল সিংগিং রক। 'আমাকে সাহায্য করুন!'

হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে, কতগুলো সংখ্যা এবং শব্দ উচ্চারণ করছে, নিজের প্রজাতির আত্মা এবং ম্যানিটুদেরকে আহ্বান করছে সে, ডাকছে কম্পিউটারের ম্যানিটুকে। আমি, ভীত-আতংকিত অলোক চৌধুরী, প্রাণপণে ডেকে চললাম ইউনিটার্কের আত্মাকে। প্রচণ্ড বাতাসের কান ঝালাপালা করা শব্দে সিংগিং রক কী বলছে বুঝতে পারছি না, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেই যেতে লাগলাম।

দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল সিংগিং রকের মন্ত্রোচ্চারণ, রুদ্ধশ্বাসে বলে চলেছে সে। ইউনিটার্কের টেকনোলজিকাল ম্যানিটুকে ডাকছে। ওদিকে আমাদের দিকে হাত তুলে মিসকুয়ামাকাসও বসে নেই। সে-ও মন্ত্র পড়ছে। যেন গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে উৎসাহিত করছে আমাদেরকে গ্রাস করার জন্য। তার পেছনের ধোঁয়ার মধ্যে এমন সব ভীতিকর চেহারা এবং আকৃতি ফুটে উঠছে যা ভয়ংকরতম দুঃস্বপ্নেও দেখা যায় না। অক্টোপাসের কুণ্ডলীর মত কুয়াশা আড়মোড়া ভেঙে বেরিয়ে এল গ্রেট ওল্ড ওয়ানের কালো মেঘের মাঝ থেকে। আমি বুঝে ফেলেছি মৃত্যু আমাদের অনিবার্য। নরকের পিশাচের চেয়েও ভয়াবহ ওই জিনিসটা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই আমরা খতম। প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপের মধ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করতে গিয়ে কামড় পড়ে কেটে গেল জিভ।

হঠাৎ হাঁটু মুড়ে ধপ করে বসে পড়ল সিংগিং রক। আমিও বসলাম ওর পাশে। ওকে চিৎকার করে মন্ত্র পড়া চালিয়ে যেতে বললাম।

আমার দিকে তাকাল সিংগিং রক। চেহারায় নির্জলা আতংক।

'পারছি না!' ককিয়ে উঠল ও। 'ইউনিটার্ককে ডেকে আনতে পারছি না! ওকে তৈরি করেছে শ্বেতাঙ্গরা। ও আমার কথা শুনতে চাইছে না। আমার ডাকে আসবে না! আমরা শেষ!'

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত মুহূর্তেই জল। বলছে কী সিংগিং রক! আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। আমাদের দিকে দু'হাত তুলে রেখেছে মিসকুয়ামাকাস, গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে ইংগিতে দেখাচ্ছে। মহাপিশাচ কালো কালো সাপের মূর্তি ধরে মেডিসিনম্যানের মাথার ওপর উঠে এল। বুঝতে পারলাম অন্তিম মূহূর্ত উপস্থিত। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে গ্রেট ওল্ড ওয়ান। শেষকালে বিদেশ বিভুঁইয়ে একটা পিশাচের কবলে এমন করুণ মৃত্যু লেখা ছিল কপালে! এমন মায়া লাগল পৈর্তৃক জীবনটার জন্য, পানি চলে এল চোখে। চকিতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আরি! আমার দাদী তো ছিল আমেরিকান। দাদী ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন আমাদের অত্যন্ত সুদর্শন এবং প্রতিভাবান দাদাকে। সে হিসেবে আমার শরীরেরও তো শ্বেতাঙ্গ রক্ত বইছে! কিন্তু এতে কি কাজ হবে? ইউনিটার্ক কি আমার ডাকে সাড়া দেবে?

খড়কুটো ধরে ভেসে থাকার মত মরিয়া হয়ে চিৎকার করলাম আমি। 'ইউনিটার্ক, আমাকে বাঁচাও!' সিংগিং রকের কাছ থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে সংখ্যাগুলো বারবার উচ্চারণ করতে করতে বলতে লাগলাম, **'ইউনিটার্ক! খোদার কসম–ইউনিটার্ক, রক্ষা করো আমাদেরকে!'**

সিংগিং রক আমার হাত ধরল, ভয়ে গুঙিয়ে উঠল। মুখে নেকড়ের হাসি নিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে মিসকুয়ামাকাস, হাত দুটো সামনে বাড়ানো, অপুষ্ট, বিকলাঙ্গ পা জোড়া কোমরের নীচে ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে। ওদিকে গ্রেট ওল্ড ওয়ানের বিকট মূর্তি আকারে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

ভয়ের চোটে এক মুহূর্ত চুপ হয়ে রইলাম আমি। তারপর কিছু না ভেবেই মিসকুয়ামাকাসের মত হাত দুটো ঝটিতে শূন্যে তুললাম। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিলাম, 'ইউনিটার্ক, তোমার ম্যানিটু পাঠিয়ে এই পিশাচটাকে ধ্বংস করো। ইউনিটার্ক, আমাকে আঘাতের হাত থেকে বাঁচাও। ইউনিটার্ক, বন্ধ করে দাও প্রবেশপথ, বের করে দাও এই

বিকট আত্মাকে।'

শূন্যে ভাসতে ভাসতে ভীতিকরভাবে কাছে চলে এসেছে মিসকুয়ামাকাস, গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টায় বিরাম নেই। বাতাসের তীব্র নিনাদ ছাপিয়ে তার মন্ত্রোচ্চারণ প্রতিহিংসাপরায়ণ জানোয়ারের মত হুংকার ছাড়ল।

'ইউনিটার্ক!' ককিয়ে উঠলাম আমি। 'আমার কাছে এসো, ইউনিটার্ক! এসো!'

মিসকুয়ামাকাস প্রায় আমার গায়ের ওপর এসে পড়েছে, কালো, ঘামে ভেজা চকচকে মুখে শ্বাপদের মত চোখজোড়া জ্বলছে। কুৎসিত মুখটা বেঁকে গিয়ে আরও বীভৎস লাগছে। আমার চারপাশের বাতাসে অদৃশ্য বৃত্ত এবং ডায়াগ্রাম আঁকল সে, গ্রেট ওল্ড ওয়ানের অশুভ মেঘটাকে টেনে নিয়ে আসছে।

'খোদা!' ফিসফিস করলাম আমি। 'ও খোদা, তুমি রক্ষা করো! ইউনিটার্ককে পাঠাও!'

এমন প্রচণ্ড এবং তীব্র ছিল ওটা, প্রথমে বুঝতেই পারিনি কী ঘটল। ভেবেছি মিসকুয়ামাকাস বুঝি তার চক্ষুষ্মান বজ্রের আলো দিয়ে আমাকে পুড়িয়ে মারতে চাইছে অথবা পুরো বিল্ডিং হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে আমাদের ওপর। বাতাসের হুংকার ছাপিয়ে কান ফাটানো একটা শব্দ হলো—কড়কড় করে উঠল বিদ্যুৎ, জ্বলে উঠল লক্ষাধিক ভোল্টেজের শক্তি নিয়ে—হাজারটা শর্ট-সার্কিট বিস্ফোরণের ভয়াবহ শব্দ হলো। ঘরটা ভেসে গেল অত্যুজ্জ্বল আলোর বন্যায়, যেন ঘরভর্তি জ্বলছে বৈদ্যুতিক গ্রিড, চোখ অন্ধ করে দেয়া সাদা আর নীল আলোর স্ফুলিঙ্গ ছুটল।

শূন্য থেকে ছিটকে ধপাশ করে মেঝেতে পড়ে গেল মিসকুয়ামাকাস। পুড়ে কয়লা। শরীরের নীচে চাপা পড়ল হাত, চোখ বন্ধ।

গ্রিড বা বৈদ্যুতিক তারজালিগুলো আমার এবং গ্রেট ওল্ড ওয়ানের মাঝখানে একটা বেড়া তৈরি করে জ্বলতে লাগল। দেখতে পেলাম দানব শরীরটা কুঁকড়ে গেছে, মোচড় খাচ্ছে—যেন বিভ্রান্ত এবং হতাশ। গ্রিডে ভোল্টেজের পরিমাণ এতই বেশি পুরোপুরি চোখ মেলে তাকানো যাচ্ছে না, আধখানা চোখ মেলে দেখতে হচ্ছে। অবাস্তভাবে দেখছি

গ্রেট ওল্ড ওয়ানের ছায়াময় শরীর।

চোখ অন্ধ করে দেয়া আলোর এ ঝলকানি কে দেখাচ্ছে বুঝতে পারছি আমি। খোদা আমার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন। ইউনিটার্ক কম্পিউটারের ম্যানিটু বা আত্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি।

আঁধারের শক্তিশালী কুণ্ডলীর মধ্যে সেদ্ধ হচ্ছে, পাক খাচ্ছে গ্রেট ওল্ড ওয়ান। তীব্র স্বরে গুঙিয়ে উঠল ওটা, প্রলম্বিত একটা আর্তনাদ ছাড়ল। চিৎকারটার মাত্রা ক্রমে বেড়ে চলল। এমন ভয়ানক সে আর্তনাদ, মনে হলো আমাকে ওটা গিলে খাচ্ছে। এমনই ভয়ানক ও তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, ঘরের দেয়াল এবং মেঝে পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ইউনিটার্কের ম্যানিটুর অত্যুজ্বল গ্রিড় এক মুহূর্তের জন্য প্রায় নিভে এল। তবে পরমুহূর্তে ওটা দ্বিগুণ শক্তিতে জ্বলে উঠল—টেকনলজিকাল পাওয়ারের একটা বিস্ফোরণ ঘটল যেন, শুষে নিল সমস্ত দৃষ্টি এবং শব্দ। আমি যেন গলিত ইস্পাতের একটা মস্ত কড়াইয়ের মধ্যে ছিটকে পড়লাম, ডুবে যাচ্ছি আলো আর উচ্চনাদের মাঝে।

আরেকটা শব্দ শুনলাম। ওই ভীষণ আওয়াজটা জীবনে ভুলব না। মনে হলো প্রচণ্ড ব্যথা এবং যন্ত্রণায় কেউ তারস্বরে কাতরাচ্ছে, গোঙানি ক্রমে বেড়েই চলল। ওহ্ কী ভয়ানক মৃত্যু-চিৎকার! শব্দটা নার্ভ টুকরো টুকরো করে ফেলার শব্দ, আওয়াজটা আত্মাকে নগ্ন করে খণ্ড খণ্ড করে ফেলার আওয়াজ। গ্রেট ওল্ড ওয়ানকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলছে ইউনিটার্কের অসীম শক্তি।

কিছু ছিঁড়ে ফেলার শব্দ হলো, বুদ্বুদের মত বুজবুজ আওয়াজ হলো, বুড়বুড় শব্দ উঠল। দেখলাম মিসকুয়ামাকাস মেঝেয় গেট অ্যাওয়ের যে ছবি এঁকেছে, ওটা ভেন্টিলেশন পাইপে ধোঁয়া টানার মত শোঁ শোঁ করে টেনে নিল গ্রেট ওল্ড ওয়ানের ধোঁয়াটে আকৃতি। শেষবারের মত আলোর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। ঝলকানি সইতে না পেরে বুজে ফেললাম চোখ। তারপর নীরবতা নেমে এল ঘরে।

আমি মেঝেতে প্রায় মিনিট দশেক অসাড় হয়ে শুয়ে রইলাম। নড়াচড়ার শক্তি ফিরে পেয়ে উঠে বসলাম। তবে চোখ থেকে এখনও বিদ্যুতের ঝিলিকটা যায়নি। সুস্থির হতে আরও কিছুক্ষণ লাগল।

তারপর চোখ বুলালাম চারপাশে।

ভাঙা খাট আর আসবাবের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে সিংগিং রক। চোখের পাপড়ি নড়ছে। জ্ঞান ফিরছে। মিসকুয়ামাকাস পোড়া শরীর নিয়ে আগের জায়গাতেই উবু হয়ে পড়ে আছে। ঘরের দেয়ালগুলো কালো, যেন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে কেউ। প্লাস্টিকের ভেনিশিয়ান ব্লাইণ্ডগুলো উত্তাপে গলে গেছে।

তবে আমার নজর কেড়ে নিল ঘরের কিনারে দাঁড়ানো রোগাটে একটা মূর্তি। তার মুখটা সাদা, ভূতের মত লাগছে দেখতে। আমি কিছু না বলে একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে।

'অলি ভাই,' ফিসফিস করল সে। 'আমি বেঁচে আছি, অলি ভাই।'

এমন সময় পিস্তল হাতে দরজা দিয়ে সবেগে ভেতরে ঢুকল লেফটেনেণ্ট ম্যারিনো। আমাদের খোঁজে।

লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টে সিংগিং রকের সঙ্গে বসে আছি। আমার খালাতো বোন এবং বোন জামাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে সরাসরি চলে এসেছি এখানে। আজ দেশে ফিরছে সিংগিং রক। ওকে বিদায় জানাতে এসেছি। সিগারেট ফুঁকছে সিংগিং রক, প্লেনে ওঠার অপেক্ষা করছে। পরনে সেই চকচকে সুট, চোখে শিংয়ের চশমা। আগের মতই উজ্জ্বল এবং সপ্রতিভ লাগছে তাকে। শুধু গালের স্টিকিং-প্লাস্টার দেখে অনুমান করা যায় অ্যাক্সিডেণ্ট করেছে সিংগিং রক। এয়ারপোর্টের কোনও মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না মাত্র দু'দিন আগে এই মানুষটা মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছে।

'আমার একটু খারাপই লাগছে, বুঝলেন অলোক সাহেব,' বলল সিংগিং রক।

'খারাপ লাগছে?' কপালে ভাঁজ পড়ল আমার। কেন? 'মিসকুয়ামাকাসের কথা ভেবে। ওকে যদি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বোঝানোর একটা সুযোগ পেতাম।'

আমি আমার সিগারেটে লম্বা একটা টান দিলাম। 'ভুলে যাবেন না সে আমাদেরকে মারতে চেয়েছিল। ওকে হত্যা না করলে আমরা নিজেরাই খুন হয়ে যেতাম।'

মাথা ঝাঁকাল সিংগিং রক। 'হয়তো আবার কখনও

মিসকুয়ামাকাসের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের অনুকূল কোনও পরিবেশে। তখন হয়তো আমরা কথা বলতে পারব।'

আমি বললাম, 'ও তো মারা গেছে, তাই না? তা হলে ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে কী করে?'

চোখ থেকে চশমা খুলল সিংগিং রক, পরিষ্কার রুমাল দিয়ে মুছল কাচ। 'শরীরটা মারা গেছে তবে ওর ম্যানিটুর মৃত্যু হয়েছে কিনা জানি না। হয়তো ওর আত্মা উচ্চতর স্তরে চলে গেছে, হয়তো আবার ফিরে আসবে পৃথিবীতে, আবার আশ্রয় নেবে কারও শরীরে।'

কপাল কুঁচকে গেল আমার। 'এরকম ঘটার সম্ভাবনা আছে নাকি?'

শ্রাগ করল সিংগিং রক। 'কে জানে? পৃথিবীতে কত রহস্যময় ঘটনাই তো ঘটে তার কতটুকুই বা জানি আমরা। আমরা তো এর কিয়দংশ দেখি মাত্র। পৃথিবীর মধ্যেও অদ্ভুত পৃথিবী আছে, আর অদ্ভুত পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে আরও অদ্ভুত দুনিয়া। আমাদেরকে এ সব পৃথিবী মাঝেমাঝেই মনে করিয়ে দেয় যেন তাদেরকে ভুলে না যাই।'

'আর গ্রেট ওল্ড ওয়ান?'

ব্যাগ গুছিয়ে সিধে হলো সিংগিং রক। 'গ্রেট ওল্ড ওয়ান সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকবে। যতদিন নিকষ কালো রাত আর ব্যাখ্যাতীত ভয় থাকবে, গ্রেট ওল্ড ওয়ানও থাকবে আমাদের মাঝে।'

আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে চলে গেল অদ্ভুত মানুষটা।

তিন হপ্তা বাদে, নিউ ইংল্যাণ্ডে, শ্যারন ফেয়ারচাইল্ডদের বাড়িতে গেলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে। তখন সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়েছে। কমলা রঙের সূর্য গাছের আড়ালে ডুব দেয়ার আয়োজন করেছে। শ্যারনদের সাদা রঙের অভিজাত বাড়িটির সদর দরজা খোলাই ছিল। আমাকে দেখে মি. জেরাল্ড ফেয়ারচাইল্ড দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

'আপনি এসেছেন খুব খুশি হয়েছি, মি. চৌধুরী,' বললন তিনি। 'অনেক ঠাণ্ডা পড়েছে, না?'

ডোরম্যাটে জুতো মুছলাম আমি। 'আমি অবশ্য ভ্রমণটা উপভোগই করেছি, মি. ফেয়ারচাইল্ড।' আমি ওঁদেরকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলাম শ্যারনকে দেখতে আসব।

শ্যারনের মা আমার কোট নিয়ে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখলেন। তাঁকে খুব হাসিখুশি লাগছে। লম্বা বসার ঘর দামী দামী আসবাবে সজ্জিত–আরামকেদারা, সোফা, পেতলের ল্যাম্প, দেয়ালে সুদৃশ্য ফ্রেমে গাঁয়ের আঁকা ছবি।

'কফি চলবে তো?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ফেয়ারচাইল্ড। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা সোফায় বসলাম। শ্যারনের মা গেলেন কফি বানাতে অথবা চাকরদের নির্দেশ দিতে।

'শ্যারন কেমন আছে?' জানতে চাইলাম আমি। 'শরীর ইমপ্রুভ করছে?'

গলার স্বর নামালেন শ্যারনের বাবা। 'এখনও হাঁটতে পারে না। তবে ওজন বাড়ছে আর ইদানীং একটু হাসিখুশিও দেখছি। আপনি ওপরে যান। ও সারাটা হপ্তা ধরে দিন গুনছে আপনি কবে আসবেন।'

'তা হলে ওর সঙ্গে বরং একটু দেখা করে আসি,' বলে সোফা ছাড়লাম আমি। পা বাড়ালাম দোতলার সিঁড়িতে।

শ্যারনের মুখটা শুকনো, দেখলেই বোঝা যায় দুর্বল। তবে ওর বাবা ঠিকই বলেছেন মেয়েটির স্বাস্থ্যের উন্নতির হচ্ছে। আশা করি দ্রুত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে। আমাকে দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ও। আমি ওর খাটে বসলাম। ওর শখ, ভবিষ্যতে কী করার ইচ্ছা ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে কথা বললাম। মিসকুয়ামাকাসের প্রসঙ্গ ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলাম।

'ড. রেমণ্ড আমাকে বলেছেন তুমি খুব সাহসের একটা কাজ করেছ, অলি ভাই,' একটু পরে বলল শ্যারন। 'তিনি খবরের কাগজের লোকদের কাছে আসল ঘটনাটা চেপে গেছেন। আমাকে বলেছেন সত্যি কথাটা বললেও কেউ নাকি বিশ্বাস করতে চাইবে না।'

আমি ওর নরম হাতটা আমার মুঠোয় নিলাম। 'সত্য প্রকাশ সবসময় জরুরী নয়। ঘটনাটা যে ঘটেছে নিজেরই এখন বিশ্বাস হচ্ছে না।'

হাসল শ্যারন। 'আমার কাছে তোমার একটা ধন্যবাদ পাওনা আছে কারণ তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।'

'ধন্যবাদ দিতে হবে না। হয়তো একদিন তোমার কাছেও আমার এরকম কোনও পাওনা হবে।'

সিধে হলাম। 'নীচে যাচ্ছি। তোমার মা কফি নিয়ে বসে আছেন। তা ছাড়া তুমিও ক্লান্ত। বিশ্রাম নাও।'

হেসে উঠল শ্যারন। 'বিশ্রাম নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে গেছি, অলি ভাই।'

'তোমার যদি কিছু দরকার হয় আমাকে বোলো,' বললাম আমি। 'বই, পত্রিকা বা অন্য কিছু।'

দরজা খুলেছি চলে যেতে, পেছন থেকে শ্যারন বলল, 'ডি বুট, মিজনহির।'

বরফের মত জমে গেলাম জায়গায়। শিরশির করে উঠল পিঠের কাছটায়। ঘুরলাম। 'কী বললে?' এখনও হাসছে শ্যারন। বলল, 'বললাম বী গুড, মাই ডিয়ার অলি ভাই। আর কিছু বলিনি তো?'

ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাইরে, ল্যাণ্ডিং নীরব এবং অন্ধকার। পুরানো বাড়িটা বরফের চাপে হঠাৎ যেন মড়মড় করে উঠল। 'আশা করি তুমি ওই ভয়ংকর শব্দটা উচ্চারণ করনি,' ফিসফিস করলাম আমি।

***